সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—প্রাচীন-ভারত

তৃতীয় খণ্ড
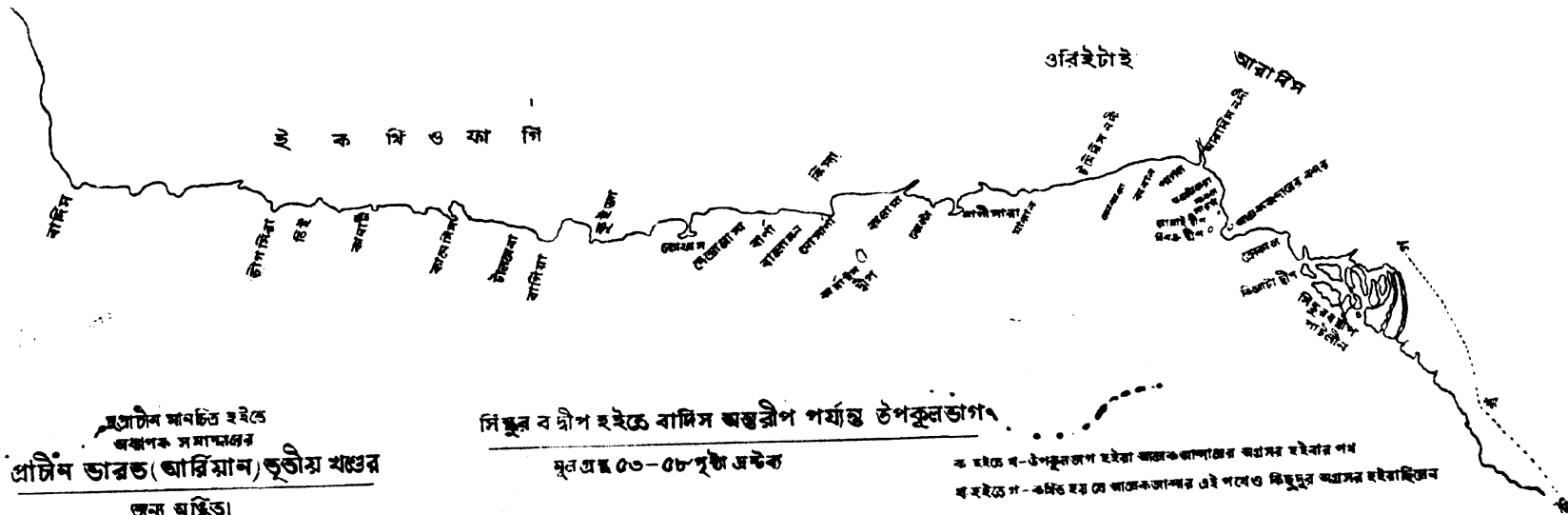
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের

পুস্তকাবলীর

বিলাতের এজেণ্ট—বি, এইচ, ব্লাকওয়েল

৫০, ৫১ ব্রড ষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড।

কলিকাতার এজেণ্ট—হিণ্টন এণ্ড কোং

১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং—৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী—২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

ভট্টাচার্য্য কোম্পানী—৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হৌস—২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রভৃতি

কলিকাতা

১০ নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট,

মহেশ প্রেসে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাচীন-ভারত

(তৃতীয় খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রকাশক

শ্রীনলিনাক্ষ রায়

মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স

মোরাদপুর, পাটনা।

১৩২০

মূল্য ১৸০

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার প্রণীত

(১)	অর্থনীতি	......	১৲
(২)	অর্থশাস্ত্র	......	১।০
(৩)	প্রাচীন ভারত (প্রথম খণ্ড)	......	১৷৷০
(৪)	প্রাচীন ভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)	......	১৷৷০
(৫)	প্রাচীন ভারত (তৃতীয় খণ্ড)	......	১৸০
(৬)	ইংরাজের কথা (সচিত্র)	......	১৷৷০

৺ যতীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

বি, এ, এম্, আর, এ, এস প্রণীত

(১)	মণিমালা (নাটক)	......	৷৷৵০
(২)	শিখের কথা (নাটক)	......	৸০
(৩)	অভিশাপ (নাটক)	......	১৲

সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ।

সকল পুস্তকগুলিই উচ্চ প্রশংসিত [illegible] ।

রাজসকাশে ও সাধারণে
যিনি তুল্যরূপে সম্মানিত,
বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি যাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ
অশেষ গুণভাজন, পূজ্যপাদ,

মাননীয়

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

এম্. এ., বার-এট-ল,

মহোদয়কে

"সমসাময়িক ভারতে"র প্রথম কল্প "প্রাচীন-ভারতে"র

তৃতীয় খণ্ড

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
উৎসর্গীকৃত হইল।

াটলিপুত্র
১৩২০

নিবেদন

—:০:—

"সমসাময়িক ভারতের" প্রথম কল্প "প্রাচীন ভারতের" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

এই খণ্ড বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আমার প্রাণপ্রতিম একমাত্র সহোদর, "মণিমালা" "শিখের কথা", "অভিশাপ" প্রণেতা যতীন্দ্র, আমাদিগকে অকূল-সাগরে ভাসাইয়া অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলাম। এবং এই কারণেই, তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টমখণ্ড গুলি যন্ত্রস্থ হইলেও প্রকাশিত হইতে এত দেরী হইয়াছে ও হইতেছে।

যে সকল মহোদয় আমাকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পূজনীয় মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় এই খণ্ডের ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়া ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া আমার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় আমাকে নানারূপে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত কাশীম-বাজারাধিপতিও এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে নানারূপে সাহায্য করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি দশ প্রস্থ গ্রন্থ লইয়া ও অন্যান্য প্রকারে উৎসাহ দিয়া আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়দ্বয় নানারূপ উপদেশাদি দানে অনুগৃহীত করিতেছেন। আমার পরমাত্মীয় ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী "হিন্দুপত্রিকা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার মহাশয় ও ভারতী সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে উৎসাহদান আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অতুলানন্দ সেন এম, এ পরিশিষ্টের অনেকস্থান অনুবাদ করিয়াছেন ও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ হরিপদ গুপ্ত বি, এ নির্ঘণ্ট প্রণয়নে এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ সর প্রুফ সংশোধনে বিশেষ সাহায্য করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন।

আমি ইঁহাদের সকলকেই এবং যাঁহারা পত্রাদিদ্বারা ও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাকে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

এরূপ কার্য্যে পদে পদে ত্রুটী সম্ভবপর। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমার ত্রুটী প্রদর্শন ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পাটলিপুত্র
পৌষ, ১৩২০।

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিত)

ভূমিকা।

প্রধানতঃ দুই কারণে গ্রন্থের ভূমিকা লিখাইবার আবশ্যক হয়। প্রথম,—পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারকে পরিচিত করিয়া দেওয়া। কোনও নূতন গ্রন্থকার একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; তিনি কি শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, আর তদ্বিষয়ে তাঁহার কি কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, অথবা গ্রন্থকার কিরূপ জ্ঞান-গুণ-সম্পন্ন ও শক্তিশালী,—কোনও বিজ্ঞ বহুজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ভূমিকায় তাহা ব্যক্ত করেন। তাহাতে ফল হয় এই যে, সেই ভূমিকা পাঠ করিয়া অথবা বিশিষ্ট-ব্যক্তি-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত গ্রন্থ সুতরাং উহা অভিনব-তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ মনে করিয়া, পাঠকগণ ঐ গ্রন্থ সংগ্রহে প্রলুব্ধ হন। ভূমিকা লিখাইবার দ্বিতীয় কারণ,—গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়-সম্পর্কে কোন অভিনব তত্ত্বের প্রকাশ। যদি কোনও সুপণ্ডিত সুলেখক গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন, তাঁহার ভূমিকার মধ্যে দুইটা নূতন ভাব নূতন চিন্তা আপনিই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ভূমিকা লিখাইবার এই দুই উদ্দেশ্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন কিনা, স্মরণ হয় না। তবে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থের ভূমিকা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ঐ দুই উদ্দেশ্যই পরিদৃশ্যমান দেখিতে পাই।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার জন্ত যখন আমি অনুরুদ্ধ হই, আমি তাহাতে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলাম। ভূমিকা লিখাইবার যে দুই প্রধান উদ্দেশ্য, আমার দ্বারা ভূমিকা লিখাইলে তাহার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না—এই জন্তই আমি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে আপত্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রীতি-স্নেহের প্রবল বন্যার নিকট আপত্তির সে বালির বাঁধ টিকিতে পারিল না। আমার পরম স্নেহভাজন গ্রন্থকার যখন আমায় আব্দার করিয়া লিখিলেন,—'আপনি যদি ভূমিকা না লিখিয়া দেন, আমি নিজে যেমন তেমন একটু ভূমিকা লিখিয়া আপনার নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিব ;' তখন সে স্নেহ-অভিমানের উপর আমার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। মনে পড়িল—যোগীন্দ্রনাথের সেই প্রীতিভরা স্নেহমাখা মুখ! মনে পড়িল—আমার প্রতি তাঁহার কি অকপট অনুরাগ! মনে পড়িল—আমায় তিনি কি প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাই আমার অক্ষমতাকেও অপরিসীম ক্ষমতা বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন! যতই তাঁহার স্মৃতি জাগরূক হইল, আমি মুহ্যমান হইলাম। আমায় ভূমিকা লিখিতে হইল।

কিন্তু কি ভূমিকা লিখিব? যে দুই কারণে ভূমিকা লেখার প্রয়োজন, বিচার করিয়া দেখিলে, এই গ্রন্থ-সম্পর্কে তদ্বিষয়ে আলোচনার কথা কি দেখিতে পাই? অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়—স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুরুষ। বাঙ্গালার—কেবল বাঙ্গালারই বা বলি কেন—ভারতের কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার গুণ-গ্রাম অনবগত আছেন? তাঁহার প্রতিভার আলোকে কোন্ সহৃদয় না পুলকিত? সুতরাং ভূমিকার

তাঁহাকে পরিচিত করিবার প্রয়াস—বাহুল্যমাত্র। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যোগীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলাম,—'আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম, যেদিন তোমার নামে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হইবে।' আমার আনন্দের অবধি নাই,—এখন আমার সেই আশীর্ব্বাদ সফল হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার খ্যাতি—এখন দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং ভূমিকার যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য-সাধন-সম্বন্ধে আমায় আর কোনই আয়াস পাইতে হইল না।

এইবার দেখা যাউক, ভূমিকার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-সম্পর্কেই বা আমার দ্বারা গ্রন্থকারের কতটুকু কি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা। সে পক্ষেও বিশেষ কিছু নূতন বক্তব্যের সুবিধা দেখিতেছি না। তাঁহার গ্রন্থ-সম্পর্কে যে যে বিষয় বলা চলিতে পারিত, তাহার অনেক কথাই গ্রন্থকার গ্রন্থের পাদ-টীকায় সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে আর বলিব কি? কিন্তু নিতান্ত যদি কিছু না বলি, তাহা হইলে ভূমিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েক পৃষ্ঠা পূরণ হয় কি করিয়া? সুতরাং—অগত্যা—দুই এক কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের এক অভিনব সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। পৃথিবীর তাৎকালিক সভ্যজাতি মাত্রেই ভারতবর্ষের জ্ঞান-গৌরবের ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রলুব্ধ ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য কখনও

কাহারও হয় নাই। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পর ভারত-বর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের সম্বন্ধ একটু দৃঢ় হয় বটে; কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের সকল তথ্য অবগত হইবার সুবিধা তাঁহাদের ঘটে নাই। হিসাব মত আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের অন্যূন ৪৫০ বৎসর পরে আরিয়ানের বিস্তমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত আরিয়ান যে 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতার নিদর্শন নাই। তবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতি-হাসিকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তৎসংক্রান্ত কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদ আরিয়ানের গ্রন্থে সংশোধিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আরিয়ান নিজে যে ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাহা নহে। আরিয়ানের 'ইণ্ডিকা'-গ্রন্থে কীদৃশ ভ্রমের নিরসন হইয়াছে, অপিচ সেই গ্রন্থেই বা কি প্রকার ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শন করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হেরোডোটাস্—গ্রীসদেশের আদি ঐতিহাসিক। সাধারণতঃ তিনি ইতিহাস-রচনার পিতৃস্থানীয় (Father of History) বলিয়া অভিহিত হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই ভ্রম-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকার-সম্বন্ধে তাঁহার একটি উক্তি,—'পারস্যাধিপতি দারায়ুস আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।' অধুনা-প্রচলিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—দারায়ুসের অধিকৃত সমগ্র রাজ্য হইতে যে রাজকর সংগৃহীত হইত, তাহার এক-তৃতীয়াংশ

কর ভারতবর্ষ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। পারস্য-সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়, তখন যে প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয়, সে প্রদেশ বড় অল্প ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নহে; সুতরাং সে প্রদেশ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই যুক্তির বলে, হেরোডোটাস্ এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণ সমগ্র ভারতবর্ষই দারায়ুসের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা কি? দারায়ুস্ যে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারে পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারেন নাই, ইতিহাস তারস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে। ষ্ট্রাবোর উক্তিতে পারস্যের ভারত-অধিকার-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আরিয়ান স্পষ্টতঃ যদিও সে কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু ভারত-আক্রমণ-সংক্রান্ত অধিকাংশ কাহিনী কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না, কিম্বা অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না'—মেগাস্থিনিসের এই উক্তির পোষকতা করিয়া, তিনি প্রকারান্তরে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পূর্ব্বে সিন্ধু-নদের পূর্ব্বপারে বা দক্ষিণ-পারে বৈদেশিকগণের কেহ কখনও অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই—ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। * আরও, আলেকজাণ্ডারের ভারতে

---

* 'সমসাময়িক ভারত' এই খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় মেগাস্থিনিসের উক্তি দেখুন; *Vide* also E. B. Cowell's *note* in the *History of India*:—"The Indians east of the Indus constantly maintained to the followers of Alexander that they had never before been invaded (by human

আগমনের পূর্ব্বে বৈদেশিকগণের ভারতাক্রমণের বিবরণ যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন,—ভারতবর্ষের সীমানা-সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই ভ্রম-ধারণা ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এতৎ-প্রসঙ্গে আরও একটী তত্ত্বের সন্ধান পাই ; তাহাতে সপ্রমাণ হয়, দূর অতীত-কালে ভারতীয় নৃপতিগণের প্রাধান্য-প্রভাব—এসিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এক সময়ে সসাগরা ধরণীর সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং কালবশে ক্রমশঃ সে প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। হেরো-ডোটাস্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন—'পারস্য-সম্রাটের অধিকৃত ভারতবর্ষের দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল।' ইহাতে বুঝা যায়, সিন্ধু-নদের উত্তরস্থিত ককেসাস্-পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত দেশ—দারায়ুসের অধিকারে আসিয়াছিল, এবং ঐ সীমানার বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু হেরোডোটাস্ তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত স্বাধীন রাজ্য বলিয়া, ভারতবর্ষের সীমানা-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সীমানা-সংক্রান্ত

---

conquerors at least), an assertion which they could not have ventured if they had just been delivered from the yoke of Persia. Arrian, also, in discussing the alleged invasions of Bacchus, Hercules, Sesostris, Semiramis, and Cyrus, denies them all except the mythological ones ; and Strabo denies even those, adding that the Persians hired mercenaries from India, but never invaded it. (Arrian, *Indica*, 8, 9 ; Strabo, lib. XV. See also Diodorus, lib. ii)

এই ভ্রম-ধারণার হস্ত হইতে আরিয়ানও অবশ্য নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি ভারতের অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার যখন "পারোপমিসাস্" প্রদেশ অধিকার করেন, আরিয়ান সেই সময় হইতেই ভারতবাসীর কথা তুলিয়াছেন এবং আলেকজাণ্ডার সিন্ধু-নদের পরপারে আসিবামাত্রই আরিয়ান ভারতবাসিগণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। * ইহাতে বেশ প্রতিপন্ন হয়,—ভারতবর্ষের এক প্রান্তভাগের বা একাংশের অধিবাসীর বিষয় অবগত হইয়াই, সে সময়ের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; অংশমাত্র দেখিয়া কোনও বিরাট্ পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণন করিতে গেলে, এরূপ ভ্রম-প্রমাদই সম্ভবপর।

ভারতবর্ষের বিবরণ-প্রসঙ্গে আরিয়ান যে বিষয়-বিশেষে একদেশ-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। ভারতীয়-গণের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে আরিয়ান যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে পারি? আরিয়ানে ভারতবাসীর যে পরিচ্ছদের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রদেশ-বিশেষের একশ্রেণীর অধিবাসীর পরিচ্ছদের

---

* "The Indians whom Herodotus includes within the satrapies of Darius, are, probably, the more northern ones under Caucasus for he expressly declares, that those on the south were independent of the Persian monarchy. It is proved by Major Rennell that his knowledge of India did not reach beyond the desert east of the Indus; and he seems to have had no conception of the extent of the country and no clear notion of the portion of it which had been subjected to Persia."—Elphinstone's *History of India.*

আভাস পাওয়া যায় মাত্র। তাহার পর,—অস্ত্র-শস্ত্রের বিষয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কেবল ধনুর্ব্বাণের ও ঢাল-তরবারির কথাই কহিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে যে এ দেশে কামান-বন্দুকের প্রচলন ছিল, তাঁহার বর্ণনায় কোথাও সে আভাস প্রাপ্ত হই না। ভারতে আবার কামান-বন্দুক ছিল! এ কথায় কেহ কেহ হয় তো চমকিয়া উঠিতে পারেন। কেহ হয় তো কহিতে পারেন—পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংশ্রবের পূর্ব্বে এদেশে যুদ্ধাস্ত্রের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন সামান্য তীরধনুক ভিন্ন আর কি ছিল? এখন যে কামান-বন্দুকের ব্যোমভেদী শব্দে ত্রিভুবন প্রকম্পিত, পুরাকালে তাহা কি কেহ কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিল? কাহারও কাহারও মনে এই রূপ সংশয়-প্রশ্ন জাগিয়া থাকে বটে; কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সকল সংশয়ই দূরীভূত হয়। কামান-বন্দুকের ব্যবহার যে বহু পুরাকালে এদেশে প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে, শুক্রনীতি-গ্রন্থে, রামায়ণে, মহাভারতে, অগ্নিপুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। আগ্নেয়াস্ত্র, শতঘ্নী, নালিক প্রভৃতি নামধেয় যন্ত্রের বর্ণনা এবং ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইতে পারে। নালিক, অলস্তী, স্থূণা, সূর্ম্মী, বজ্র প্রভৃতি নামেও ঐ সকল যন্ত্র পরিচিত। নলের মধ্য দিয়া গোলা বিনির্গত হয় বলিয়াই যন্ত্রের নাম হইয়াছিল—নালিক। ঐ সকল যন্ত্র-সম্বন্ধে বৈদিক মন্ত্র; যথা, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে, (১৷৬৷৫-৭)—

"এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ
দেবা অসুরাণাং শততর্হাং স্তৃংহন্তি
যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং
যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।"

এই বর্ণনা পাঠ করিলে, লৌহের নলের মধ্য হইতে অগ্নিপিণ্ড নিঃসরণ হয়—এইরূপ যন্ত্রের অস্তিত্বের বিষয় বুঝা যায়। ইহার পর অথর্ব্ববেদের (১।১ ৬।৩-৪) একটী মন্ত্র দেখুন;—

"সীসয়াধ্যাহ বরুণঃ সীসয়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
ত্বং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা।"

ইহাতে সীসক-নির্ম্মিত গোলার দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে বিধ্বস্ত করার বিষয় অবগত হওয়া যায়। শুক্রনীতি-গ্রন্থে নালিকের যে পরিচয় আছে, তাহাতে বর্ণনাটি আরও বিশদীকৃত রহিয়াছে। যথা,—

"নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি-তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎগ্রাবচূর্ণধৃক কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাত্রিশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথা তু ত্বকসারং যথা স্থূলবিলান্তরম্।
যথাদীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা।
মূলকীল ভ্রমাল্লক্ষ্য সোমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্ত সুযুক্তং বিজয়প্রদম্।"

এতাদৃশ বর্ণনার উপর অন্য কিছু বলিবার নাই। বন্দুক ও কামানের

ব্যবহার ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, বারুদ ও গোলা প্রভৃতি কি করিয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহারও বিবরণ শুক্রনীতি-গ্রন্থে পরিবর্ণিত আছে। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণের বিভিন্ন স্থানে শতঘ্নী যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। * সেই শতঘ্নী যন্ত্রই বা কি ছিল? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও শতঘ্নীকে কামান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'হিন্দু আইনের' আলোচনা-প্রসঙ্গে হালহেড স্পষ্টাক্ষরে এই কথাই স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন,—'মাসিডোনাধিপতি আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া যে এরূপ যুদ্ধাস্ত্র দেখেন নাই, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অনুসন্ধানের অতীত সময়ে চীনদেশে ও হিন্দুস্থানে বারুদের প্রচলন ছিল। সংস্কৃত-ভাষায় আগ্নেয়াস্ত্র নামে যে অস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে কি বলা যাইতে পারে? এই আগ্নেয়াস্ত্র এমনই অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইত যে, একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্রাব নানাদিকে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া নানাদিক ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু সে আগ্নেয়াস্ত্র এখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।' † আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া যে আগ্নেয়াস্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কোনই কারণ নাই।

---

* হনুমান লঙ্কার নিকট উপস্থিত হইয়া, লঙ্কার সৌন্দর্য্য ও দুর্ভেদ্যত্বের বিবরণ লক্ষ্য করিতেছেন। হনুমান দেখিতেছেন,—

"বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলাম্বুনবাম্বরাম্।
শতঘ্নীশূলকেশান্তামট্টালকবতংসকাম্।"

† *Vide* Halhed's *Code of Gentoo Laws*, Introduction.

আরিষ্টটলকে আলেকজাণ্ডার এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে তিনি ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।' থেমিষ্টিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন,—'বজ্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে যুদ্ধ করিতেন।' ফিলোষ্ট্রেটাস্, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? তিনি লিখিয়াছেন,—'যদিও আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখনই ভারতবর্ষের দুর্গসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। যদি কোনও শত্রু ভারতের ঋষিকল্প ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিত, তাঁহারা বজ্র ও বিষম বাত্যার প্রভাবে তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতেন; তখন বোধ হইত, যেন স্বর্গ হইতে সেই সকল অস্ত্র নিপতিত হইতেছে। বিপক্ষ সৈন্যগণ যখন বিবিধ আয়ুধসহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, ভারতবাসিগণ প্রথমে তৎপ্রতি দৃকপাত করেন নাই। কিন্তু বৈদেশিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা বজ্র ও অগ্নিময় ঘূর্ণী-বায়ুর সাহায্যে আক্রমণকারীকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' * কুইন্টাস্ কার্টিয়াস্—রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের

* "Had Alexander passed the Hyphasis he never could have made himself master of the fortified habitations of these sages. Should any enemy make war upon them, they drive him off by means of tempests and thunders as if sent down from Heaven. The Egyptian Hercules and Bacchus made a joint attack on them,

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিও আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে হিন্দুগণের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিলে, সে সময়ে ভারতে কামান-বন্দুক ব্যবহার-সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকে না। মৎপ্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে এবিষয় একটু বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে, সকলের সকল সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। তবেই বুঝুন,—আরিয়ানে ভারতবর্ষের আংশিক বিবরণ মাত্র পাওয়া যায়। এবম্বিধ বিক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিহাসের আংশিক উপাদান রূপে গৃহীত হইলেও, সম্পূর্ণ উপাদান নহে।

অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় 'সমসাময়িক ভারতে' আরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অভিমতাদি সঙ্কলন করিয়া ভারতের ইতিহাস রচনার দুর্গম পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। ভবিষ্য-বংশ তাঁহার এ মহদনুষ্ঠানের উপযোগিতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যতই দিন যাইবে, এ সম্বন্ধে সমাদ্দার মহাশয়ের কীর্ত্তি-স্মৃতি ততই উজ্জ্বল হইতে থাকিবে।*

---

and by means of various military engines attempted to take the place. The sages remained unconcerned spectators until the assault was made, when it was repulsed by fiery whirlwinds and thunders which, being hurled from above, dealt destruction on the invaders."

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় স্নেহবশে গ্রন্থকারের যে অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

আরিয়ান

প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিথীনিয়া প্রদেশান্তর্গত নিকোমিডীয়া নগরে আরিয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি, দার্শনিক, রাজনৈতিক, যোদ্ধা ও ঐতিহাসিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দার্শনিক এপিকটেটাসের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া, রোমক-সম্রাট আণ্টোনিয়াস পিয়াস (১) তাঁহাকে কনসাল (২) নিযুক্ত করেন। শেষ জীবনে, তিনি রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও তথায় ইতিহাস-রচনায় কাল-যাপন করেন। তিনি সম্রাট মার্কাস ওরিলিয়াসের (৩) রাজত্বকালে বৃদ্ধ বয়সে

---

(১) ইনি ১৩৮ হইতে ১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল "রোমের স্বর্ণযুগ" (Golden Age of Rome) নামে কথিত হয় এবং ইনি প্রজারঞ্জক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(২) রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহারা অসীম ক্ষমতা পরিচালন করিতেন।

(৩) ইনি ১৬১ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইনি পিয়াসের দত্তক-পুত্র ছিলেন। এপিকটেটাস নামক সুবিখ্যাত দার্শনিক ইঁহারই রাজত্বকালে দার্শনিক মত (Stoic Philosophy) প্রচারিত করেন এবং সম্রাট ওরিলিয়াস স্বয়ং এবিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রাণত্যাগ করেন। মহাবীর আলেকজান্দারের অভিযান-সংক্রান্ত ইতিহাসই তাঁহার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সত্যতা ও চিত্তাকর্ষক রচনাপ্রণালী উভয়ই প্রশংসার্হ। "ইণ্ডিকা" নামে তিনি ভারতবর্ষেরও এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। "ইণ্ডিকার" অনুবাদই এই স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে।

"ইণ্ডিকা" তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে, ভারতবর্ষের একটী সাধারণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অংশ, প্রধানতঃ মেগস্থেনিস ও ইরাটসথিনিসের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশ, নিয়ার্কাসের স্বলিখিত বৃত্তান্ত-দৃষ্টেই গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয়াংশে, পৃথিবীর দক্ষিণাংশ যে অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য বাসের অযোগ্য, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূচী

ইণ্ডিকা—প্রথমাংশ

ইণ্ডিকা—দ্বিতীয়াংশ

(১৮—৪২ অধ্যায়)

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ইণ্ডিকা—তৃতীয়াংশ

পরিশিষ্ট

“ইঙ্গিকা”

প্রথম খণ্ড

(১-১৭ অধ্যায়)

প্রথম অধ্যায়

নানাকথা

কোফিন নদী (১) পর্য্যন্ত সিন্ধু নদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রদেশে দুইটী ভারতীয় জাতি বাস করে। আষ্টাকেনই এবং আসাকেনই নামক এই দুই জাতি সিন্ধুর অপর পার্শ্বস্থ ভারতীয়গণের ন্যায় দীর্ঘাকারের নহে; বা তাহাদের ন্যায় সাহসী নহে; তাহারা অন্যান্য ভারতবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণীয় নহে। প্রাচীন কালে, তাহারা প্রথমতঃ আসিরিয়ানগণের অধীনে ছিল; পরে, কিয়দ্দিবস মিডিসগণের পরাধীনত্ব স্বীকার করে; অবশেষে, তাহারা পারসীকগণের বশীভূত হইয়া কামবাইসাসের পুত্র কাইরসকে কর প্রদান করে। এই কর কাইরসই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, নিসায়ইগণ ভারতীয় জাতি নহে; যে সকল ব্যক্তি ডাইওনিসসের দলভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল, নিসায়ইগণ তাহাদেরই বংশধর। সম্ভবতঃ, যে সকল গ্রীকগণ ডাইওনিসসের ভারতীয় যুদ্ধে কার্য্যে-অক্ষম হইয়াছিল তাহাদের, ও যে সকল অধিবাসিগণ স্বেচ্ছায় গ্রীকগণের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল, নিসায়ইগণ এই উভয়েরই বংশধর। যে জনপদে তিনি এই উপনিবেশ স্থাপন করেন নিসা পর্ব্বতের নামানুসারে, তিনি তাহার নাম নিসাইয়া ও নগরকে নিসা (২) নামে আখ্যাত

---

(১) বর্ত্তমান কাবুল নদী। 'প্রাচীন-ভারত' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) নিসার স্থান নির্দ্দেশে যে নানা মুনির নানা মত তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেন্ট মার্টিন ইহাকে বর্ত্তমান "নিসাটা" নামক কাবুল নদীর উত্তরস্থ গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'প্রাচীন-ভারত' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

করেন। কিন্তু, তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনানুসারে নগর সন্নিকটস্থ পর্ব্বত ও পর্ব্বতের সানুদেশে যথায় এই নগর নির্ম্মিত হয়, তাহাদিগকে মিরস নামে অভিহিত করেন। অবশ্যই, ডাইওনিসস সংক্রান্ত এই সকল গল্প কবিগণের কল্পনা-প্রসূত এবং গ্রীক ও অসভ্যগণ যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই এই সকল আখ্যানের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আসাকেনইদিগের রাজ্যে মাসাকা (৩) নামে একটী বৃহৎ নগর আছে; এই নগরেই রাজা বাস করেন। পিউকেলাইটীস (৪) নামেও একটী বৃহৎ নগর আছে; ইহা সিন্ধু হইতে অধিক দূরে নহে। এই সকল জনপদ সিন্ধুর অপর পারে অবস্থিত এবং পশ্চিম দিকে কোফিন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

---

(৩) ইহাকে ম্যাসাগা, ম্যাজাগা প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নগর চারি দিবস আলেকজান্দারের অভিযানকালে তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল।

(৪) সংস্কৃত "পুষ্কলাবতী"। পেসোয়ারের সপ্তদশ মাইল উত্তরস্থ কোন স্থানকে এই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের সীমা

এক্ষণে যে সকল জনপদ সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, তাহাদেরই আমি ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং তদ্দেশবাসীদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বলিতেছি। উপর্যুক্ত সীমা ধরিলে, ভারতবর্ষের উত্তরে তরাস-পর্ব্বতশ্রেণী; কিন্তু, ঐ সকল দেশে ইহাকে তরাস নামে অভিহিত করা হয় না। যে সমুদ্র পামফিলিয়া, লিসিয়া এবং সিলিসিয়া দেশের পাদদেশ ধৌত করিতেছে, তরাস সেই সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র এসিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব-মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই সেই প্রদেশে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। একদেশে ইহাকে পারপমিসস্, অন্যত্র ইমডস, তৃতীয় প্রদেশে ইহাকে ইমায়স এবং সম্ভবতঃ ইহাকে আরও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ আলেকজান্দারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এই পর্ব্বতকে ককেসাস নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই ককেসাস সিথিয়াপ্রদেশের ককেসাস হইতে ভিন্ন এবং সেইজন্য আলেকজান্দার ককেসাসের দূরবর্ত্তী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমাস্থ সিন্ধুনদ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে দুইটী মুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। দানিয়ুবের (১) পঞ্চ-

---

(১) দানিয়ুব।—ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী।

মুখের ন্যায়, সিন্ধুর দুই মুখ পরস্পর হইতে বিভিন্ন; কিন্তু, ইহা মিশরের বদ্বীপ-সৃষ্টিকারী নীলের ন্যায়। সিন্ধুও নীলের ন্যায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে; এই ব-দ্বীপ মিশরের ব-দ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে এবং ভারতীয় ভাষায় ইহাকে পট্টল (২) বলা হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দক্ষিণে পূর্ব্বোল্লিখিত মহাসমুদ্র; এই মহাসমুদ্র ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাও নির্দ্দেশ করিতেছে। পট্টলের নিকটবর্ত্তী জনপদ এবং সিন্ধুনদ আলেকজান্দার ও অন্যান্য অনেক গ্রীকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; কিন্তু, পূর্ব্বদিকে আলেকজান্দার হাইফাসিস নদীর অধিক দূরে অগ্রসর হন নাই। কয়েক জন গ্রন্থকার গাঙ্গেয় প্রদেশ, গঙ্গার ব-দ্বীপ ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পালিমবোথ্রার বর্ণনা করিয়াছেন (৩)।

---

(২) পট্টল।—এই বদ্বীপকে সম্ভবতঃ গ্রীকগণ পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও বলিয়াছেন, "The delta was known to the Greeks as Patalene, from its Capital Patala" (Early History of India. 2nd Edition p. 99.) অর্থাৎ রাজধানী পটল হইতে, ইহা পাটলীন নামে অভিহিত হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব পটলকে নিরঙ্কল অথবা হৈদরাবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) আরিয়ান এই অংশে যে পারপামিসস ও ইমদস প্রভৃতি পর্ব্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ম্যাক্রিণ্ডল অন্যত্র বলিয়াছেন যে, পারপামিসস বর্ত্তমান হিন্দুকুস নামে অভিহিত হয়। আরিয়ান এবং অন্যান্য গ্রন্থকার ইহাকে তরাস পর্ব্বতেরই অংশ বলিয়া মনে করিতেন। হিমালয়ের যে অংশ নেপাল ও ভুটান হইয়া আরও পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকেই ইমদস বলা হইত। লাসেন বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত হৈমবত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে হিমাদ্রি হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। সংস্কৃত হৈমবত শব্দের সহিত ইমায়সের সাদৃশ্য রহিয়াছে। গ্রীকগণ হিন্দুকুস ও হিমালয়কে এই বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। প্লিনি ইহাকে ইমদই পর্ব্বতের শাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের আয়তন

এক্ষণে আমি ভারতবর্ষের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ব্যাপারে আমি কাইরীণবাসী ইরাটসথিনিসের প্রমাণেই অধিক আস্থা স্থাপন করিব; কারণ, ইরাটসথিনিস এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন (১)। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি তরাস পর্ব্বতের যে স্থানে সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে, তথা হইতে সিন্ধু নদীর গতি লক্ষ্য করিরা মহাসমুদ্র এবং সিন্ধুর মোহনা পর্য্যন্ত একটী রেখা টানা যায়, তবে ভারত-বর্ষের এই দিক ১৩,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া (২) হইবে। কিন্তু, অন্য দিক, (যাহাও তরাসের সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে,) অধিকতর দীর্ঘ; কারণ তিন সহস্র দীর্ঘ একটী অন্তরীপ এই দিকে রহিয়াছে। এই জন্য, ইরাটসথিনিসের হিসাবানুযায়ী ভারতবর্ষের এই দিক ১৬০০০ ষ্টাডিয়া এবং তাঁহার মতে ইহাই ভারতবর্ষের প্রস্থ। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পশ্চিমে পালিমবোথ্রা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ১০,০০০ ষ্টাডিয়া। রাজপথে যে সকল

---

(১) কানিংহাম বলিয়াছেন যে, আরিয়ান-দত্ত পরিমাপ অপেক্ষা ষ্ট্রাবোর পরি-মাপ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তবে, কোন বিবরণেই বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। বস্তুতঃ, ভারতবাসীরা অতি প্রাচীন কালেও তাঁহাদের স্বদেশের আকার ও পরিমাপ অবগত ছিলেন। "Even at that early date in their history, the Indians had a very accurate knowledge of the form and extent of their native land" (Cunningham)

(২) ষ্টাডিয়া—৬০০ গ্রীকদেশীয় প্রচলিত ফীট—৬২৫ রোমানদেশীয় ফীট—৬০৬¾ ইংরাজী ফীট। এ সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পান্থশালা আছে, তাহার দূরত্ব হইতে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু, পালিমবোথ্রার পরবর্ত্তী অংশের পরিমাণ সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। যাহারা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়াছে, তাহারা বলে যে, অন্তরীপ শুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রস্থ ১০,০০০ ষ্টাডিয়া এবং ইহার দৈর্ঘ্য ২০,০০০ ষ্টাডিয়া। কিন্তু, নিডসবাসী টীসিয়স বলেন যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার অন্যান্যাংশের সমান; ইহা অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ।—অনিসিক্রিটসের এই উক্তিও অসঙ্গত। নিয়ার্কাস বলেন যে, ভারতবর্ষের সমতল ভূমিগুলি ভ্রমণ করিতেই চারি মাস অতিবাহিত হয়। মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত এবং যে স্থানে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রশস্ত তথায়ও ইহা ১৬,০০০ ষ্টাডিয়া এবং উত্তর দক্ষিণে যে স্থানে কম দীর্ঘ তথায়ও ইহার দৈর্ঘ্য ২২,৩০০ ষ্টাডিয়া। কিন্তু, ইহার আয়তন যাহাই হোক, ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহতী নদী এসিয়ার অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। গঙ্গা এবং সিন্ধুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সিন্ধু হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। মিশরের নীল এবং সিথিয়ার ইষ্টার একত্রীভূত হইলেও, এই নদী দুইটীর অপেক্ষা ক্ষুদ্রা। আমার বিবেচনায় যে স্থানে আকিসাইন, হাইডাসপিস ও হাইড্রাওটীস নামক দুইটী শাখা নদীর সহিত মিলিতা হইয়া সিন্ধুকে প্রবৃদ্ধা করিয়াছে, তথায় ইহা আকারে ইষ্টার ও সিন্ধু অপেক্ষা বড়। ইহাও সম্ভব হয় যে, ভারতবর্ষে প্রবাহিতা আরও অনেক বৃহতী নদী আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সিন্ধু এবং গঙ্গা

কিন্তু, হাইফাসিসের অপর পার্শ্বস্থ জনপদ সমূহের সঠিক বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই; কারণ, আলেকজান্দারের গতি হাইফাসিস নদী কর্তৃকই প্রতিহত হইয়াছিল। মেগস্থেনিস বলেন যে, গঙ্গা এবং সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা অপরটী অপেক্ষা অনেক বড় এবং অন্যান্য যে সকল লেখকগণ গঙ্গার কথা উল্লেখ করেন, তাঁহারাও মেগস্থেনিসের সহিত একমত। কারণ, এই নদী উৎপত্তি-স্থলেইত বৃহৎ, তাহার উপর নৌচলনোপযোগী কৈনাস, ইরান্নোবোয়াস এবং কসোয়ানাস (১) নামক শাখানদীগুলি

---

(১) কৈনাস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী কান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইরান্নোবোয়াস—ইহাকে শোণ নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গ্রীক-লেখকগণ পাটলিপুত্রকে গঙ্গা ও ইরান্নোবোয়াসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত হিরণ্যবাহ হইতে এই শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। হিরণ্যবাহ এবং হিরণ্যবাহু শোণেরই নাম। কসোয়ানাস—প্লিনি ইহাকে কোসোয়াগস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত কৌশিকী হইতে উদ্ধৃত বলিয়াছেন। অধ্যাপক সোয়ানবেক বলেন যে, সংস্কৃত কোষবহ শব্দ হইতে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং সেই জন্য ইহা হিরণ্যবাহের ন্যায় শোণেরই অন্যতম নাম। সোনাস-শোণ নদী। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত সুবর্ণ হইতে গৃহীত। ইহার বালুকা পীত-বর্ণের ছিল বলিয়া, অথবা বালুকার সহিত সুবর্ণরেণু পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। সিট্রকোটিস এবং সোলোমাটিস নামক নদীদ্বয়কে নির্দ্দেশ করা যায় না। কানিংহাম শেষোক্তকে সরযূ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ

গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নৌচলনোপযোগী সোনাস, সিট্টকোটীস এবং সোলোমাটিস নামক নদীগুলি এবং কণ্ডোচাটীস, সাম্বস, মাগন, আগোরানিস এবং ওমালিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। অধিকন্তু, কমেনাসেস এবং নামক বৃহতী নদীদ্বয় কাকোথিস, মধ্যন্দিনি নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা। আন্দোমাটিস নদীও গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সকল নদী ভিন্ন কাটাডুপ নগরের পাদদেশ ধৌতকারিণী আমিষ্টিস, এবং পাজালাই নামক জাতির দেশে উৎপন্না অক্সিমাগিস, এবং মাথী নামক ভারতীয় জাতির দেশে উৎপন্না ইরেনেসিসও গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে। মেগস্থেনিস এই সকল নদী সম্বন্ধে বলেন যে,

---

বেনফী ইহাকে সরস্বতী বলিয়াছেন। কণ্ডোচাটীস—বর্ত্তমান গণ্ডক। এই নদীতে শৃঙ্গধারী কুম্ভীর বাস করিত বলিয়া গণ্ডক (গণ্ডার—বহুল) নামকরণ হইয়াছিল। সাম্বস—কেহ কেহ ইহাকে যমুনার শাখানদী সম্বল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাগনকে ম্যানার্ট নামক লেখক রামগঙ্গা বলিয়াছেন। আগোরানিস—ভৌগলিক রেনেল ইহাকে ঘগরা (ঘরঘরা) বলিয়াছেন। ওমালিস—সোয়ানবেক ইহাকে বিমলা নাম্নী কোন নদী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্যান্য লেখকগণ ইহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কমেনাসেস—রেনেল এবং লাসেন ইহাকে কর্ম্মনাশা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাকোথিস—ম্যানার্ট ইহাকে শুক্তী এবং লাসেন ভগবতী বলিয়াছেন। আন্দোমাটিস—লাসেন ইহাকে অন্ধমতী (বর্ত্তমান তংসা) বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ উহাকে দামুদা (দামোদর) বলিয়াছেন। কাটাডুপ ও আমিষ্টিসকে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। পাজালীজাতি—পাঞ্জাবের দোয়াবে বাস করিত। অক্সিমাগিস—ইক্ষুমতী নদী। ইরেনিসিস—বারাণসী। মাথী—সম্ভবতঃ মগধবাসীদেরই বলা হইয়াছে। হাইড্রাওটীস—সংস্কৃত ঐরাবতী; বর্ত্তমান নাম রাবী। কাম্বিস্থলই শব্দ, ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না; সোয়ানবেক ইহাকে

মিনান্দার যে স্থলে নৌচলনোপযোগী, সেই স্থলের সহিত তুলনায় ইহাদের কোনটীও ক্ষুদ্রা নহে। গঙ্গার সম্বন্ধেত কথাই নাই ; কারণ, যে স্থলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণা, সে স্থলেও উহার বিস্তৃতি একশত ষ্টাডিয়া ; এবং অনেক স্থলেই ইহা হ্রদাকারে পরিণতা হইয়াছে ; সুতরাং, যে স্থলের ভূমি সমতল এবং উচ্চনীচ নহে, তথায় এক তীর হইতে অপর তীর দৃষ্টি-গোচর হয় না। মেগস্থেনিস বলেন যে, সিন্ধুও গঙ্গার ন্যায়। ক্যাম্বিস্থলই দেশ হইতে উদ্ভূতা হাইড্রাওটীস, আষ্ট্রীবাইদিগের দেশ মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হাইফাসিস এবং সিসিয়ান দেশের সারঙ্গেস এবং আটাকেনাইদিগের নিউড্রাসের সহিত মিলিতা হইয়া আকেসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইডাসপিস অক্সিড্রাকাইদিগের দেশ হইতে উৎপন্না হইয়া এবং অরিসজী দেশের সিনারাসের সহিত মিলিতা হইয়া আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে,

---

কপিস্থল বলিয়াছেন। হাইফাসিসকে হাইড্রোওটীসের শাখানদী বলিয়া আরিয়ান ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা আকিসাইনে প্রবেশ করিয়াছে। হাইফাসিস (সংস্কৃত বিপাসা) শতদ্রুতে মিলিত হইয়াছে। আষ্ট্রোবিনাম আরিয়ান ব্যতীত দৃষ্ট হয় না। সার-ঙ্গেস ও নিউড্রাস নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। হাইডাসপিস—বিতস্তা—বর্ত্তমানে ইহা ঝিলম নামে আখ্যাত হয়। টলেমি ইহাকে বিদাস্পাস Bidaspes বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই —লাসেন ইহাকে ক্ষুদ্রক বলিয়াছেন। অক্সিড্রাকাই জাতি আলেকজান্দারকে ১০৩০ চতুরাশ্ব-যোজিত রথ, ১০০০ ঢাল এবং অন্যান্য উপহার প্রদান করে। ভিনসেণ্টস্মিথের ইতিহাসের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আকিসাইন—চেনাব। মল্লি—অনেকে ইহা বর্ত্তমান মালব বলিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানকালে মল্লজাতি তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া এই জাতি আলেকজান্দারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। তৌতাপস—ম্যাক্রিণ্ডল ইহাকে শতদ্রুর নিম্নভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবং আকিসাইন মাল্লি দেশ মধ্যে সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইবার পূর্ব্বে তৌতাপস নামক ইহার প্রধান শাখার সহিত একত্র হইয়াছে। এই সমুদায় শাখা নদীর সহিত মিলিতা হওয়ার জন্য আকিসাইন প্রবৃদ্ধা হওয়াতে, সে এই সকল নদীকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছে এবং যতক্ষণ সিন্ধুর সহিত মিলিতা না হইয়াছে, ততক্ষণ নিজ নাম রক্ষা করিয়াছে। কোফিন নদীও নিউকেলাইটীসে উৎপন্না হইয়া এবং মলস্তাস, সোয়াষ্টাস এবং গ্যারোইয়ার সহিত সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। সিন্ধুর সহিত এই সকল নদী মিলিতা হইবার পূর্ব্বে, পরিয়ানিস এবং সপর্ণাস পরস্পর হইতে অল্প দূরে সিন্ধুর সহিত মিশিয়াছে। আবিসারিয়ানদিগের পার্ব্বত্যদেশে উৎপন্না সোয়ানাসও একাকিনী সিন্ধুর গর্ভে পড়িয়াছে। মেগস্থেনিস বলেন যে, সকল নদীই নৌচলনোপযোগী। এই জন্য তিনি যে সিন্ধু ও গঙ্গার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে দানিয়ুব ও নীলের উহাদিগের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা আমাদের অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

নীল নদের সম্বন্ধে আমরা ইহা অবগত আছি যে, উহার সহিত কোন শাখানদী মিলিতা হয় নাই। পরন্তু, মিশর দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে ইহার জলরাশি অনেক খাল পূর্ণ করিতেছে। ইষ্টার সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ইহার উৎপত্তি স্থলে ইহা নগন্যা নদী মাত্র এবং যদিও ইহার অনেক শাখানদী আছে তত্রাপি এই সকল শাখানদী

কোফিন-কাবুল নদী। অন্যান্য নদী কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অভিসারিস —সংস্কৃত অভিসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। অভিসারের পার্ব্বত্যরাজ আলেকজান্দারের অধীনতা স্বীকার করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অভিসাররাজই আলেকজান্দার কর্ত্তৃক স্যাট্রাপ (বা Satrap) শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গা বা সিন্ধুর শাখানদীর ন্যায় নহে বা কয়েকটী ব্যতীত উহাদিগের ন্যায় নৌচলনোপযোগীও নহে। ইন এবং সেভ নামক যে দুইটী নদী আমি স্বয়ং দেখিয়াছি উহারাই কেবল নৌচলনোলযোগী। ইন ইষ্টারের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে এবং সেভ তারানামের নিকট ইনের সহিত যোগদান করিয়াছে। অন্য কেহ কেহ হয় ত দানিয়ুবের নৌচলনোপযোগী কোন কোন শাখা নদীর কথা জানিতে পারেন ; তবে এই প্রকার নদীর সংখ্যা অধিক নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় নদী সমূহের সংখ্যা *

এক্ষণে যদি কেহ ভারতীয় নদী সমূহের সংখ্যা বা আকারের কোন কারণ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তবে তিনি তাহা করিতে পারেন। অপরে যেরূপ শ্রুতিপরম্পরায় অবগত হইয়া এই সম্বন্ধে লিখিয়াছে, আমিও সেই প্রকার লিখিতেছি। কারণ,—

মেগস্থেনিস অন্যান্য যে সকল নদী গঙ্গা ও সিন্ধু হইতে দূরে অবস্থিতা এবং যাহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্য তিনি নিশ্চিত ভাবে বলেন যে, ভারতবর্ষে

* মেগস্থেনিস—বিংশ অংশ দ্রষ্টব্য।

আটান্নটী নৌচলনোপযোগী নদী রাছে। যদিও, তিনি যাহারা ফিলিপপুত্র আলেকজান্দারের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন, তত্রাপি যতদূর বোধ হয়, তাহাতে মেগস্থেনিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা সান্দ্রাকোটস এবং তাঁহাপেক্ষাও পরাক্রান্ত পোরসের দরবারে বাস করিয়াছিলেন (১)। মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না; কিংবা অপরজাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না; কারণ মিশরবাসী সিসষ্ট্রীস্, এসিয়ার অধিকাংশ অংশ পরাভূত করিয়া এবং সসৈন্যে ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সিথিয়ান ইডানথিরসস্ (১) সিথিয়া হইতে বহির্গত হইয়া এসিয়ার অনেক জাতিকে পরাজিত করেন এবং এমন কি, মিসরের সীমান্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত নিজ বিজয়ী সৈন্যবাহিনীসহ

---

(১) এইস্থানের অনুবাদ লইয়া অনেক মতদ্বৈধ দেখা যায়। "He resided at the Court of Sandracottas, the greatest king in India, and also at the Court of Porus, who was still greater than he." সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, মূলে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তিনি "who was a greater king even than Porus" (অর্থাৎ যিনি পোরস অপেক্ষাও পরাক্রান্ত ছিলেন) এইরূপ পাঠ করিতে চান।

(১) ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি ইডানথিরসসের অধীনে এসিয়া আক্রমণ করেন। হেরডটস বলিয়াছেন যে, সিথিয়ানগণ তাঁহাদের নরপতি মধ্যস (Madyes) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এসিয়া আক্রমণ করেন। ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ সকল সিথিয়ানরাজই ইডানথিরসিস নাম ধারণ করিতেন।

অগ্রসর হইয়াছিলেন। আসিরিয়ান রাজ্ঞী সেমিরামিসও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এক অভিযান সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন। এবম্প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র আলেকজান্দারই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ডাইওনিসস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং আলেকজান্দারের পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, কিংবদন্তী হার্কিউলিস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলে না। ব্যাকাস যে অভিযান করেন, সে সম্বন্ধে নিসা কম কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে। মিরস পর্ব্বত ও উক্ত পর্ব্বতস্থ ভারতবাসীদের আইভি, ঢক্কা ও খঞ্জনীসহ যুদ্ধযাত্রা এবং ডাইওনিসসের সহযাত্রিগণ যেরূপ চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিত, সেইরূপ বস্ত্র পরিধানও উক্ত অভিযানেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ। পক্ষান্তরে, হিরাক্লিস সম্বন্ধীয় চিহ্ন খুব কমই আছে, এবং যাহা আছে, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ রহিয়াছে; পারোপামিসাসের সহিত ককেসাসের সম্পর্ক না থাকাতেও যেরূপ মাসিদোনিয়ানগণ উহাকে ককেসাস বলিত, তদ্রূপ হার্কিউলিস তিনবার আয়র্ণস আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু, আলেকজান্দার প্রথম আক্রমণেই আয়র্ণস অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই উক্তি মাসিদোনিয়ানগণের শ্লাঘা-সূচক উক্তি বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ শ্লাঘার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পারোপামিসাসীগণের রাজ্যে গুহা দেখিয়া তাহাই প্রমিথিয়াস দৈত্যকে যে গুহায় অগ্নি চুরির জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেই প্রকারে তাহারা শিবাই নামক ভারতীয় জাতির রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পশুচর্ম্ম পরিহিত দেখিয়া প্রচার

করে যে, শিবাইগণ হিরাক্লিসের অভিযানান্তর্গত পরিত্যক্ত যোদ্ধৃগণের বংশধর। কারণ, পশুচর্ম্ম পরিধান ব্যতীত শিবাইগণ মুদ্গরবহন করে এবং তাহাদিগের ষণ্ডের পৃষ্ঠদেশে মুগ্দর-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই মুগ্দর-চিহ্ন দেখিয়া মাসিদোনিয়ানগণ হিরাক্লিসের মুগ্দরের চিহ্নের স্মৃতি মনে করে। কিন্তু, কেহ যদি এই আখ্যানে বিশ্বাস করিতে চাহেন, তবে তিনি যেন মনে করেন যে, এই হার্কিউলিস অন্য কোন ব্যক্তি ; কারণ ইনি থিবসের সুবিখ্যাত (২) হার্কিউলিস বা টীরিয়ান বা মিশরদেশীয় বা ইহাদের অপেক্ষাও পরাক্রান্ত রাজা নহেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিলাশ নদী এবং অন্যান্য কথা।

কোন কোন লেখক-বর্ণিত হাইফাসিসের অপর পার্শ্বস্থ ভারতীয়গণের বর্ণনার অপ্রত্যয় করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল লেখকগণ আলেকজান্দারের অভিযান-ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণিত হাইফাসিস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বর্ণনা সম্পূর্ণ অপ্রকৃত

---

(১) মেগস্থেনিস চতুর্বিংশ অংশ দ্রষ্টব্য।

(২) হার্কিউলিস থিবস দেশ হইতে নিজ মাতৃভূমি আথেন্সকে স্বাধীন করেন।

নহে। ইহার অপর পার্শ্বস্থ ভূমি সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান নাই। মেগস্থেনিস ভারতীয় একটী নদীর এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন :—ইহার নাম শিলাস নদী ; ইহা উক্তা নদীর নামানুসারে অভিহিতা একটী উৎস হইতে বহির্গতা হইয়া যে জাতি ঐ নদী ও নির্ঝরিণীর নামানুসারে সিলিয়ানজাতি বলিয়া কথিত হয়, তাহাদিগেরই দেশ মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে ; এই নদীর জলের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কিছুই প্লবমান থাকে না, ইহাতে কোন জন্তুই সন্তরণ করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্যই ইহাতে ভাসমান থাকে না ; ইহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য পড়ে, তাহাই নদীর তলদেশে পতিত হয়। সুতরাং, পৃথিবীতে এই নদীর জল অপেক্ষা পাতলা এবং অসার দ্রব্য আর নাই। যাহাহউক, এই আখ্যান পরিত্যাগ করিয়া অন্যকথার আলোচনা করা যাউক। গ্রীষ্মকালেই ভারতবর্ষে বর্ষা-পাত হয় ; বিশেষতঃ, পারোপামিসাস এবং ইমদস পর্ব্বত ও ইমায়স পর্ব্বতমালায় গ্রীষ্মকালেই বর্ষা হয় এবং এই সকল পর্ব্বত হইতে যে সকল নদী উদ্ভূতা হইয়াছে, তাহারা বৃহৎ ও কর্দ্দমাক্ত। ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্র সমূহেও ঐ সময়ে বর্ষাপাত হয় এবং তজ্জন্য দেশের অধিকাংশ ভাগই জলমগ্ন হয়। বস্তুতঃ, বর্ষাঋতুর মধ্যভাগে আকিসাইনের জলবৃদ্ধি হইয়া নিকটবর্ত্তী ভূভাগ এরূপ জলমগ্ন হয় যে, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ এই প্রদেশ হইতে দ্রুত পশ্চাদগমনে বাধ্য হয়। সুতরাং, আমরা উপমাদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া অনুমান করিতে পারি যে, যখন নীল নদেরও এই প্রকার জলবৃদ্ধি হয়, তখন ইথিওপিয়ায় গ্রীষ্মকালে বারি পতন হয় এবং এই জল বৃদ্ধি পাইয়া ইহার তীর-ভূমি প্লাবিত করিয়া মিশরকে জলমগ্ন করে। অগত্যা আমরা ইহা দেখিতে পারি যে, এই নদীর জল

এই ঋতুতে কর্দ্দমাক্ত হয়। যদি তুষারের জন্য জলবৃদ্ধি হইত, তবে নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারিত না ; অথবা, যে ইটিসিয়ান বাতাস গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রবাহিত হয়, তদ্বারা ইহার জল ইহার মোহনা হইতে তাড়িত হইয়া বৃদ্ধি পাইত না। বিশেষতঃ, ইথিওপিয়ান পর্ব্বতমালায় তুষারপাত হইতে পারে না। কিন্তু, বৃষ্টির জন্যই এইরূপ জল বৃদ্ধি পায় বলিয়াই সম্ভবপর ; কারণ, ভারতবর্ষে ও ইথিওপিয়ায় বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইথিওপিয়ায়ও মিশরের ন্যায় ভারতীয় নদীতে কুম্ভীর জন্মে এবং শেষোক্ত নদীতে নীল নদে দৃষ্ট জলহস্তী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মৎস্য ও জন্তু পাওয়া যায়। অনিসিক্রিটস বলেন যে, ভারতীয় নদীতে জলহস্তীও পাওয়া যায়। অধিবাসীবৃন্দের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয়গণ ও ইথিওপিয়ানগণের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে, যে সকল ভারতবাসিগণ দক্ষিণ পশ্চিমে বাস করে, তাহাদের সঙ্গে ইথিওপিয়ানদিগের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায় ; কারণ, উভয়েরই বর্ণ ও কেশ কৃষ্ণ। তবে, ভারতবাসীদের নাক ততটা চ্যাপ্টা নহে এবং তাহাদের কেশও ততটা কুঞ্চিত নহে। যে সকল ভারতবাসী আরও উত্তরে বাস করে, তাহারা মিশরদেশবাসিগণের ন্যায় (১)।

---

(১) প্রাচীন-ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতবর্ষসংক্রান্ত নানা কথা (১)

মেগস্থেনিস বলেন যে, ভারতীয় জাতিসমূহ সংখ্যায় ১১৮টী। তাহারা সংখ্যায় যে প্রকৃতই অনেক, মেগস্থেনিসের এই উক্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি; কিন্তু, যখন তিনি এইরূপ সুনিশ্চিতভাবে ভারতীয় জাতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন, তখন তিনি কি প্রকারে ইহা জানিতে পারিলেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারি না; কারণ ভারতবর্ষের সকল স্থান তিনি দর্শন করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, সিথিয়ানগণের ন্যায় ভারতীয়গণও যাযাবর ছিল এবং ভূমি কর্ষণ না করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিথিয়ার এক অংশ হইতে অন্য অংশে শকটে করিয়া গমনাগমন করিত এবং নগরে বাস কিংবা মন্দিরে পূজা করিত না। ভারতীয়গণ নগর বা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে নাই। পক্ষান্তরে, তাহারা এত অসভ্য ছিল যে, বন্যজন্তু নিধন করিয়া সেই সকল পশুর চর্ম্ম পরিধান ও বৃক্ষের বল্কল আহার করিয়া জীবনধারণ করিত; এই সকল বৃক্ষ ভারতীয় ভাষায় তাল (২) নামে অভিহিত হইত এবং তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে পশমের গোলকের ন্যায় যেরূপ ফল জন্মে, এই সকল বৃক্ষেও সেইরূপ ফল জন্মিত। ডাইওনিসসের ভারতবর্ষে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা ধৃত বন্যপশুর অপক্ক মাংস আহার করিত। মেগস্থেনিস আরও বলেন যে, ডাইওনিসস

---

(১) মেগস্থেনিস ১৬১—২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) "Tala" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা ভ্রমক্রমেই লিখিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আসিয়া অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সকল নগরের জন্য আইন প্রবর্ত্তন করেন এবং গ্রীকদিগের মধ্যে যেরূপ মদ্যের প্রচলন শিক্ষা দেন, তদ্রূপ ভারতবাসীদের মধ্যেও ইহা শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং বীজ প্রদান করিয়া ভারতবাসীদিগকে বীজবপন প্রণালী শিক্ষা দেন। ইহার কারণ হয়ত যে, ডিমেটর (৩) কর্ত্তৃক প্রেরিত ট্রিপটোলেমাস যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীজবপন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এতদ্দেশে আগমন করেন নাই, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত ডাইওনিসস ট্রিপটোলেমাসের আগমনের পূর্ব্বেই এতদ্দেশে আগমন করিয়া শস্যের বীজ প্রদান করেন। ইহাও কথিত হয় যে, ডাইওনিসসই সর্ব্বপ্রথমে লাঙ্গলে বৃষ-যোজনা করেন এবং অনেক ভারত-বাসীকে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া কৃষকবৃত্তি গ্রহণ করান এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদান করেন। ভারতীয়গণ ডাইওনিসস কর্ত্তৃক শিক্ষিত প্রক্রিয়ানুসারে ঢকা ও খঞ্জনীসহ ডাইওনিসস ও অন্যান্য দেবতার দেবতার পূজা করে ; তিনি তাহাদিগকে সাটীরিক (৪) নৃত্যও (গ্রীক-দিগের করডাক্স) শিক্ষা দেন এবং তিনিই তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে, উষ্ণীষ পরিধান করিতে এবং গন্ধদ্রব্য মাখিতে শিক্ষা দেন। সেইজন্য আলেকজান্দারের অভিযানকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা খঞ্জনী এবং ঢকা সহ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল।

---

(৩) ডিমেটর—গ্রীকদেশীয় কৃষি ও ফলশস্যের দেবী। ইহার এক কন্যাকে প্লুটো হরণ করেন। ট্রিপটোলেমস ডিমেটার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেন এবং স্বতন্ত্র বীজ বপন করেন।

(৪) (Satyric) সাটীর—গ্রীকদিগের বনদেবতা।

অষ্টম অধ্যায়

নানা কথা (১)

কিন্তু, ভারতবর্ষে এই প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার কালে তিনি তাঁহার অন্যতম সঙ্গী এবং তাঁহার প্রণীত নিয়মাদিতে অভিজ্ঞ স্পাটোম্বাসকে এই দেশের রাজা নিযুক্ত করেন। ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্পাটোম্বাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বৌদিয়াস (২) রাজা হইয়া কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। বৌদিয়াসের পুত্র ক্রাডিয়াস যথাকালে রাজত্ব লাভ করিয়া ও তৎপরে বংশপরাক্রমানুসারেই ইঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সিংহাসন আরোহণ করিতে থাকেন; কিন্তু রাজবংশে, উত্ত-রাধিকারীর অভাব হওয়াতে ভারতীয়গণ গুণানুসারে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। যদিও প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হার্কিউলিস বিদেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেথোরা এবং ক্লিস্‌বোরা নামক দুইটি বৃহৎ নগরের অধিকারী সৌরসেনী (৩) নামক এক ভারতীয় জাতি হার্কিউ-

---

(১) দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৩—১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বুদ্ধদেব (?)।

(৩) মেথোরা (Methora) মথুরা; ক্লিস্‌বোরা (Kleisbora) কৃষ্ণপুত্র (?); সৌরসেনই (Sourasenoi) সুরসেন।

লিসকে বিশেষ সম্মান করে। আইবোরেস (৪) নামক নৌচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশমধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছে। কিন্তু মেগস্থেনিস বলেন যে, এই হার্কিউলিস-পরিহিত বস্ত্র থিবানদেশীয় হার্কিউলিসেরই বস্ত্রের ন্যায় এবং ভারতবাসীরাও ইহা স্বীকার করে। ইহাও কথিত হয় যে, থিবান হার্কিউলিসের ন্যায় তিনি অনেকগুলি পত্নী গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে ও কেবল একটী কন্যা জন্মে। এই কন্যা পাণ্ডী নামে অভিহিতা হইতেন, এবং যে দেশে সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং হার্কিউলিস তাঁহাকে যে দেশের রাজত্ব প্রদান করেন, সেই দেশ তাঁহারই নামানুসারে পাণ্ডীয়া নামে খ্যাত হয়। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে, ৫০০ হস্তী, ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং প্রায় ১৩০০০০ পদাতিক সৈন্য পাইয়া ছিলেন। কোন কোন ভারতীয় লেখক হার্কিউলিস সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যখন তিনি পৃথিবী হইতে সকল প্রকার ক্রূর প্রকৃতিবিশিষ্ট দৈত্য ধ্বংশ করিতে জলস্থল সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে স্ত্রীলোকের উপযোগী এক প্রকার অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল ভারতীয় বণিক্‌গণ আমাদিগের হাটে ভারতীয় পণ্য আনয়ন করে, তাহারা সেই অলঙ্কারই আগ্রহ সহকারে ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং প্রাচীনকালে ধনী গ্রীকগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত ইহা ক্রয় করিতেন, বর্ত্তমান ধনী রোমকগণ সেইরূপ আগ্রহের সহিত ইহা ক্রয় করেন। ভারতীয় ভাষায় এই অলঙ্কারকে

---

(৪) আইবোরেস বা জোবেরেস—যমুনা নদী।

মারগারিটা (৫) বলে। কিন্তু কথিত হয় যে, হার্কিউলিস অলঙ্কাররূপে পরিধান করিলে ইহা অত্যন্ত সুন্দর দেখায় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার কন্যার জন্য সকল সমুদ্র হইতে ইহা আনয়ন করিয়াছিলেন।

মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, সকল শুক্তি এই মুক্তা প্রদান করে, তাহা জাল দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবং শুক্তিগুলি একই স্থানে দলবদ্ধ মৌমাছির ন্যায় বাস করে। কারণ, মৌমাছির ন্যায় শুক্তিদেরও রাজা বা রাণী আছে এবং যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ রাজাকে ধৃত করিতে পারে, তবে সে সহজেই শুক্তির ঝাঁক শুদ্ধ জালে ধরিতে পারে; কিন্তু, যদি রাজা পলায়ন করে, তবে অপর শুক্তি ধরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। মৎস্যজীবিগণ ধৃত-শুক্তির মাংস পচিতে দেয় এবং কেবল হাড়গুলি রাখিয়া দেয়, কারণ এই হাড়ই অলঙ্কার। ভারতবর্ষে, তদ্দেশজাত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ওজনের তিনগুণ মূল্যে শুক্তি বিক্রীত হয়।

---

(৫) ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, এই শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। পারস্যদেশে এক প্রকার মুক্তাকে 'Muravarid' বলা হয়।

নবম অধ্যায়

ভারতীয় ইতিহাস (১)

যে প্রদেশে হার্কিউলিসের কন্যা রাজত্ব করিতেন, তথায় বালিকাগণ সপ্তম বৎসরে বিবাহিতা হয় এবং মনুষ্যের পরমায়ু মাত্র চল্লিশ বৎসর। * * * * প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়স যদি সত্যই ঐ হয়, তবে, আমার মতে, পুরুষদিগের বয়সের কথাও (যে তাহারা চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল জীবিত থাকে না) সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ, যেথানে মনুষ্য এত অল্প বয়সে বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেথানে যে তাহারা শীঘ্রই যুবত্ব লাভ করিবে, ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, সেদেশে ত্রিশ বৎসর বয়সে মনুষ্য-গণ বার্দ্ধক্যে পতিত হয়; যুবকেরা কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবনসীমা অতিক্রম করে এবং আন্দাজ পনর বৎসরেই তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করে। এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকেরা সাত বৎসর বয়সেই বিবাহযোগ্যা হয়। মেগাস্থেনিস স্বয়ং যথন বলিয়াছেন যে, অন্য দেশাপেক্ষা সেই দেশের ফল শীঘ্র পাকে এবং নষ্ট হয়, তথন মনুষ্যগণ সম্বন্ধেও এইরূপ হইবে না কেন?

ডাইওনিসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সংখ্যায় তাঁহারা ১৫৩ জন ছিলেন; তবে এই

---

(১) দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৫—১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতীয়-গণ ইহাও বলেন যে, ডাউওনিসসের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষই হার্কিউলিস এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এমন কি, কামবাইসসের পুত্র সাইরাস (২) যিনি সিথিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য প্রকারে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী নরপতি ছিলেন, তিনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু আলেক-জান্দার এতদ্দেশে আসিয়া সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এবং তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে স্বীকার হইলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতেন। পক্ষান্তরে, ভারতবাসীরা বলিয়া থাকে যে, ন্যায়পরায়ণ বলিয়াই কোন ভারতীয় রাজাই ভারতবর্ষের বহির্ভাগে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই।

---

(২) পারস্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ৫২৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সিথিয়া প্রদেশস্থ ম্যাসা-জাটাইগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দশম অধ্যায়

পাটলিপুত্র এবং ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার (১)

ইহাও কথিত হয় যে, ভারতবাসীরা মৃতের উদ্দেশে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে না; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে যে, জীবিতকালে মনুষ্য যে গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছিল ও যে সকল গানে তাহাদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করা হয়, তাহাই মৃত্যুর পরে তাহাদিগের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাদিগের নগরের সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হয় যে, নিশ্চিতরূপে সংখ্যা-নির্দ্দেশ করা যায় না; কিন্তু যে সকল নগর নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত, তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইষ্টকনির্ম্মিত নহে। কারণ, বর্ষা-পাত এত প্রবল এবং নদীগুলি কূলপ্লাবিত করিয়া সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করে বলিয়া উল্লিখিত গৃহগুলি অল্পকালস্থায়ী করিয়াই নির্ম্মিত হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল নগর উচ্চভূমিতে স্থাপিত, তাহা ইষ্টক এবং কর্দ্দম-নির্ম্মিত। ইহাও কথিত হয় যে, ইরান্নোবোয়াস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গঙ্গা সকল নদী অপেক্ষা বড় এবং ইরান্নোবোয়াস যদিও ভারতীয় নদী সকলের মধ্যে সম্ভবতঃ তৃতীয় স্থান অধিকার করে, তথাপি অন্যদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু, ইরান্নো-

(১) প্রাচীন-ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯১—৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আলেকজান্দার ও পোরস
(পাশ্চাত্য চিত্রকরের চিত্র হইতে)

বোয়াস যে স্থলে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছে, তথায় ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্রা। মেগস্থেনিস বলেন যে, এই নগরের যে স্থানে লোকজনের বসতি, তথায় উত্তর-দিকে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টাডিয়া এবং বিস্তৃতি ১৫ ষ্টাডিয়া ; ইহার চতুর্দ্দিকে ছয়শত ফীট প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত গভীর পরিখা এবং নগরপ্রাচীরে ৬৭০টি বুরুজ এবং চৌষট্টিটি দ্বার আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসিগণ সকলেই স্বাধীন এবং তাহাদের মধ্যে কেহই ক্রীতদাস নহেন। লাসিদোমিনিয়ানগণ (২) এবং ভারতবাসীদের মধ্যে এই বিষয়ের ঐক্যতা আছে। লাসিদোমিনিয়ানগণ হেলট (৩) গণকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করে ; কিন্তু ভারতবাসিগণ স্বদেশীয় লোককে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহারা বৈদেশিকগণকেও তদ্রূপ করে না।

---

(২) স্পার্টাবাসিগণ।

(৩) হেলটগণ স্পার্টার ক্রীতদাস ছিল।

একাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের সাতটী জাতি (১)

ভারতবর্ষে সমগ্র অধিবাসী সাতটী জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানিগণ (১) সংখ্যায় অপর জাতি অপেক্ষা কম হইলেও, ইঁহারা মহত্ত্বে ও মর্য্যাদায় অপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন; কারণ, ইঁহাদিগকে কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না, অথবা পরিশ্রমদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া সাধারণ-কোষে প্রদান করিতে হয় না, অথবা রাজ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাগণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ-সম্পাদন ব্যতীত, নিয়মানুসারে করণীয় অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই। যদি কাহারও নিজের হিতার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার আবশ্যক হয়, তবে জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কি প্রকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দেন; কারণ, ইঁহারা মনে করেন যে, নিজে করিলে উহাতে দেবতাদিগের তৃপ্তি-সাধন হয় না। ভারতবর্ষে এই জ্ঞানীদিগের মধ্যেই ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং জ্ঞানী ব্যতীত অন্য কেহই এই বিদ্যা আচরণ করিতে পারে না। এই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু এবং রাজ্যে কোনরূপ বিপদ ঘটিবে না, এই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা করেন, কিন্তু ইঁহারা সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনরূপ গণনা করেন না। কারণ, হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত ভবিষ্যদ্

---

(১) প্রাচীন-ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১০৯—১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গণনার সম্পর্ক নাই। অথবা এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের জন্য পরিশ্রম করা তাঁহারা অপমানকর বোধ করেন। কিন্তু, কথিত হয় যে, কেহ যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণনায় তিন বার অকৃতকার্য্য হন তবে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ যাবজ্জীবন মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয় এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এইরূপ মৌন ব্রতাবলম্বীকে কথা কহাইতে পারে। এই সকল জ্ঞানীগণ উলঙ্গাবস্থায় গমনাগমন করেন এবং শীত-ঋতুতে রৌদ্র ভোগ করিবার জন্য, উন্মুক্ত বাতাসে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি এবং বৃহদাকারের বৃক্ষের ছায়ায় সময়াতিপাত করেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, এই সকল বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, তাহাদিগের এক একটী পাঁচ শত ফিট স্থানে ছায়া প্রদান করে এবং এক একটী বৃক্ষের তলদেশে দশ সহস্র ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ঋতুকালীন ফল এবং খর্জ্জুর বৃক্ষের ফল অপেক্ষা কোন প্রকারে কম সুস্বাদু বা পুষ্টিকর নহে, এইরূপ ত্বক আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন।

জ্ঞানীগণের পরেই ভূমি-কর্ষকগণ এবং ইহারাই অন্যান্য জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধার্থ কোন অস্ত্র প্রদান করিতে হয় না; অথবা ইহাদিগকে কোন প্রকার সামরিক কার্য্যও করিতে হয় না; কিন্তু, ইহারা ভূমিকর্ষণ করে এবং রাজাকে ও স্বাধীন নগরগুলিকে কর প্রদান করে। অন্তর্ব্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, কৃষক-গণকে উৎপীড়ন করিতে অথবা তাহাদিগের ভূমি নষ্ট করিতে সৈন্যগণের কোন অধিকার নাই; সেই জন্য সৈন্যগণ যখন পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া, একে অপরকে হত্যা করে, তখন কৃষকগণকে অদূরে আপনাপন কার্য্যে

(যথা ভূমিকর্ষণ, শস্য সংগ্রহ, বৃক্ষের শাখা কর্ত্তন অথবা শস্য কর্ত্তনে) নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

ভারতবাসীদিগের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী রাখাল। গোপালক ও মেষ-পালক উভয়েই ইহার অন্তর্ভূত। ইহারা নগরে বা গ্রামে বাস করে না ; কিন্তু, ইহারা পাহাড়ে এবং পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদিগকেও কর স্বরূপ পশু দিতে হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই জাতি পক্ষী ও বন্যপশুর জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতীয় জাতি

চতুর্থ শ্রেণী শিল্পী এবং খুচুরা বিক্রয়কারিগণ। এই জাতিকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি সাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং তাহাদের পরিশ্রম-লব্ধ ধন হইতে কর প্রদান করিতে হয়। তবে যাহারা যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহাদিগকে কর প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু, তাহারা সরকার হইতে বেতন পায়। জাহাজ-নির্ম্মাতৃগণ এবং নাবিকগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

যোদ্ধৃগণ ভারতবর্ষে পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় কৃষকগণেরই নিম্নস্থান অধিকার করে; কিন্তু, ইহারা অত্যধিক স্বাধীন ভাবে এবং প্রফুল্লচিত্তে সময়াতিপাত করে। ইহাদিগকে কেবল সামরিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অপরেই ইহাদের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, অশ্ব সরবরাহ করে; শিবিরে, অপরেই ইহাদিগের পরিচর্য্যা করে, হস্তী পরিচালনা করে, রথ সজ্জিত রাখে এবং সারথির কার্য্য সম্পাদন করে। যতক্ষণ যুদ্ধ করিতে হয়, ততক্ষণ ইহারা যুদ্ধ করে এবং শান্তি সংস্থাপিত হইলেই ইহারা সুখ ভোগ করে। সরকার হইতে ইহারা যে বেতন পায়, তাহা এত অধিক যে, তাহাতে যে কেবল ইহারা নিজেরাই প্রতিপালিত হইতে পারে তাহা নহে; সেই বেতনে স্বচ্ছন্দে অপরকে প্রতিপালন করিতে পারে।

যে সকল ব্যক্তিকে পরিদর্শক বলা হয়, তাহারাই ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত। দেশে ও নগরে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা তাহারাই পরিদর্শন করে এবং যে দেশে রাজা আছে, তাহারা সে দেশে ঐ সকল বিষয় রাজার নিকট ও যে স্থলে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত, তথায় শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট সংগৃহীত সংবাদ প্রেরণ করেন। ইঁহারা কদাপি মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করেন না; কিন্তু, কোন ভারতবাসীই মিথ্যা কথণে অভিযুক্ত হয় নাই।

সপ্তম শ্রেণীতে অমাত্যগণ; ইঁহারা রাজাকে অথবা সাধারণতন্ত্রের শাসনকর্ত্তাদিগকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করেন। সংখ্যায় ইঁহারা কম হইলেও, এই শ্রেণী জ্ঞানে ও ন্যায়পরায়ণতায় জন্য প্রসিদ্ধ এবং তজ্জন্য ইঁহারাই শাসনকর্ত্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সহকারী

শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নাবধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সীতাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

প্রচলিত নিয়মানুসারে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কৃষক শিল্পী জাতি হইতে অথবা শিল্পীও কৃষক শ্রেণী হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। কাহারও পক্ষে দুই ব্যবসায় অবলম্বন করা, অথবা এক শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে প্রবেশও বিধিসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গোপালক কৃষক, অথবা গোপালক শিল্পী হইতে পারে না। তবে, কেবল জ্ঞানীই যে কোন শ্রেণী হইতে গৃহীত হইতে পারে; কারণ, জ্ঞানীর জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হস্তী-শিকার

ভারতবাসীরা হস্তী ব্যতীত অন্যান্য বন্যজন্তু গ্রীকদিগের ন্যায় শিকার করে; এই জন্তু অন্যান্য জন্তুর ন্যায় নহে বলিয়া ইহার শিকারে বিশেষত্ব আছে। এই প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—শিকারিগণ, এক বৃহৎ সেনাদলের শিবির-সংস্থাপনের সংকুলান হয়,

এইরূপ একটী সমতল ও শুষ্ক ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে খাত খনন করে। এই খাত পাঁচ ফাদম প্রস্থ ও চারি ফাদম গভীর করা হয়। কিন্তু, খাত খননের সময় যে মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহা খাতের উভয় পার্শ্বে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয় এবং স্তূপকে প্রাচীরের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। পরে, তাহারা খাতের বহির্দ্দেশস্থ প্রাচীর খনন করিয়া, আপনাদের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করে এবং আলোক প্রবেশের জন্য, ও কোন্ সময়ে হস্তিযূথ অগ্রসর হইয়া বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করে, তাহা দেখিবার জন্য প্রাচীরে ছিদ্র করে। পরে, তাহারা খেদার মধ্যে সুশিক্ষিত ৩।৪টী করিণী রাখিয়া এবং গমনাগমনের জন্য খাতের উপর ক্ষুদ্র একটী সেতু প্রস্তুত করিয়া ও যাহাতে হস্তিগণ ঐ সেতু না দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহা মৃত্তিকা ও প্রচুর খড় দিয়া আবৃত করিয়া রাখে। শিকারীরা তৎপরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাচীর-মধ্যস্থ গৃহে গমন করে। বন্য হস্তিগণ দিবাভাগে লোকালয়ের নিকট গমন করে না; কিন্তু, তাহারা রাত্রিতে যত্র তত্র বিচরণ করে এবং গাভী সকল যেরূপ ষণ্ডের অনুগমন করে, সেইরূপ হস্তিযূথ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সাহসী হস্তীর পশ্চাদ্গমন করে। খেদার নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহারা করিণীদিগের রব শ্রবণ করিতে পায় এবং তাহাদিগের গন্ধ পাইয়া দ্রুতবেগে বেষ্টিত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়, এবং খাতে তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ হইলে, উহারা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুর সন্ধান পায় এবং সেতু দিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে শিকারীগণ খেদার মধ্যে বন্য হস্তিগুলির প্রবেশ দেখিতে পাইলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেতু ধ্বংশ করে, এবং কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া এই বৃত্তান্ত প্রচার

করে। এই সংবাদে গ্রামবাসিগণ তাহাদিগের দ্রুতগামী ও সুশিক্ষিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া খেদায় উপস্থিত হয় ; কিন্তু, যদিও তাহারা খেদার নিকটে যায়, তথাপি তাহারা তৎক্ষণাৎ বন্যহস্তীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু, যতক্ষণ বন্য হস্তিসকল ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে। যখন তাহারা বিবেচনা করে যে, উহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা পুনরায় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া খেদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রথমতঃ শিক্ষিত হস্তী দ্বারা খেদার মধ্যস্থিত হস্তিসকলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে ; তখন, যে বন্য হস্তিগুলি নিস্তেজ ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া শীঘ্রই পরাস্ত হয়, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। ইহার পরে, শিকারীরা নিজ নিজ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, হস্তিগুলির পদ শৃঙ্খলে বন্ধন করে। বন্য পশুগুলি এতক্ষণে অবসন্নও হইয়া পড়ে। পরে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্য হস্তিগুলি নানারূপ ক্লেশে ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পালিত হস্তিগুলিকে, বন্যহস্তীকে আঘাত করিবার জন্য উত্তেজিত করে। ততক্ষণে, শিকারীগণ, তাহাদিগের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদিগের গলদেশে ফাঁস পরাইয়া দেয় এবং তাহারা ভূমিতে পতিত থাকা কালীনই তাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে, এবং যাহাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠারূঢ় ব্যক্তিগণকে ফেলিয়া না দিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের গলদেশের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছেদন করে এবং ক্ষতস্থানে ফাঁস বাঁধিয়া দেয়। এবম্প্রকারে বন্য হস্তীগুলি তাহাদের গলা ও মস্তক স্থিরভাবে রাখিতে বাধ্য হয় ; কারণ, তাহারা অস্থির হইয়া নড়িবার চেষ্টা করিলেই, তাহাদের ক্ষত স্থানে আরও বেদনা অনুভব করে। এই প্রকারে, তাহারা সকল প্রকার নড়াচড়া হইতে বিরত

থাকে এবং বন্য হস্তিসকল পরাজিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া পালিত হস্তীসকল দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নীত হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হস্তী

কিন্তু, যে সকল বন্য হস্তী অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা ক্রূর প্রকৃতির জন্য অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রথমে, তাহাদিগকে শস্যের বৃন্ত এবং তৃণ খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু, হস্তীগুলির তেজ নিঃশেষ হওয়াতে তাহাদিগের আহারের প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু, হস্তীসকল পশুর মধ্যে বুদ্ধিমান বলিয়া—ভারতবাসিগণ তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া ঢকা ও করতাল সহকারে সঙ্গীতধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করে ও উৎসাহ দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন হস্তীর হস্তিপক যুদ্ধে হত হইলে, হস্তী সমাধির জন্য তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল; কোন হস্তী ভূপতিত চালককে ঢাল দ্বারা আবৃত করিয়াছিল এবং কোন হস্তী ভূপতিত হস্তি-পককে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। একটী হস্তী, অকস্মাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার চালককে হত্যা করিয়া পরে অনুতাপে ও হতাশ

হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে একটী হস্তীকে খঞ্জনী বাজাইতে এবং খঞ্জনীর তালে তালে অপর হস্তীগুলিকে নাচিতে দেখিয়াছি। একটী খঞ্জনী বাদ্যকর-হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ে, অন্যটী তাহার শুণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং হস্তী তাহার শুড়ের ও পদদ্বয়স্থ খঞ্জনী নির্দ্ধারিতরূপে বাজাইয়াছিল। নৃত্যকারী হস্তিসকল বাদ্যকর হস্তীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার হইয়া নৃত্য করিতেছিল এবং বাদ্য-কর হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে তাহাদিগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় একবার উঠাইতেছিল এবং একবার বক্রভাবাপন্ন করিতেছিল।

ষণ্ড ও অশ্বের ন্যায় হস্তী বসন্তকালে সন্তান প্রসব করে এবং এই ঋতুতেই করিণী ললাটস্থ ছিদ্র দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। করিণী ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ঘোটকের ন্যায় করিণীও একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে এবং অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য-দান করে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু হস্তী দুইশত বৎসর জীবিত থাকে; কিন্তু, অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। যদি বার্দ্ধক্যজনিত তাহাদের মৃত্যু না হয়, তবে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহারা ততদিনই জীবিত থাকে। গো-দুগ্ধ হস্তীর চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে, তাহাদের চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়, এবং কৃষ্ণবর্ণ মদ্য পান করাইলে অন্যান্য রোগ নিরাময় হয়। ক্ষতস্থানে দগ্ধ শূকরের মাংস প্রয়োগে আরোগ্য হয়। ভারতবাসীরা হস্তীরোগ চিকিৎসায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় ব্যাঘ্র, পিপীলিকা, ইত্যাদি

কিন্তু, ভারতবাসিগণ ব্যাঘ্রকে হস্তী অপেক্ষাও পরাক্রমশালী বলিয়া বিবেচনা করে। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, যদিও তিনি ব্যাঘ্র দেখেন নাই, তথাপি তিনি ব্যাঘ্রের চর্ম্ম দেখিয়াছেন। যাহাহউক, ভারতীয়গণ তাঁহাকে বলে যে, ভারতীয় ব্যাঘ্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অশ্বের ন্যায়; কিন্তু, দ্রুতগামীত্ব ও বলে অন্য কোন জন্তুকেই ইহার সহিত তুলনা করা যায় না। কারণ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ব্যাঘ্র হস্তীর মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া সহজেই উহার প্রাণ-বিনাশ করে; কিন্তু, আমরা যে সকল জন্তুকে ব্যাঘ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে চিত্রিত-চর্ম্ম-বিশিষ্ট শৃগাল এবং অন্যান্য শৃগালাপেক্ষা (১) আকারে বৃহৎ। পিপীলিকা সম্বন্ধেও নিয়ার্কাস বলেন যে, অন্যান্য লেখকগণ যে পিপীলিকার বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহা দেখেন নাই; কিন্তু, মাসিদোনিয়ান শিবিরে ঐ সকল পিপীলিকার যে চর্ম্ম আসিয়াছিল, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু, মেগস্থেনিস নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, পিপীলিকা-সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি প্রকৃত পক্ষেই সত্য; তাহারা যে স্বর্ণের জন্যই খনন করে, তাহা নয়; কিন্তু, আমাদের দেশে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি নিজেদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করে, ভারতবর্ষস্থ পিপীলিকাগুলিও তদ্রূপ ভূগর্ভে বাস করিবার

---

(১) এই স্থানে চিতার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই ভূমি খনন করে। তবে, ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি আকারে শৃগালাপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া তাহাদের খোদিত গর্ত্ত বৃহদাকারের হয়; কিন্তু, তথাকার মৃত্তিকা সুবর্ণমিশ্রিত বলিয়া ভারতবাসিগণ এই মৃত্তিকা হইতেই সুবর্ণ সংগ্রহ করে। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে, মেগস্থেনিস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরম্পরাশ্রুত হইয়াই লিখিয়াছেন এবং আমি যখন ইহাপেক্ষা অধিক কিছু নিশ্চিত ভাবে লিখিতে পারি না, তখন আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

কিন্তু, তোতাপাখী সম্বন্ধে নিয়ার্কাস এরূপ ভাবে লেখেন যে, যেন তাহারা একটী নূতন আশ্চর্য্যজনক পক্ষী এবং তিনি বলেন যে, তোতা পক্ষী কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় এবং তাহারা মনুষ্যের স্বরে কথোপকথন করে; কিন্তু, আমি স্বয়ং যখন অনেক তোতা পক্ষী দেখিয়াছি এবং এই পক্ষীর বৃত্তান্ত অবগত আছে এরূপ লোককেও যখন আমি চিনি, তখন আমি ইহার সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনা করিব না। হনুমানগুলির আকার বা সৌন্দর্য্য অথবা তাহারা কি প্রকারে ধৃত হয় সে সম্বন্ধেও আমি কিছু বলিব না; কারণ, এ সকল বিষয় সকলেই অবগত আছে; তবে তাহারা যে সুন্দর সে কথা আমি উল্লেখ করিতেছি। সর্পসম্বন্ধেও নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সর্প পাওয়া যায়, তাহা চিত্রিত এবং দ্রুতগামী এবং আন্টিগেনেরের পুত্র পাইথো যেটীকে ধৃত করেন সেটী ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ ছিল। ভারতবাসিগণ বলে যে, ভারতবর্ষে ইহাপেক্ষাও বৃহদাকারের সর্প আছে। গ্রীসীয়গণ ভারতীয় সর্প-দংশনের কোন প্রকার ঔষধ অবগত নহে; কিন্তু, ভারতীয়গণ বিষয় ঔষধ জানে। নিয়ার্কাস আরও বলেন যে, আলেকজান্দার সকল ব্যাধি-প্রতিকারক ব্যক্তিকে একত্রীভূত করিয়া ছিলেন এবং

স্কন্দাবারের সর্ব্বত্রই ঘোষণা প্রচার করিয়া ছিলেন যে, কেহ সর্পদষ্ট হইলে যেন রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সকল ব্যক্তি অন্যান্য ব্যাধি ও বেদনাও প্রতিকার করিতে পারে। ভারতবর্ষে ঋতু সকল মনোরম বলিয়া ভারতীয়গণ সাধারণতঃ ব্যধিগ্রস্থ হয় না। অত্যন্ত বেদনায় অভিভূত হইলে, তাহারা দার্শনিকগণের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং এই সকল দার্শনিকগণ মন্ত্র-বলে সকল ব্যাধি প্রতিকার করিতে পারে।

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয়গণের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র

নিয়ার্কাস বলেন যে, ভারতীয়গণ কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে। এই সকল বস্ত্র পূর্ব্বকথিত বৃক্ষে জন্মে। কিন্তু, এই কার্পাস অন্যত্র প্রাপ্য কার্পাসাপেক্ষা শুভ্র দেখায়। অথবা, ভারতীয়গণের কৃষ্ণবর্ণের জন্য তাহাদের পরিহিতবস্ত্র হইত অধিকতর শুভ্র বলিয়া বোধ হয়। তাহারা কার্পাস নির্ম্মিত অঙ্গাবরণ পরিধান করে; ইহা জানু পর্য্যন্ত লম্ববান থাকে; ইহার উপরে তাহারা বহিরাবরণ ব্যবহার করে; ইহার কতকাংশ তাহাদের স্কন্ধদেশে ও কতকাংশ তাহাদের মস্তকের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া রাখে। ভারতীয়গণ হস্তীদন্ত নির্ম্মিত কর্ণাভরণও ব্যবহার করে। তবে, সকল

ভারতবাসীই ইহা ব্যবহার করে না; কেবল যাহারা অত্যন্ত ধনী তাহারাই ইহা ব্যবহার করে। নিয়ার্কাস বলেন যে, ভারতীয়গণের দাড়ী, তাহাদের স্ব স্ব পচ্ছন্দানুযায়ী কোন না কোন প্রকার রং দ্বারা চিত্রিত করে। কেহ কেহ তাহাদের দাড়ী যতদূর সম্ভব শ্বেত রংয়ে সুশোভিত করে; কেহ কেহ নীলরং ব্যবহার করে; কেহ লাল, কেহ গাঢ় সবুজ, কেহ বেগুণে রং দেয়। কোন কোন ভারতীয়গণ সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছত্র ব্যবহার করে। তাহারা শ্বেতচর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করে। এই সকল পাদুকার তালু বিচিত্র বর্ণের এবং পরিধানকারীকে অতিরিক্ত দীর্ঘ দেখাইবার জন্য তালু অত্যন্ত পুরু করা হয়।

এক্ষণে, ভারতীয়গণ কিরূপে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়, তাহাই বর্ণনা করিব। তবে, আমার পাঠকবর্গ যেন মনে করেন না যে, ইহাই তাহাদের একমাত্র যুদ্ধসজ্জা। পদাতিকগণ পদাতিকের সমান দীর্ঘ ধনুক বহন করে। তাহারা ইহা মৃত্তিকার উপরে স্থাপন করিয়া এবং বামপদ দ্বারা ইহা চাপিয়া ধরিয়া ও জ্যা পশ্চাৎদিকে টানিয়া তীর নিক্ষেপ করে। তীরটী তিনগজাপেক্ষা কম দীর্ঘ। ঢাল বা বক্ষত্রাণ বা ইহাপেক্ষা যাহাই কিছু সুদৃঢ় থাকুক না কেন, কিছুতেই এই তীর হইতে রক্ষা করিতে পারে না। বামহস্তে তাহারা অসংস্কৃত গো-চর্ম্মের ঢাল বহন করে। এই সকল ঢাল বিশেষ প্রশস্ত না হইলেও, বহনকারিগণের আকারের ন্যায় দীর্ঘ। কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্ত্তে বর্শা বহন করে। কিন্তু, সকলেই প্রশস্ত, তিন হস্তের অনধিক দীর্ঘ তরবারী বহন করে। যদিও তাহারা সম্মুখ সংগ্রামে ইচ্ছুক নহে তথাপি তাহারা সম্মুখ সংগ্রামে ব্রতী হয় তখন বলপূর্ব্বক আঘাত করিবার জন্য, তাহারা দুই হস্তে করিয়া এই তরবারী

চালনা করে। অশ্বারোহিগণ দুইটী করিয়া বর্ষা বহন করে এবং পদাতিক সৈন্যগণ-ব্যবহৃত ঢাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র ঢাল ব্যবহার করে। গ্রীক বা কেণ্ট-গণের ন্যায় তাহারা জীন ব্যবহার করে না। কিন্তু, তাহারা অশ্বের মুখের প্রান্তদেশে লৌহের বা পিত্তলের প্রেকসমন্বিত অসংস্কৃত চর্ম্ম বন্ধন করে। ধনীরা হস্তিদন্তের প্রেক ব্যবহার করে। অশ্বের মুখ-গহ্বরে তাহারা লৌহের কাঁটা ব্যবহার করে এবং এই কাঁটার সঙ্গে বল্গা বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। যখন আরোহী বল্গা আকর্ষণ করে, তখন এই কাঁটা ঘোটককে সংযত করে এবং এই কাঁটার অন্তর্গত প্রেকগুলি দ্বারা আহত হওয়াতে, অশ্ব আরোহীর আদেশ পালনে বাধ্য হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয়গণ সম্বন্ধে নানা কথা

ভারতীয়গণ আকারে কৃশ ও উচ্চ এবং অন্যান্য দেশের মনুষ্যাপেক্ষা পাতলা। সাধারণে আরোহণার্থ উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দ্দভ ব্যবহার করে; কিন্তু, ধনীগণ হস্তীর উপরে আরোহণ করেন। ভারতবর্ষে হস্তীই রাজাকে বহন করে। হস্তীর পরে চতুরাশ্ব-যোজিত রথ দ্বিতীয় আসন, ও উষ্ট্র তৃতীয় আসন অধিকার করে। একটী অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করা

কোন প্রকারে সম্মানকর নহে। * * অধিবাসিগণ যৌতুক গ্রহণ বা দান না করিয়াই বিবাহ করে। কিন্তু, স্ত্রীলোকগণ বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহাদের পিতাগণ তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইয়া মল্লযুদ্ধে বা দৌড়নের প্রতিযোগিতায় বা যাহারা অপরকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহাদিগের সহিতই বিবাহ দেয়। ভারতবর্ষের লোকগণ শস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে এবং তাহারা ভূমি কর্ষণ করে ; তবে, পর্ব্বত-বাসিগণ মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীর মাংস আহার করে।

নিয়ার্কাস এবং মেগস্থেনিস নামক দুইজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যাহা বলিয়াছেন ভারতীয়গণ সম্বন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার পক্ষে যথেষ্ট। বিশেষতঃ, আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রকারে আলেকজান্দার তাঁহার বাহিনী ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাই বর্ণনা করা এবং ভারতীয়গণের আচার ব্যবহার বর্ণনা যখন আমার বক্তব্যের অঙ্গীভূত নহে, তখন এই বৃত্তান্তকে প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করাই উচিত।

আরিয়ান

দ্বিতীয়াংশ

(১৮-৪২ অধ্যায়)

নিয়ার্কাসের জলযাত্রা

নিয়ার্কাসের জলযাত্রা

সম্বন্ধে

ম্যাক্রিণ্ডলের ভূমিকা।

প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক সাধিত জলযাত্রার মধ্যে, আলেকজান্দারের সংকল্পিত ও নিয়ার্কাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সিন্ধুর মোহনা হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত জলযাত্রাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট বলিয়াছেন যে, ইহা হইতেই ইউরোপ ও এসিয়ার প্রান্তস্থিত প্রদেশ সমূহের সহিত সম্পর্ক সংস্থাপিত হয় এবং এই জলযাত্রাই পর্ত্তুগীজদিগের ভারত আবিষ্কারের ও আদিভূত কারণ। ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের মূলীভূত কারণও যে এই জলযাত্রা তাহাও এক প্রকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিয়ার্কাস স্বয়ং এই অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; যদিও, বর্ত্তমানে ইহা পাওয়া যায় না, তথাপি আরিয়ানের ইণ্ডিকায় নিয়ার্কাসের বর্ণনা গ্রন্থীভূত হওয়ায়, উহা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

লেখক হিসাবে নিয়ার্কাস ধর্ম্মভীরু এবং সাধু। তিনি তৎকালে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেও তাহা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ষ্ট্রাবো তাঁহার বর্ণনাকে অসত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, "যে সকল লেখক ভারতবর্ষের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ডিমাকস এই শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন; তৎপরে, মেগস্থেনিস, অনিসিক্রিটস এবং

নিয়ার্কাসের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ; আরও, অনেকে আছেন, যাঁহারা দুই একটী সত্য কথা বলিয়াছেন।" এরূপ নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ সত্ত্বেও, ষ্ট্রাবো, ভারতবর্ষের বর্ণনাকালে নিয়ার্কাসের বিবরণের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছেন এবং নিয়ার্কাস-কথিত অনেক বৃত্তান্ত নিজ গ্রন্থীভূত করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো কথায় যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা তাহা বিচার সাপেক্ষ্য। তবে, আমরা নিঃসন্দেহে ইহা বলিতে পারি যে, যে সকল লেখক আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, ষ্ট্রাবো আখ্যানের সত্যতা নিরূপণ না করিয়াই, সেই সকল লেখককেই নিন্দা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালেও হার্ড ইন এবং হুইয়েট পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যেস্থানে নিয়ার্কাস সিন্ধুর বিস্তৃতি ২০০ শত ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন এবং যথায় তিনি বলিয়াছেন যে, মালানার ছায়া দক্ষিণ দিকে পতিত হয়, কেবল এই দুইটী স্থলেই এই অভিযোগ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রথমটী সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, বর্ষাকালে সিন্ধুর বিস্তৃতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতেই নিয়ার্কাস ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয় যে, নিয়ার্কাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য না হওয়াতেই আরিয়ান ঐরূপ লিখিয়াছেন। যাহা হউক, ভ্রম বশতঃ নিয়ার্কাস এইরূপ লিখিলেও, একটী উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও যে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও প্রমাণ-যোগ্য হইবে না, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

এতদ্ব্যতীত, নিয়ার্কাসের বর্ণনার বিরুদ্ধে অন্য একটী অভিযোগও

আনয়ন করা হইয়াছে। ডডওয়েল, ইহা নিয়ার্কাসের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। প্লিনির একটী উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ডডওয়েল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সে উক্তিটী এই —"অনিসিক্রিটস বা নিয়ার্কাসের বর্ণনায় দূরত্ব উল্লেখ করা হয় নাই।" ইহা হইতে ডডওয়েল অনুমান করেন যে, যখন আরিয়ানের নিজ বর্ণনায় স্থানের নাম ও দূরত্ব প্রদান করা হইয়াছে তখন আরিয়ানের বর্ণনা, নিয়ার্কাসের বর্ণনা নহে; কারণ, প্লিনি বলিয়াছেন যে, নিয়ার্কাসের বর্ণনায় এ সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। এতদুত্তরে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অন্যান্য সকল লেখকাপেক্ষা প্লিনির কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, প্লিনিও সকল সময় সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন নাই। অধিকন্তু, আরিয়ান স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি নিয়ার্কাস-লিখিত বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ স্থানটী সম্ভবতঃ ভ্রম-সঙ্কুল; অথবা, তাহা না হইলেও পরবর্ত্তী স্থানের সহিত ইহার ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না। ডডওয়েল এই দুই স্থানের বিভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন; এবং, সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আরিয়ানের গ্রন্থেই প্রকৃত নিয়ার্কাসের বর্ণনা গ্রথিত হইয়াছে।

এই স্থানে নিয়ার্কাসের বর্ণনার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইল।

নিয়ার্কাস যে নৌবাহিনীর কর্ত্তৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি রণতরী এবং কতকগুলি রসদবাহী জাহাজ ছিল। এইগুলির কতক ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কতক হাইডাসপিস তীরে সংগৃহীত

হইয়াছিল। এই স্থানে আলেকজান্দার নৌবাহিনীর উপযুক্ত সৈন্য নিজ সৈন্যদল হইতে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে সংগৃহীত রণতরী সমূহ ধীরে ধীরে হাইডাসপিস, আকিসাইন ও সিন্ধু হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। আলেকজান্দারের অন্যান্য সৈন্যগণ তীর পথে অগ্রগামী হইবার কালীন তীরস্থ যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলিকে পরাভূত করিতে ছিল। ষ্ট্রাবোর মতে এই নিম্নাভিমুখ জলযাত্রায় দশ মাস অতিবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু, সম্ভবতঃ নয় মাসের অধিক কাল অতিবাহিত হয় নাই। যাহাহউক, নৌবাহিনী পাটল নামক বদ্বীপে পৌছিয়া, ও পরে, পাটল নামক স্থানে পৌছিয়া কিছুকাল তথায় অপেক্ষা করে। পাটল হইতে আলেকজান্দার সিন্ধুর পশ্চিম শাখা হইয়া যাত্রা করেন, কিন্তু এই স্থানে তাঁহার কতকগুলি জাহাজ বিনষ্ট হয় এবং কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আলেকজান্দার তজ্জন্য পাটলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে পূর্ব্বশাখা দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহা পশ্চিম শাখাপেক্ষা কম বিপদ-সঙ্কুল ছিল। পুনর্ব্বার পাটলে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং নিয়ার্কাসকে যথাসময়ে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। আলেকজান্দার নৌবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত সৈন্যাবলীর রসদ সংগ্রহাদির ব্যবস্থার জন্য, যতদূর সম্ভব উপকূলের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া অগ্রগামী হইতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু, এরূপ পথ দুর্গম বলিয়া, তিনি অন্য পথে সুসাভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি ওরিইটাই দেশে লিওনিটাসকে রাখিয়া যান এবং যাহাতে নিয়ার্কাস তদ্দেশে পৌছিলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করেন, তজ্জন্য যথাযথ আদেশ প্রদান করেন।

আলেকজান্দারের প্রস্থানের পরে, নিয়ার্কাস কিলোট্টাবন্দরে এক মাস

অতিবাহিত করেন এবং পরে, সাময়িকবায়ু কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইলে, অগ্রসর হইলেন। তদ্দেশবাসী অধিবাসীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবার জন্যও বন্দর পরিত্যাগের অন্যতম কারণ। ভিনসেণ্টের মতে নিয়ার্কাস ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কিলোট্টা পরিত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে নদীপথে অগ্রসর হইয়া তিনি কিলোট্টা হইতে একশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী ষ্টৌরা নামক স্থানে উপনীত হন। নৌবাহিনী এই স্থানে দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া ৩০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ কৌসান নামক স্থানে পৌছিয়া পুনরায় তথায় অবস্থিতি করেন। তথা হইতে কৌরিয়াটীস পৌছিয়া জাহাজগুলি আবার নঙ্গর করে। পুনর্ব্বার অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের গতি নদীমুখস্থ বিপজ্জনক পর্ব্বতে প্রতিহত হয়। বিশেষ চেষ্টা করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন এবং সমুদ্র-মধ্যস্থ ক্রোকালা দ্বীপে উপনীত হন। এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ার্কাস বর্ত্তমান করাচী বন্দরে পৌছিয়া তথায় চতুর্ব্বিংশ দিবস অপেক্ষা করেন। নিয়ার্কাস এই বন্দরকে "আলেকজান্দারের বন্দর" (Alexander's Haven) নামে অভিহিত করেন ।

নৌবাহিনী ৩রা ডিসেম্বর এই বন্দর পরিত্যাগ করে ও ওরিইটাই প্রদেশের কোকালা বন্দরে উপনীত হয়। পথিমধ্যে খাদ্যাদির অভাবে ও ঝটিকাতে সৈন্যগণ বিশেষ কষ্টানুভব করে। যাহাহউক, লিওনিটাসের চেষ্টায় কোকালায় প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত হইয়াছিল এবং নিয়ার্কাস আবশ্যক খাদ্যাদি গ্রহণ করেন। এইস্থানে নৌবাহিনী প্রায় দশ দিবস অতিবাহিত করে। সাময়িক বায়ুর প্রকোপ এই সময়ে প্রশমিত হওয়াতে, নৌবাহিনী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু, ইকথিও-

ক্ষাগিগণের দেশে খাদ্যাদির অভাবের জন্য নিয়ার্কাস আশঙ্কা করিতে ছিলেন, পশ্চাৎ সৈন্যগণ অনাহারে ও নৈরাশ্যে জাহাজ পরিত্যাগ করে। পারস্যোপসাগরের প্রণালীগুলি না পৌঁছান পর্য্যন্ত সৈন্যগণের ক্লেশান্ত হয় নাই। প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিয়ার্কাস আনামিস নদীর মোহনায় প্রবেশ করেন এবং তথায় পোত-সংস্কার-স্থান নির্ম্মাণ ও নদীতীরে স্কন্দাবার স্থাপন করেন। এইস্থানের জল বায়ু প্রীতিকর ছিল এবং স্থানটীও উর্ব্বরা ছিল। নিয়ার্কাস এই স্থানে জানিতে পারিলেন যে, আলেকজান্দার মাত্র পাঁচ দিবসের দূরের পথে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাত-করণাভিলাষে তথায় গমন করিলেন। ইতিমধ্যে জাহাজের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে নিয়ার্কাস স্কন্দাবারে প্রত্যাগমন করিয়াই অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। একবিংশ দিবস এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা কারা আগাচ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তৎপরে, নানাস্থান হইয়া নিয়ার্কাস ডিরিডোটীস নামক বাবিলোনিয়ার এক বন্দরে পৌঁছিলেন। তথা হইতে টাইগ্রিস অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, টাইগ্রিস নদী হইয়া সুসায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে আলেকজান্দারের অধীনস্থ স্থলপথের সৈন্যগণ ও নিয়ার্কাসের অধীনস্থ জলপথের সৈন্যগণ একত্র হইল। আলেকজান্দার প্রীতিভরে নিয়ার্কাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কারে প্রীত করিলেন। ভিনসেণ্টের মতে ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিয়ার্কাস তাঁহার জলযাত্রা শেষ করেন। সুতরাং সে হিসাবে ১৪৬ দিবসে এই ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত তালিকাগুলি দৃষ্টে নিয়ার্কাসের নৌবাহিনী যে যে স্থান হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(১)

সিন্ধু তীরবর্ত্তী শিবির হইতে "আলেকজান্দারের বন্দর" পর্য্যন্ত ঃ—

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	ষ্টাডিয়ায় দূরত্ব
১। কিলোটার নিকটবর্ত্তী শিবির	বর্ত্তমানে ইহা লারি-বন্দরের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে	...
২। ষ্টোরা	...	১০০
৩। কৌমানা	খোঁ	৩০
৪। কোরিয়াটিস	...	২০
৫। হার্ম্মা	সিন্ধুনদীর বার	১২০
৬। ক্রোকাল	...	১২০
৭। ঐরস-পর্ব্বত	মনোরা	...
৮। দ্বীপ (নিয়ার্কাস ইহার নামোল্লেখ করেন নাই)	...	...
৯। "আলেকজান্দারের বন্দর"	করাচি	...

(২)

আরাবিস উপকূল

সিন্ধু হইতে আরাবিস উপকূলের দৈর্ঘ্য	... ...	১০০০ ষ্টাডিয়া
ইংরাজী মাইল হিসাবে	... ...	৮০
জলযাত্রায় অতিবাহিত সময়	... ...	৩৮ দিন

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	ষ্টাডিয়ায় দূরত্ব
১। "আলেকজান্দারের বন্দর"	করাচি	...
২। বিবক্ত	...	...
৩। ডোমাই দ্বীপ	...	৬০
৪। সারঙ্গ	...	৩০০
৫। সাকল	...	...
৬। মরণ্টোবেরা	...	৩০০
৭। দ্বীপ (নিয়ার্কাস ইহার নামোল্লেখ করেন নাই)	...	...
৮। আরাবিস নদী	পূরলি নদী	১২০

(৩)

ওরিইটাই উপকূল

উপকূলের দৈর্ঘ্য (আরিয়ানের মতে)	১৬০০ ষ্টাডিয়া
„ (ষ্ট্রাবোর মতে)	১৮০০ „
ইংরাজী মাইল হিসাবে দূরত্ব	১০০ মাইল
জলযাত্রায় অতিবাহিত সময়	১৮ দিন

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	ষ্টাডিয়ার দূরত্ব
১। পাগল	...	২০০
২। কাবান	...	৪০০
৩। কোকালা	বর্ত্তমান রাসকাটচারীর নিকট	২০০
৪। টমিরিস নদী	মাখলো বা হিঙ্গল নদী	৫০০
৫। মালান	রাস মালান	৩০০

(৪)

ইকথিওফাগিগণের উপকূল

উপকূলের দৈর্ঘ্য	(আরিয়ানের মতে)	১০,০০০ ষ্টাডিয়া
„	(ষ্ট্রাবোর মতে)	৭,০০০ ষ্টাডিয়া
ইংরাজী মাইলে		৪৮০
সময়		২০ দিন

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	ষ্টাডিয়া
১। বাগীসারা	হর্ম্মর উপসাগর	৬০০
২। পাসীরা	...	...
৩। অন্তরীপ (নিয়ার্কাস ইহার নামোল্লেখ করেন নাই)	রাস আরাবা	...
৪। কোপ্টা	...	২০০
৫। কালামা	কালামী নদী	৬০০
৬। কার্ব্বাইন দ্বীপ	আষ্টোলা বা সঙ্গদ্বীপ	...
৭। কিস্তা	...	২০০
৮। অন্তরীপ (নিয়ার্কাস ইহার নামোল্লেখ করেন নাই)	পাসীনসী অন্তরীপ	...

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	ষ্টাডিয়া
৯। মোসার্ণা	...	...
১০। বালোমন	...	৭৫০
১১। বার্ণা	...	৪০০
১২। দেন্দ্রোবোসা	দারাম	২০০
১৩। কোফাস	রসকোপা	৪০০
১৪। কুইজা	...	৮০০
১৫। নগর (নিয়ার্কাস ইহার নামোল্লেখ করেন নাই)	...	৫০০
১৬। বাগিয়া অন্তরীপ	...	...
১৭। টালমেনা	চৌবর উপসাগরের নিকট	১০০০
১৮। কানেসিস	...	৪০০
১৯। বন্দর (নামোল্লেখ হয় নাই)	...	...
২০। কানাটী	কানর্গোন	৮৫০
২১। তিই	সুন্দীব নদীর নিকটবর্ত্তী	৮০০
২২। বাগসিরা	গিরিশ্ব	৩০০
১৩। বন্দর (নামোল্লেখ হয় নাই)	...	১১০০

(৫)

কারমেনিয়া উপকূল

উপকূলের দৈর্ঘ্য (ষ্ট্রাবো ও আরিয়ানের মতে) ৩৭০০ ষ্টাডিয়া

ইংরাজী মাইলে ২৯৬ মাইল

অতিবাহিত সময় ১৯ দিন

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	দূরত্ব
১। বন্দর (নামোল্লেখ হয় নাই)	...	...
২। বাদিস	বোম্বারেক অন্তরীপের নিকট	...
৩। বন্দর (নামোল্লেখ হয় নাই)	...	৮০০
৪। মাকেটা অন্তরীপ	মুসেনদান অন্তরীপ	...
৫। নিওপটানা	...	৭০০
৬। আনামিস নদী	মিনাব নদী	১০০
৭। ওর্গানা দ্বীপ	অর্ম্মাস	...
৮। ওরাক্যাটা দ্বীপ	কিসম	৩০০
৯। দ্বীপ (নামোল্লেখ হয় নাই)	অঙ্গার	...
১০। দ্বীপ (নামোল্লেখ হয় নাই)	টম্বো	৪০০

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	দূরত্ব
১১। পাইলোরা দ্বীপ	পলিয়র দ্বীপ	...
১২। সিসিদোন	...	...
১৩। টার্শিয়া	জার্দ্দ অন্তরীপ	৩০০
১৪। কাটাইয়া দ্বীপ	কেন	৩০০

(৬)

পার্সিস উপকূল

উপকূলের দৈর্ঘ্য — ৪,৪০০ ষ্টাডিয়া
ইংরাজী মাইল — ৩৮১ মাইল
সময় — ৩১ দিন

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	দূরত্ব
১। ইলা এবং কৈকান্দার দ্বীপ	ইন্দারবিয়া দ্বীপ	৪০০
২। দ্বীপ	...	...
৩। বন্দর	...	৪০

প্রাচীন নাম	বর্ত্তমান নাম	দূরত্ব
৪। ওখোপর্ব্বত	...	...
৫। আপোষ্টানা	...	৪৫০
৬। উপসাগর (নামোল্লেখ হয় নাই)	...	৪০০
৭। আরিয়স নদীর মোহনায় অবস্থিত গোগানা	কনকান	৬০০
৮। সীতাকস	কারাআগাচ নদী	৮০০
৯। হীরাটীস	...	৭৫০
১০। হীরাটীমিস্ নদী	...	...
১১। পোদাগ্রন নদী	...	...
১২। মেসামব্রিয়া	বুসায়ারের নিকটে অবস্থিত	...
১৩। টাওকে	টৌগ	২০০
১৪। রোগোনিস নদী	...	২০০
১৫। ব্রাইজানা নদী	...	৪০০
১৬। আরোসিস	টাব নদী	...

(৭)

সৌসিস উপকূল—২০০০ ষ্টাডিয়া—৩দিন

১।	কাটাডার্ব্বিস নদী	৫০০
২।	মার্গস্থান দ্বীপ	
৩।	বন্দর (ইহার নামোল্লেখ নাই)	৬০০
৪।	ডিরিডোটীস (জবেল সানামের নিকটবর্ত্তী) ...	৯০০

নিয়ার্কাসের জলযাত্রা

সম্বন্ধে

ভিনসেণ্টের মন্তব্য

সামুদ্রিক-যাত্রার ইতিহাসে সিন্ধু হইতে ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত নিয়ার্কাসের পরিভ্রমণ একটী প্রধান ও স্মরণীয় ঘটনা এবং ইহার অভিসন্ধিতে আলেকজান্দারের প্রতিভার যেরূপ প্রশংসা করিতে হয়, কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য নিয়ার্কাসের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকরী শক্তিকেও সেইরূপ ব্যাখ্যান করিতে হয়। ঐতিহাসিক হিসাবে এই অদ্ভুত ব্যাপারের প্রতি আমাদের যে প্রকার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, ইহার ফলাফলের জন্য আমাদের মন ইহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। কারণ, প্রথমতঃ এই জলযাত্রাই ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহারই ফলে, পরে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক যে সকল স্থান আবিষ্কৃত হয়, তাহাতেই পৃথিবীস্থ সকল স্থানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজের এতদ্দেশে আগমনের প্রধান কারণই এই নিয়ার্কাসের জলযাত্রা।

আরিয়ান এই জলযাত্রার একটী বিবরণ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং নিয়ার্কাসের লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতেই এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এইরূপই লিখিয়াছেন। যদিও এই

বৃত্তান্তের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তত্রচ আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি যে, ইহাতে প্রকৃত সত্য নিহিত রহিয়াছে।

আরিয়ান যে সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা যতই তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি, ততই তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছি। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের যতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, ততই তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং যতই ভূগোলের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে, ততই আরিয়ানের বর্ণিত বৃত্তান্ত সঠিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে, এবং তিনি অধিকতর প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছেন।

নিয়ার্কাসের পরিভ্রমণ সম্বন্ধে মেজর রেনেল এবং মিষ্টার ডি. আনভিল দুই খানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তবে, মেজর রেনেল সিন্ধু নদীর মোহনা এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পারস্যোপসাগর হইতে পরিভ্রমণের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, উপর্যুক্ত লেখকগণ সিন্ধুনদীর মোহনা হইতে পারস্যোপসাগরের মুখ পর্য্যন্ত স্থান অনাবশ্যক হেতুই বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

মাসিদোনিয়ানগণের আক্রমণের পূর্ব্বে, আথেনিয়ানগণ ও স্পার্টানগণ পারস্য-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তবে, এই সকল অভিযান পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশেই পর্য্যবেসিত হইয়াছিল, এবং পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ গ্রীসকে আক্রমণ করিয়া যে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ-কামনায় এই সকল অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল অভিযান যে কোন প্রকারেই রাজ্যবৃদ্ধির জন্য প্রণো-

দিত হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, আলেকজান্দার যে মুহূর্ত্তে হেলেসপণ্ট অতিক্রম করিলেন, সেই সময় হইতেই পরাজিত প্রদেশ সমূহকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যে যে জনপদ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তিনি লুণ্ঠনাদি করিয়া তাহাদের কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নাই এবং বলপূর্ব্বক কোন করও এই সকল জনপদ হইতে গ্রহণ করেন নাই। গ্রানিকসের যুদ্ধ হইতে আরাবেলার (১) শেষ যুদ্ধ পর্য্যন্ত, যদিও তিনি এসিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর পদদলিত করিয়া ছিলেন, তথাপি তিনি এই সকল দেশবাসীকে কোনরূপ নির্য্যাতন করেন নাই ; তাহাদের মন্দির অপবিত্র করেন নাই বা তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি এরূপ সুকৌশলের সহিত অধিকৃত দেশ শাসন করিতেন যে, বহুদূরে অবস্থান কালীনও তাঁহার বিশাল রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বিদ্রোহ ঘটে নাই। এরূপ ভাবে তিনি মিশরে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে পরবর্ত্তীকালে রোমকগণ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী অবলম্বনে মিশর শাসন করিয়াছিলেন।

দারিয়াস আরাবেলায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার পরে, আলেকজান্দার সগদিয়ানা, বাকট্রিয়া এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যান্য উত্তরস্থ জনপদ অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া, সিন্ধুনদতীরে উপনীত হইলেন। সিন্ধুতীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া নিয়ার্কাসের অধীনে তিনি যে রণতরী সমূহাদি প্রেরণ করেন ও যাহা হাইডাসপিস

(১) গ্রানিকস ও আরাবেলার যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট পরাস্ত হন।

তীর হইতে যাত্রা করিয়া নিরাপদে সুসা পর্য্যন্ত পৌঁছে, তাহারই বর্ণনা আরিয়ানের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই পরিভ্রমণ শেষ হইলে আলেকজান্দার আরব্যোপসাগর পরিক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন; এমন কি নিয়ার্কাসও রণতরীসমূহসহ যাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং আলেকজান্দার আলেকজান্দ্রিয়া ও ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু, এই সময়ে আলেকজান্দারের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার সকল আশা, সকল উদ্যোগ ব্যর্থ করিয়া দিল।

আলেকজান্দ্রিয়া

আলেকজান্দ্রিয়া-প্রতিষ্ঠা হইতেই যে, আলেকজান্দার বাণিজ্যবৃদ্ধির বিরাট জল্পনা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তবে, তাঁহার কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে, তাঁহার অভিসন্ধির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু না হইলে যে এই সকল অভিসন্ধি অনেকাংশে সফলতা লাভ করিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই করা যায় না। কোন একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সিরিয়ারাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরগুলি তাহাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের জীবিতকালের অধিককাল স্থায়ী ছিল না; কিন্তু আলেকজান্দার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া একটী প্রধান নগর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া, বর্ত্তমানেও কিছু কিছু

* আলেকজান্দার যে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপও কথিত হয়।

প্রাধান্য লাভ করিতেছে। নগর প্রতিষ্ঠা কালে আলেকজান্দার কল্পনা করিয়াছিলেন যে, এই নগর যেন ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কেন্দ্র হয় এবং বলা বাহুল্য তাঁহার এই কল্পনা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, আলেকজান্দ্রিয়া এরূপ সুন্দরভাবে অবস্থিত ছিল যে, ইহা সর্ব্বপ্রকারেই বাণিজ্যপ্রধান স্থানের উপযুক্ত ছিল। তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত হইলেও স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক খাল ও পয়ঃপ্রণালী দ্বারা ইহা সিন্ধুর ব দ্বীপ ও মিশরের সহিত সংযোজিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত অন্যান্য সকল সুবিধারও অভাব ছিল না। যে সকল সামান্য অসুবিধা ছিল তাহা দূরীকরণ মানসে আলেকজান্দার চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং আর একটী মাত্র বৎসর জীবিত থাকিলে সে সকল দূরীকরণে সক্ষম হইতেন।

সিন্ধু তীরবর্ত্তী প্রদেশ

মোগল রাজত্বকালে বর্ত্তমান পাঞ্জাব তৎকালীন সাম্রাজ্যের এক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার সীমান্ত প্রদেশীয়স্থ যে স্থানে আলেকজান্দার উপনীত হইয়াছিলেন, তথা হইতে বর্ত্তমান দিল্লী মাত্র তিন শত মাইল এবং গ্রীকবর্ণিত পালিবোথ্রা যথায়ই অবস্থিত থাকুক না, উহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের কথা যে আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সকল সময়েই, দেশে যখনই শান্তি বিরাজ করিত, তখনই সিন্ধু হইতে মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। তৎকালীন নৌকাগুলি সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত, কি পটলে পণ্যদ্রব্য পৌঁছাইয়াই

তাহারা ক্ষান্ত হইত, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায় ; কিন্তু, সিন্ধু-তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে মালাবার পর্য্যন্ত যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহেরই হেতু নাই। সম্ভবতঃ, কমরীণ অন্তরীপ হইয়া এই সকল পণ্য বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গার মোহনায় পৌঁছিত এবং এই প্রকারে সিন্ধু ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পিউকেলাইটিসে, মাল্লিতে, তক্ষশীল ও পোরসের রাজ্যে—এই যে সকল জনপদ মধ্য দিয়া আলেকজান্দার অগ্রসর হইয়াছিলেন, সকলগুলিই সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এই সকল স্থানেই নানারূপ মহার্ঘ্য পণ্য উৎপাদিত হইত। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, প্লুটার্ক, এবং স্বয়ং আরিয়ানও এই সকল জনপদ-বাসীর সংখ্যা সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করিয়াছেন ; কিন্তু, যখন ইঁহারা সকলেই স্বচক্ষে-দৃষ্ট ব্যক্তিগণের বর্ণনার উপরে নির্ভর করিয়া নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তখন মনে হয় যে, ঐ সকল ব্যক্তিগণ জনপদ সমূহের শ্রী দেখিয়া ইহার অধিবাসীর ও নগর, গ্রাম প্রভৃতির সংখ্যা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থকারগণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, আলেক-জান্দার ভারতবর্ষে পাঁচ সহস্র নগর বশীভূত করিয়াছিলেন। আরিয়ান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, গ্লসি প্রদেশীয় নগর ও গ্রামগুলিতে পাঁচ হইতে দশ সহস্র অধিবাসী বাস করিত এবং প্রায় অর্দ্ধকোটী অধিবাসীপূর্ণ জনপদ আলেকজান্দার পোরসকে দান করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা অতি-রঞ্জিত হইলেও, ইহা হইতে তৎকালীন লোকসংখ্যা অনুমান করা যাইতে পারে এবং ঐ দেশ স্বভাবতঃই উর্ব্বরা হউক বলিয়া, অথবা নৌচলনোপ-যোগী অনেকগুলি নদী থাকার জন্য সকল সময়েই এই দেশ সমৃদ্ধিশালী

থাকে। গ্রীক লেখকগণ ও তৈমুরের জীবনী লেখক একই বাক্যে এই প্রদেশকে প্রশংসা করেন; আইন আকবরীও ইহার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

এই দেশ এতদূর সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই আলেকজান্দারের পক্ষে তাঁহার নৌবাহিনী গঠন সম্ভবপর হইয়াছিল। যখন আমরা মনে করি যে, সমস্ত প্রদেশ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সৈন্য তাঁহার বাহিনীর অন্তর্ভূর্ত ছিল, এবং যখন অনেক সৈন্য হাই-ফাসিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এই এক লক্ষ চব্বিশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে কিয়দংশ হাইডাসপিস তীরে অপেক্ষা করিতেছিল, তখন আরিয়ান-কথিত উক্তি যে নৌবাহিনীর অন্তঃর্গত আট শত তরির মধ্যে, কেবল ৩০খানি রণতরী ছিল এবং অবশিষ্টাংশ তদ্দেশীয় নদী সমূহে বাণিজ্যার্থ ব্যাপৃত থাকিত এই সকল উক্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী ইমদস পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে দেবদারু এবং অন্যান্য বৃক্ষ পাওয়া যাইত; এবং, আরিয়ানও আমাদের বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার আসিকানাইদের দেশে পৌছিবার পূর্ব্বেই রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল উক্তিতে পূর্ব্বকথিত উক্তি সত্য বলিয়াই বোধ হয়।

যে উপায়ে আলেকজান্দার রণতরী সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই উপায়েই তিনি পঞ্চনদের বাণিজ্যের কথা ও তদ্দেশবাসিগণ যে যে কূলে বাণিজ্য করিত, তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তক্ষশীল এবং পোরস উভয়েই তাঁহার অনুকূল ছিলেন এবং রণতরী পরিচালনের জন্যই হোক বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হোক, তক্ষশীল ও পোরসের অনেক

প্রজা যে নিয়ার্কাসের জলযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ দেখা যায় না। বিশেষতঃ, যাহারা ইতঃপূর্ব্বে এই সকল স্থানে গতায়াত করিয়াছিল, তাহারা অবশ্যই এ জলযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে না; নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস ও রণতরী-পরিচালক অনিসিক্রিটসের লিখিত বর্ণনা এখনও ষ্ট্রাবো, আরিয়ান, দায়দরস, এবং প্লিনির পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়; এবং অতিরঞ্জনের জন্য যদিও ষ্ট্রাবো অনিসিক্রিটসের বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তথাপি ষ্ট্রাবো স্বয়ং অনেক সময় অনিসিক্রিটসের লিখিত বর্ণনা নিজ গ্রন্থভুক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। নিয়ার্কাসের বৃত্তান্ত হইতেই তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে সকল পণ্য প্রধানতঃ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রেরিত হইত, তাহা মাসিদোনিয়ানগণ অবগত ছিলেন। নিয়ার্কাস হইতেই উদ্ধৃত করিয়াই তিনি চাউল, কার্পাস, মসলিন, ইক্ষু এবং রেশমের কথা বলিয়াছেন এবং মাসিদোনিয়ানগণের প্রমুখাৎই যে ইউরোপে এই সকল পণ্যের বৃত্তান্ত অধিকতর প্রচলিত হয়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল পণ্য ইতঃপূর্ব্বে সমুদ্রপথে কোন দিন গ্রীসে বা ইউরোপের অন্যত্র আনীত হয় নাই; এবং, আলেকজান্দার এই বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থই সমুদ্র-পথে নিয়ার্কাসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে, যদি আমরা কারণ নির্দ্ধারণ না করিয়া, কেবল ফলাফল বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমরা যে জলযাত্রার এত উদ্যোগ, জল্পনা ও কল্পনা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সামান্য একটী ক্ষুদ্র রণতরীতে সম্পন্ন

করিতে পারে মনে করিয়া আলেকজান্দারের এই জলযাত্রাকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার মনে করিতে পারি। কিন্তু, এই উদ্যোগের মৌলিকতা মনে করিলে আমাদের আর ইহা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে না এবং বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ যাঁহার উর্ব্বর মস্তক এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

মাসিদোনিয়ানগণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অত্যাশ্চর্য্য ও আবশ্যক (১) যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে ষ্ট্রাবো অনেক গ্রন্থকার হইতে বৃত্তান্তাদি

(১) ভিনসেণ্ট পাদটীকায় বলিয়াছেন সাধারণতঃ ভারতীয় জাতি সমূহ চারিভাগে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, কৃষক, সৈন্য ও শিল্পী। কিন্তু, ষ্ট্রাবো, ও আরিয়ান প্রভৃতি গ্রন্থকার সাতটী জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

১। দার্শনিক বা ব্রাহ্মণ।

২। কৃষক।

৩। কৃষি, ব্যাধ।

৪। শিল্পী।

৫। সৈন্য।

৬। পরিদর্শক।

৭। অমাত্য।

ষ্ট্রাবো এবং আরিয়ান নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। হস্তিশিকার

২। ভারতবর্ষে কৃতদাস নাই

৩। নদীগর্ভজাত স্বর্ণ

৪। ছিটের বস্ত্র

উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন বা আধুনিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহাই উল্লিখিত হউক না কেন, পুরোহিত, সৈন্য, কৃষি ও শিল্পী সকল সময়েই এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে। আরিষ্টবোলস, নিয়ার্কাস, অনিসিক্রিটস এবং মেগস্থেনিস এই সকল বিষয় অবগত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থমধ্যে এই সকল বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র; তবে, ভারতীয় রাজনীতি ও শাসন পদ্ধতি, ব্রাহ্মণগণের মতামত, সতীর সহগমন, নানাপ্রকার শস্য, ভারতীয়গণের কেশ, বর্ণ, এবং শরীর ও অন্যান্য নানা বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মাসিদোনিয়ানগণের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি

৫। কার্পাস (আরিয়ান ইহাকে "তাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)

৬। তোতা পক্ষী ও বানর

৭। অসবর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত না থাকা

৮। ভারতীয়গণের লিপিজ্ঞান না থাকার কথা

৯। ধান্য রোপণের প্রথা

১০। ধান্য হইতে প্রস্তুত মদ্য

১১। ভারতীয়গণের খাদ্য

১২। কর্ণাভরণ ব্যবহার

১৩। দাড়ী রঞ্জিত করণ

১৪। ছত্র ব্যবহার

১৫। বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন না করণ

১৬। দ্বিপ্রকার দার্শনিক

১৭। নাশা ও ওষ্ঠ বিদ্ধ করণ

১৮। স্ত্রী-রক্ষী

ছিল এবং তাঁহাদের বৃত্তান্তের মূল উপাদান সমূহ সত্যতার উপরেই স্থাপিত হইয়াছিল।

আলেকজান্দারের রাজ্য

নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির উদ্দেশ্য এই যে, আমরা প্রমাণ করিতে চাই যে, কেবল পূর্ব্বে যাহা সম্পাদিত হয় নাই, তাহাই সম্পাদন করিয়া গৌরব বৃদ্ধির জন্য আলেকজান্দার এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন না। কিন্তু, নিয়ার্কাসের জলযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে, যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে এবং সভ্যজগৎ যে ভারতবর্ষীয় উপকূল ভাগ ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রদেশীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অবগত হইলে যে, গ্রীস ও ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্টতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই সকল সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই যে মহাবীর মাসিদনাধিপতি এই দুরূহ ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হয়। কার্টিয়াস নামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের অভিযানের ফলেই এসিয়া সভ্যজগতের দৃষ্টিভূত হয়। হেলেসপণ্ট হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেও আভ্যন্তরীণ দেশগুলির অবস্থা তিনি সম্যক্ পরিচিত হইতে পারেন নাই। যখন আলেকজান্দার হাইফাসিস তীরে তাঁহার গতি প্রতিহত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তিনি সিন্ধুর মোহনার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ক্রাটেরসকে হস্তী ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম সহ তাঁহার রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করিবার আদেশ প্রদান করেন ; এবং, স্বয়ং অধিকতর কষ্টসাধ্য-পথে গেদ্রোসিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রাটেরস কার্ম্মেনিয়ায় আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করেন এবং নিয়ার্কাস তাঁহার জলযাত্রা সম্পাদন করিয়া সুসায় উপস্থিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিন জনে তিন পথে অগ্রসর হইয়া একই স্থানে সম্মিলিত হওয়াতে আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের যে সকল অংশ অল্প পরিচিত ছিল, তাহা অধিকতর পরিচিত হইয়া পড়ে।

যদি বিটন ও ডাইয়গনিটীস নামক গ্রন্থকারদ্বয়ের বর্ণনা আমাদের হস্তগত হইত, অথবা, নিয়ার্কাসের বৃত্তান্ত যেরূপ অপরের দ্বারা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সেইরূপ উঁহাদের বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আমরা আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারিতাম। কারণ, বিটন ও ডাইয়গনিটস আলেকজান্দারের সৈন্যবাহিনীর এক স্কন্দাবার হইতে অন্য স্কন্দাবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার বিবরণ এবং যে সকল প্রদেশ হইয়া তাহারা গমনাগমন করিয়াছিল, তাহাদের পরিমাপ প্রভৃতি সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় যে আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা অনেক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ষ্ট্রাবো ও প্লিনির সময়েও এই লেখকদ্বয়ের বর্ণনা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয় নাই।

আলেকজান্দার কি উদ্দেশ্যে গেদ্রোসিয়ার মরুভূমির অভ্যন্তর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, আরিয়ান সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া-

ছেন। আরিয়ান বলিয়াছেন যে, স্বয়ং নিয়ার্কাসও মনে করিতেন যে, আলেকজান্দার অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া, এবং মগ্যের দেবতা ব্যাকাস বা সেমিরামিসকে (১) অতিক্রম করিবার জন্ম এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কার্ম্মেনিয়ার অভ্যন্তরে মাসিদনাধিপতি ব্যাকাসের রীত্যনুযায়ী যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কোন কোন ঐতিহাসিক তাহা উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তদৃষ্টে কেহ কেহ নিয়ার্কাসের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন। আরিয়ানও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি ইহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। বিশেষতঃ আলেকজান্দারের উদ্দেশ্ঞ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিলে আলেকজান্দারকে এই সকল দোষ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। যাহা পূর্ব্বে কোন দিন সম্পাদিত হয় নাই, তাহা সম্পাদন করিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই অহঙ্কারের কথা বটে; কিন্তু, কার্য্যের গুরুত্ব ও সফলতা বিবেচনা করিলে, সকল দোষ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যেরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্যও যে তদ্রূপ ছিল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন এবং ইহাও অনেকে স্বীকার করেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং বিভিন্ন প্রদেশের সঠিক বর্ণনা সংগ্রহেও তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ না থাকিলে, তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ কদাপি এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেন না; এবং ষ্ট্রাবো

(১) ব্যাকাস ও সেমিরামিসের বৃত্তান্তের জন্ত "প্রাচীন-ভারত" প্রথমখণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহাই বলুন না কেন, টলেমি (১) আরিষ্টবোলস এবং নিয়ার্কাসের বর্ণনার জন্যই ভারতীয় ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত পাশ্চাত্যগণের হস্তগত হইয়াছিল। আরিষ্টবোলস অশীতি বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করেন; টলেমি মিশরের সিংহাসনাধিরোহণের পরে তাঁহার বর্ণনা প্রকাশিত করেন। এ বয়সে ও সময়ে উভয়ের কাহারও সম্মানবৃদ্ধির জন্য মিথ্যাকথা বলিবার আবশ্যকতা ছিল না। ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় বটে; কিন্তু, সৈন্যগণের অগ্রসর হওন, নগর, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির স্থিতি সম্বন্ধে কোন বৈষম্য দৃষ্ট হয় না এবং যতই আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাঁহাদের বর্ণিত বিবরণের সত্যতা উপলব্ধি হইতেছে।

গ্রীক-ভৌগোলিকগণের উক্তি

মেজর রেনেল সত্যই বলিয়াছেন যে, টলেমি, আরিষ্টবোলস এবং নিয়ার্কাসের বর্ণনার যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় মুগ্ধ হইতে হয়। মেজর রেনেল লিখিয়াছেন যে, পঞ্জাবের নদীসমূহের বর্ণনা তিনি একজন পঞ্জাববাসী ব্যক্তি প্রণীত মানচিত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি আলেকজান্দারের অভিযানের গতি অনুসরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রীকদিগের পুস্তকে পঞ্চনদ সম্বন্ধীয় যে সকল বর্ণনা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই

(১) আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি। ইনিই পরে মিশরাধিপতি হইয়াছিলেন।

তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। মেজর নেনেল ইহাও বলিয়াছেন যে, গ্রীক ঐতিহাসিকবর্ণিত নামের সহিত তৎকৃত পারস্যের মানচিত্রের নামের সামঞ্জস্য দেখা যায়। ইহাতেই গ্রীকগ্রন্থকারগণের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

সময়

ভৌগোলিক সত্যতার পরেই ঠিক কোন্ সময়ে এই ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমত, মনে রাখিতে হইবে যে, নিয়ার্কাসের নৌবাহিনী একবার নিসিয়া হইতে ও দ্বিতীয়বার সিন্ধুর মোহনা হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী স্কন্দাবার হইতে নৌবাহিনী কেফিসোদরসের "আর্কন" থাকা কালীন "বিদ্রোমিয়নের" * বিংশতি দিবসে আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ বর্ষে সম্পাদিত হয়। কিন্তু, আর্কনদিগের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহা সঠিক নহে। ডডওয়েল এবং উসার, দায়দরস সিকুলাস এবং অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া আর্কনদিগের তিনপ্রস্থ নাম দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু, এই তিনটীতেই এরূপ ভুল দৃষ্ট হয় যে, উহা হইতে কিছুই সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। তবে আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ বর্ষে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার অলিম্পিক অব্দের প্রথম বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ডডওয়েলের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে জুলাই মাসের ২৫শে এই ঘটনা

* মূলগ্রন্থ একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংঘটীত হয়। প্রকৃত তারিখ সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত দেখা যায়। যদি আলেকজান্দার ৩৩৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজত্বের একাদশ বৎসর ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং নৌবাহিনী যখন অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে যাত্রা করে নাই, তখন এই তারিখ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। আরিয়ানও এই তারিখের কথাই বলিয়াছেন। সেক্ষেত্রে আর্কনের নামে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণে কোন ত্রুটী হয় না।

দায়দরস একবৎসরের প্রভেদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। পিটোভিয়াসও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন। দায়দরসের বর্ণনা পাঠ করিলে প্রথমে মনে হয় যে, তিনি নৌবাহিনীর নিসিয়া ও সিন্ধু হইতে যাত্রা একই বলিয়া মনে করিয়াছেন ; কিন্তু, তাঁহার পরিবর্ত্তী বৃত্তান্ত পড়িলে ইহা মনে হয় না। অধিকন্তু, তিনি ৩২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দেই জলযাত্রা আরম্ভ ও শেষ করেন। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আলেকজান্দার ৩২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এবং সুসায় যখন তাঁহার নিকট নৌবাহিনী পৌঁছিয়াছিল, সেই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের সময় নির্দ্ধারণে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতে হয় না।

যদিও ঐতিহাসিক হিসাবে এই তারিখ সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, তথাপি ইহার অন্যান্য দিক দেখিলে, এই তারিখ নির্দ্ধারণ অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে না। মণ্টেস্ক বলিয়াছেন নিয়ার্কাসের নৌবাহিনী সাময়িক বায়ুর (Monsoon) প্রতিকূলে অগ্রসর হইয়াছিল।

কিন্তু, এরূপ হইলে মাসিদোনিয়ান রণতরীগুলি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিত না। সৌভাগ্যবশতঃ, সাময়িক বায়ু আলেকজান্দারের সময়েও যে ভাবে প্রবাহিত হইত, অদ্যাপিও সেই ভাবেই প্রবাহিত হয় এবং ষ্ট্রাবো ও আরিয়ান নিসিয়া এবং সিন্ধু হইতে যাত্রার মাস এরূপভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে উহাতে কোন সন্দেহই দেখা যায় না। এই উভয় গ্রন্থকারই আরিষ্টবোলস এবং প্লিনির পুস্তকাবলম্বন করিয়াছেন। আরিষ্ট-বোলস এবং প্লিনিতে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি না।

খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে নৌবাহিনী নিসিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ষ্ট্রাবো এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তিটী কিছু আপত্তিকর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনেরা তাঁহাদের সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুই প্রকার অস্তের কথা উল্লেখ করিতেন —প্রাতে ও সন্ধ্যায়। এই জন্যই কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অক্টোবর মাসের ২০শে কিম্বা ২১শে তারিখ হইতে প্লিয়াইডিস প্রাতঃকালে অস্তগমন করিত এবং অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ২৮শে অক্টোবর প্লিয়াইডিস অস্তগমন করিত। ষ্ট্রাবো প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যার কথা উল্লেখ করেন নাই এবং সেইজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থকারের মতানুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, ২৩শে অক্টোবর নৌবাহিনী নিসিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিল।

আলেকজান্দার

(নেপল্‌সের যাদুঘরের মূর্ত্তি হইতে)

অষ্টাদশ অধ্যায়

উদ্যোগ পর্ব্ব ও সেনানীবৃন্দ

হাইডাসপিস তীরে, রণতরী (১) প্রস্তুত হইলেই, আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূ্ত ফিনিসিয়ান এবং সাইপ্রাস ও মিশরবাসিগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহাদিগকে নৌবাহিনীর সৈন্যভুক্ত করিলেন এবং যে সকল সৈন্য নৌচালনে সুদক্ষ ছিল, তাহাদিগকে নাবিকরূপে নিযুক্ত করিলেন। নৌবাহিনীর অন্তঃর্গত সৈন্য মধ্যে সমুদ্রবাসাভ্যস্ত

---

(১) ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে নিয়ার্কাস যাত্রা করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন "All available country boats plying on the river were impressed for the service and deficiencies were supplied by the construction of new vessels, for which the forests at the base of the hills afforded ample facilities." অর্থাৎ, তদ্দেশীয় নৌকা ব্যতীত ঐ দেশজাত কাষ্ঠ দ্বারা নূতন তরী সকল প্রস্তুত হইয়াছিল।

(২) নৌবাহিনী রক্ষার্থ ১২০,০০০ সৈন্য নদীর উভয় তীর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন "In stately procession, without confusion or disorder, the ships quitted their anchorage, and moved down-stream to the astonishment of the crowds of natives lining the banks, who had never before seen horses on board-ship. The splash of thousands of oars, the words of command, and the chants of the rowers wakened the echoes, which reverberated from bank to bank, and enhanced the amazement of the gaping throng of spectators."

অনেক দ্বীপবাসী ছিল; তদ্ব্যতীত সাইওনিয়া এবং হেলেসপণ্টবাসীও অনেক সৈন্য ছিল। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীবৃন্দ যুদ্ধ-জাহাজগুলির নেতৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন:—

১। আমিনটর-পুত্র হিফেসটীয়ন

২। আণ্টিয়াস-পুত্র লিওনেটাস

৩। আগাথোক্লিস-পুত্র লিসিমাকাস

৪। টীমাণ্ডার-পুত্র আসক্লিপিওডোরাস

৫। ক্লিনিয়াস-পুত্র আর্কন

৬। আথিনিয়াস-পুত্র ডিমোনিকাস

৭। আনাস্কিডোটাস-পুত্র আর্কিয়াস

৮। সিলেনাস-পুত্র ওফিলাস এবং

৯। পাণ্টিয়াডীস-পুত্র টিমানথিস।

এই সকল সেনানীই পেলাবাসী ছিলেন।

আম্ফিপোলিসবাসী নিম্নলিখিত সেনানী ছিলেন:—

১০। আণ্ড্রোটিমাসের পুত্র—নিয়ার্কাস—যিনি এই জলযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন

১১। লারিকাসের পুত্র লাওমিডন এবং

১২। কালিসট্রেটাসের পুত্র আণ্ড্রসথিনিস

অরিষ্টিসবাসী:—

১৩। আলেকজান্দার-পুত্র ক্রেটেরস, এবং

১৪। অরক্তস-পুত্র পার্ডিকাস—ইঁহারা নৌবাহিনীর কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইঅর্ডিয়াবাসী :—

১৫। লাগাস-পুত্র টলেমিয়াস, এবং

১৬। পিসিয়াস পুত্র আরিষ্টোনস যোগদান করিয়াছিলেন।

পিডনাবাসী :—

১৭। এপিকারমাসের পুত্র মেট্রন

১৮। সিমাসের পুত্র নিকারকাইডিসও এই সঙ্গে ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, মাসিদনবাসী :—

১৯। টিম্ফিয়ার আন্দ্রোমিনিসের পুত্র আটালাস

২০। মিজার আলেকজান্দার-পুত্র পিউসেটাস ;

২১। আলকোমিনির ক্রেটিউয়াস-পুত্র পাইমন

২২। ইজিনগরের আন্টিপেটার-পুত্র লিওনেটাস

২৩। আলোরাসের নিকোলাস-পুত্র পাণ্টোকাস

২৪। বিরিয়া হইতে জইলাস-পুত্র মিলিয়াস ইঁহারা সকলেই এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

লারিসাবাসী :—

২৫। অস্কিথেমিস-পুত্র মিডিয়াস

২৬। কাণ্ডিয়াবাসী হিরোনিমাস-পুত্র ইউমিনিস

২৭। কসবাসী প্লেটোর-পুত্র ক্রিটোবুলাস

২৮। মাগনেস হইতে, মিননডোরাসের-পুত্র থোয়াস

২৯। মাণ্ড্রোজিনিসের পুত্র মিনানডার

৩০। টীয়সের কাবীলাস-পুত্র-আন্দ্রন—ইঁহারাও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত সকলেই গ্রীসবাসী ছিলেন।

সাইপ্রাস হইতে :—

৩০। সলির অন্তর্গত লাসিক্রেটীস পুত্র নিকোক্লিস

৩২। সালামিসের সুটাগোরাস পুত্র নিথাপনও এই সঙ্গে ছিলেন।

৩৩। ফার্ণোয়াস পুত্র বাগোয়াস নামক পারসীক সেনাপতিও ইহার অন্তর্ভূত ছিলেন।

আলেকজান্দার স্বয়ং যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আম্টিপিলিয়ানবাসী অনিসিক্রিটস পরিচালক ছিলেন; করিন্থিয়ান ইউক্লিয়নের পুত্র ইভীয়াগোরাস এই জলযাত্রার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং আণ্ড্রোটিমাস-পুত্র নিয়ার্কাস সমগ্র নৌবাহিনীর নাবধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কাস ক্রীটদেশবাসী ছিলেন; কিন্তু, তিনি ষ্ট্রাইমন তীরবর্ত্তী আম্ফিপোলিসে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। এই সকল বন্দোবস্ত সমাধা হইলে, আলেকজান্দার দেবতাগণ ও দৈববাণী যাঁহাদিগকে পূজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পূজা করিলেন; তদ্ব্যতীত, তিনি পসাইডন, আম্ফিট্রাইট, নিরিদগণ এবং ওসিয়ানসকেও পূজা করিলেন; যে হাইডাসপিস হইতে তিনি মহোত্তমে অগ্রসর হইতেছিলেন, যে আকিসাইনের সহিত হাইডাসপিস মিলিতা হইয়াছে এবং যে সিন্ধুর সহিত এই দুইটী নদীই মিলিতা হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই পূজা করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এক উৎসবেরও আয়োজন করিলেন; এই উৎসবে, সঙ্গীত ও ব্যায়ামের প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদত্ত হইল এবং সৈন্যবাহিনীর সকল শ্রেণী মধ্যেই উৎসর্গীকৃত পশ্বাদি বিতরিত হইল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

যাত্রা

সকল উদ্যোগ শেষ হইলে, আলেকজান্দার একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ ক্রেটেরসকে হাইডাসপিসের এক তীরদেশ হইয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন; অধিকতর সৈন্যসহ হিফেসটীয়ন অন্য তীরদেশ হইয়া সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। হিফেসটীয়ন দুই শত হস্তীও সঙ্গে লইলেন। স্বয়ং আলেকজান্দার হিপাসপিষ্টস নামক শরীররক্ষী পদাতিক, তীরন্দাজ সৈন্য ও অশ্বারোহী—সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০০ সৈন্য, নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিলেন। ক্রেটেরস এবং হিফেসটীয়নের অধীনস্থ সৈন্যগণ নৌবাহিনীর অগ্রগামী হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে নৌবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহারও আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। ফিলিপ নামক যে সেনাপতি এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনিও অনেক সৈন্য সহ আকিসাইন তীরে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সময়ে এক লক্ষ কুড়ি সহস্র সৈন্য (১) তাঁহার পতাকার পশ্চাদগমন করিত। যে সকল সৈন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে তাঁহার সহিত দেশাভ্যন্তরে গমন করিয়াছিল

---

(১) প্লুটার্ক তাঁহার "আলেকজান্দারের জীবনী"তে লিখিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন কালে আলেকজান্দারের ১২০,০০০ পদাতিক ও ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।"

এবং ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধ-সজ্জা সহিত যে সকল নূতন সৈন্য অসভ্য জাতি হইতে সংগৃহীত হইয়া তাঁহার সৈন্যভুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও এই দলভুক্ত ছিল। পরে, তিনি নঙ্গর উত্তোলন করিয়া হাইডাসপিস হইয়া যে স্থানে ইহা আকি-সাইনের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তথায় উপনীত হইলেন। দীর্ঘ ও অল্প পরিসর-বিশিষ্ট রণতরী, গোলাকার বাণিজ্যপোত, এবং অশ্ব ও সৈন্যগণের রসদ বহনোপযোগী জাহাজ সহ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ শত তরী ছিল। কিন্তু, কি প্রকারে নৌবাহিনী নদীপথে অগ্রসর হইয়াছিল, পথিমধ্যে আলেকজান্দার কোন্ কোন্ জাতি পরাভূত করিয়াছিলেন, মাল্লিজাতির (২) দেশে তিনি কিপ্রকার বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন এবং কি করিয়া তাহাদিগের রাজ্যে আহত হইয়াছিলেন, আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে কিপ্রকারে পিউসেসটান এবং লিওনাটাস (৩) তাঁহাকে তাঁহাদিগের ঢাল দ্বারা রক্ষা

---

(২) "আনাবেসিস" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) মাল্লি বা মালয় সংস্কৃত মালব দেশ। আলেকজান্দার আকিসাইন ও হাইডাসপিসের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া নিকটবর্ত্তী সিবই (Siboi) এবং আগালসই (Agalassoi) নামক ভারতীয় জাতিদ্বয় যাহাতে মাল্লি জাতির সহিত যোগদান না করিতে পারে তজ্জন্য রণতরী সমূহ হইতে তীরদেশে পৌছিয়া সিবইগণকে আক্রমণ করেন। সিবইগণ বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলে আলেকজান্দার আগালসইজাতি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তৎপরে, আলেকজান্দার মাল্লিজাতিকে আক্রমণ করেন। ইহারাও পরাজিত হয়। মাল্লিগণের অধিকৃত একটী নগরেই আলেক-জান্দার গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহার বক্ষবিদ্ধ তীর নিষ্কাষণ করিতে তাঁহার অনুচরবর্গের বিশেষ কষ্ট করিতে হইয়াছিল। মাল্লিজাতির পরে অক্সিড্রাকাইগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

করিয়াছিলেন, এই সকল বিষয়ই আমি আটিক ভাষায় লিখিত (৪) ভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং, নিয়ার্কাস সমুদ্র—মধ্য দিয়া পারস্তোপসাগর অথবা ইরিথ্রিয়ান সাগরে (৫) কি প্রকারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করা আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

---

(৪) ২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দার মাল্লিগণের অধিকৃত নগরে তিন জন মাত্র সঙ্গী সহ প্রাচীরের উর্দ্ধদেশ হইতে ঝম্পপ্রদান করেন। আলেকজান্দার মাল্লিদিগের শাসনকর্ত্তাকে নিহত করেন; কিন্তু শরাঘাতে আহত হইয়া তিনি স্বয়ং ভূপতিত হন। তাঁহার অন্যতম সঙ্গী তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকেন। অতি কষ্টে মাসিদোনিয়ানগণ নগর-মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে।

(৫) গ্রীক ও রোমানগণ ভারতীয় মহাসাগর ও লোহিতসাগর এবং পারস্তোপসাগরকে এই নামে অভিহিত করিতেন।

বিংশ অধ্যায়

জলযাত্রার বিবরণ

এই জলযাত্রা সম্বন্ধে নিয়ার্কাস নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র প্রদক্ষিণ করিতে আলেকজান্দার বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু, এরূপ ব্যাপারে যে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইবে এবং নৌবাহিনী বন্দর-শূন্য বা উপযুক্ত রসদ সরবরাহে অক্ষম কোন পরিত্যক্ত কূলে উপনীত হইয়া বিনষ্ট হইলে, তাঁহার সকল সুযশ ধ্বংশ হইবে, এই আশঙ্কায় আবশ্যক আয়োজন করিতে আলেকজান্দার বিশেষ দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু, কিছু নূতন ও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন করিবার ঔৎসুক্য তাঁহার সঙ্কোচের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; তিনি তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন এবং নৌবাহিনীর জন্য আবশ্যক যোদ্ধা নির্ব্বাচন এবং সমূহ বিপদ সম্মুখে করিয়া এই প্রকার ব্যাপারে ব্রতী সৈন্যদের ভয় কি প্রকারে দূরীকরণ করিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এই স্থানে নিয়ার্কাস আমাদিগকে বলিতেছেন যে, এই অভিযানের প্রধান কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের জন্য আলেকজান্দার তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং আলেকজান্দার যখন একে একে কেহ বিপদ সম্মুখীন

হইতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া, কেহ দুর্ব্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত বলিয়া এবং কেহ গৃহে প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক বলিয়া, সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিতে-ছিলেন, তখন নিয়ার্কাস নিম্নোক্ত মর্ম্মে আলেকজান্দারকে সম্বোধন করিয়া স্বয়ং নৌবাহিনীর কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রার্থনা করিলেন। "হে রাজন্! আমিই তবে নৌ-বাহিনী পরিচালনার আদেশ প্রার্থনা করিতেছি, এবং, ভগবানের করুণা হইলে, জলপথ নৌচলনোপযোগী হইলে, এবং মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হইলে আমিই রণতরী ও সৈন্যগণকে এই স্থান হইতে পারস্যে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিব।" আলেকজান্দার এই কথা শ্রবণ করিয়া কপটতা পূর্ব্বক বলিলেন যে, যে নিয়ার্কাসকে তিনি এত স্নেহ করেন, তাঁহাকে এইরূপ কষ্টে ও বিপদে ফেলিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু, এই কথায় নিয়ার্কাস তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না; অধিকন্তু, আরও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দার অবশ্যই নিয়ার্কাসের এইরূপ অনুরাগের জন্য অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকেই নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। আলেকজান্দার তাঁহার প্রিয়তম নিয়ার্কাসকে কদাপি বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রেরণ করিবেন না, এইরূপ মনে করিয়া সৈন্য ও নাবিকগণ অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইল। অপিচ, যে প্রকার আড়-ম্বরের সহিত আয়োজন হইতে লাগিল, এবং রণতরীগুলির সাজসজ্জা এবং নাবিক ও দাঁড়ী লইয়া অধ্যক্ষগণের প্রতিদ্বন্দ্বীতা দৃষ্টে যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে এই কার্য্য হইতে একেবারে বিরত হইয়াছিল তাহারাও এই অভিযানের সাফল্যে নিঃসন্দেহ হইয়া উৎসাহিত হইল। নিয়ার্কাস ইহাতে বলেন যে, স্বয়ং আলেকজান্দার সিন্ধু হইতে রণতরীগুলিকে

সমুদ্রমুখে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য পসিডন (১) ও অন্যান্য জলদেবতার উদ্দেশ্যে পশুহত্যা করিতে এবং সমুদ্রকে প্রীত করিবার উদ্দেশ্যে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করাতে সৈন্যগণ আরও সাহসী হইল; এবং আলেকজান্দারের অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন, ইহাতেও তিনি সেইরূপ কৃপা করিবেন এবং আলেকজান্দারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, সৈন্যগণ এইরূপ মনে করিতে লাগিল।

(১) গ্রীসীয় পুরাণান্তর্গত জলদেবতা। সমুদ্রের উপরে ইনিই একাধিপত্য করিতেন। ত্রিশূলধারী এই দেবতার সহিত রোমীয় নেপচুনের সাদৃশ্য দেখা যায়।

একবিংশ অধ্যায়

ষ্টোরা, কৌমানা প্রভৃতি

যখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ সাময়িক বায়ুর (১) প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছিল (এই বায়ু গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে ভারতবর্ষের দিকে প্রবাহিত হইয়া এই সকল সমুদ্রে গমনাগমন রুদ্ধ করিয়া দেয়), তখন এই নৌবাহিনী আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ দিবসে অগ্রসর হইতে থাকে। যে বৎসরে কেফিসোদরস আথেন্সে আর্কন-পদে ব্রতী ছিলেন, সেই বৎসরের বিড্রোমিয়ন মাসের ২০ তারিখে নৌবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে (২)। কিন্তু, নিয়ার্কাস অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে রক্ষাকর্ত্তা জীয়াসের

---

(১) সাময়িক বায়ু—"Etesian winds"—ইহা হেলেস্পণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া মিশর হইয়া নিউবিয়া প্রবেশ করিত। ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন "Arrian mentioned the monsoon by the name of the Etesian winds ; his expression is remarkable, and attended with a precision that does his accuracy credit." আরিয়ান বলিয়াছেন যে, "এই সাময়িকবায়ু গ্রীষ্মকালে উত্তর হইতে প্রবাহিত না হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইত।" অন্যত্র (আনাবেসিস ৬।২১-১) তিনি বলিয়াছেন যে, সপ্তর্ষি মণ্ডলের অস্তগমনের পরে সমুদ্র নৌচলনোপযোগী হয়।

(২) আরিয়ানের হিসাবানুযায়ী এই তারিখ ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর হয়। ভিনসেণ্টও ইহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্টাদির মতে অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে নিয়ার্কাস যাত্রা করেন। ম্যাক্রিণ্ডল বলিতেছেন ৩২৬

উদ্দেশে পশুহত্যা করেন এবং আলেকজান্দারের পদানুসরণ করিয়া ব্যায়াম বিষয়ক প্রতিযোগিতাযুদ্ধ করেন। পরে, বন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রথম দিবসে সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী একটী বৃহৎ খালের নিকটে নঙ্গর করেন, এবং, এই স্থানে দুই দিবস অতিবাহিত করেন। এই স্থান ষ্টোরা নামে অভিহিত হইত এবং বিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত বন্দর হইতে ইহা মাত্র একশত ষ্টাডিয়া ব্যবধান ছিল। তৃতীয় দিবসে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারা অগ্রগামী হইতে থাকেন এবং অবশেষে ৩০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ আর একটী খালের নিকটে উপস্থিত হন। এই খালের জল লবণাক্ত ছিল; কারণ, জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল এই খালে প্রবেশ করিত এবং তজ্জন্য ভাটার সময়েও এই খালের জলের সহিত সমুদ্রের জল মিশ্রিত থাকিত। এই স্থান কোমানা নামে অভিহিত হইত। নদীর নিম্নগামী গতির সহিত ২০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কোরিয়াটিস পৌঁছিয়া নঙ্গর করেন। এই স্থান হইতে অগ্রসর হইবার কালে, তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রগামী হইতে পারেন নাই; কারণ, সিন্ধুর মোহনার নিকটে জলমধ্যে পর্ব্বত দৃষ্ট হয় এবং তরঙ্গগুলি অসমান উপকূলে আঘাত করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। তাঁহারা পর্ব্বতের কোমল প্রদেশে পাঁচ ষ্টাডিয়া পথ খনন করিয়া জোয়ারের সময় অগ্রসর

হইতে ৩২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কেফিসোদরস নামক একজন আর্কন (archon বা শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। সুতরাং, আরিয়ান হয় ভুল করিয়াছেন; অথবা, ঐ নামীয় কোন শাসনকর্ত্তা অস্থায়ীভাবে আরিয়ান-কথিত সময়ে আর্কনের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ম্যাক্রিণ্ডল বলেন যে, আরিয়ানের লিখিত ৩২৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের বিত্রোমিয়ন মাসের বিংশতি দিবস ২১শে সেপ্টেম্বর হয়। ভিনসেণ্টের মন্তব্য—৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে সক্ষম হন। পরে ঘূর্ণায়মান পথে তাঁহারা বালুকাময় ক্রোকাল দ্বীপে (৩) পৌঁছিয়া তথায় পর দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। এই স্থানে আরাবাই জাতি বাস করে। আমি আমার বৃহৎ গ্রন্থে বলিয়াছি যে, আরাবিস নদী-তীরবর্ত্তী (৪) বলিয়া ইহারা আরাবাই নামে কথিত হয়। এই নদী তাহাদের দেশমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া ওরিইটাই (৫) জাতি হইতে ইহাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়া সমুদ্রে পতিতা হইয়াছে। ক্রোকাল হইতে দক্ষিণ দিকে অধিবাসীদিগের কর্ত্তৃক আখ্যাত ঐরস পর্ব্বত এবং বামদিকে সমতল দ্বীপ রাখিয়া, তাহারা অগ্রসর হইতে থাকে। এই পর্ব্বত ও দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। যাহা

---

(৩) টলেমি লিখিত "কোলক" এবং এই ক্রোকালকে সকলেই করাচীর নিকটবর্ত্তী উপসাগরের অন্তঃর্গত বালুকাময় দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও যে জেলায় করাচি অবস্থিত, তাহাকে "কারকালা (Karkalla) বলে। Eastwick "Handbook of Bombay" নামক গ্রন্থে এবং কানিংহাম তাঁহার ভূগোলে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৪) বর্ত্তমানে আরাবিস নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরিয়ান কথিত আরাবিসকে কার্টিয়াস আরাবিটী (Arabitae), টলেমি আর্ব্বিটী *(Arbiti)* দায়দরাস আমব্রিটী *(Ambritae)*, এবং ষ্ট্রাবো আর্ব্বিস *(Arbies)* বলিয়াছেন। আরাবিস নদী হইতেই এই সকল নাম উদ্ভূত হইয়াছে এবং আরাবিস নদীই এই প্রদেশকে ওরিইটাই হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ভৌগোলিক কানিংহামের মতে এই নদী বর্ত্তমানে পুরালি নামে আখ্যাতা হয়।

(৫) ওরিইটাইকে কার্টিয়াস হরিটী *(Horitae)* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম এই জাতিকে অঘোর নদী-তীরস্থ জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হউক, অগ্রসর হইয়া তাহারা একটী সুবৃহৎ ও প্রশস্ত বন্দরে উপস্থিত হইল। নিয়ার্কাস ইহাকে "আলেকজান্দারের বন্দর" (৬) নামে আখ্যাত করিলেন। বন্দরের প্রবেশমুখের ছুই টাডিয়া দূরস্থ দ্বীপ ইহাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। এই দ্বীপের নাম বিবক্ত এবং চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সঙ্গড নামে কথিত হয়। এই দ্বীপই বন্দরকে ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করে। এই স্থানে অনেক সময় ক্রমাগত প্রবল ঝটিকা সমুদ্র হইতে বহিতে থাকে। যদি অসভ্যগণ একত্র হইয়া তাঁহার ছাউনি আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় নিয়ার্কাস প্রস্তর দ্বারা নিজ ছাউনি সুরক্ষিত করেন। এই স্থানে তাঁহারা চব্বিশ দিন থাকিতে বাধ্য হন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, এই সময়ে সৈন্যগণ ঝিনুক, মৎস্য, শুক্তি, এবং ক্ষুর-মৎস্য ধরে। এই সকল মৎস্যই গ্রীসদেশীয় সামুদ্রিক মৎস্যাপেক্ষা বৃহৎ। নিয়ার্কাস ইহাও বলিয়াছেন যে, লবণাক্ত জল ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন পানীয় এই স্থানে প্রাপ্ত হন নাই।

---

(৬) ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন "The coast-line has been changed so much by both accretion and denundation that attempts at detailed identification of places near the mouth of the river are waste of time, but it is safe to affirm that the haven where Nearchas found shelter was not very far from the modern Karachi." অর্থাৎ বর্ত্তমানে নিয়ার্কাস-লিখিত স্থানসমূহ সঠিক নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা সময় নষ্ট করা মাত্র,, কিন্তু, নিয়ার্কাস কথিত Alexander's Haven যে করাচির অনতিদূরে ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ডোমাই, সারাঙ্গ

সাময়িক বায়ু ক্ষান্ত হইলে, নিয়ার্কাস পুনর্ব্বার সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইলেন (১) এবং পূর্ণ ৬০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া ডোমাই নামক দ্বীপের বালুকাময় উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উপকূলে পানীয় জল ছিল না ; কিন্তু, দ্বীপমধ্যে উপকূল হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে উত্তম জল ছিল। পরদিবস, তাহারা ৩০০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া রাত্রিকালে সারঙ্গে উপনীত হইল। তাহারা উপকূলের নিকটেই নঙ্গর করিল এবং উপকূল হইতে ৮ ষ্টাডিয়া দূরে পানীয় জল প্রাপ্ত হইল। সারঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা জনশূন্য সাকলে উপস্থিত হইল। সাকল ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার কালে, তাহারা দুইটী পর্ব্বত অতিক্রম করিল। এই দুইটী পর্ব্বত এত ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল যে, রণতরীগুলির দাঁড় উভয় পর্ব্বত স্পর্শ করিয়াছিল। তিনশত ষ্টাডিয়া পথ অতিক্রান্ত হইলে, নৌবাহিনী মরণ্টোবেরা (২) পৌছিল। এই স্থানের পোতাশ্রয় গভীর ও প্রশস্ত ছিল, এবং ইহার প্রবেশ-পথ সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহা চতুর্দ্দিকে আবরিত ছিল। তদ্দেশীয় ভাষায় ইহাকে "স্ত্রীলোকের আশ্রয়"

---

(১) ভিনসেণ্টের মতে এই তারিখ ৩রা নবেম্বর।

(২) কানিংহাম ইহাকে মুয়ারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) বলা হইত, কারণ, সর্ব্বপ্রথমে এদেশে একজন স্ত্রীলোকই রাজত্ব করিয়াছিলেন (৪)। উত্তাল তরঙ্গমালাপূর্ণ সমুদ্রমধ্যস্থিত উপর্য্যুক্ত পর্ব্বত-দ্বয়মধ্য দিয়া তাহারা নিরাপদে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা এই কার্য্যকে অত্যন্ত প্রশংসার চক্ষে দেখিয়াছিল। মরণ্টোবেরা পৌঁছিবার পর দিবস তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করে। অগ্রসর হইবার কালে বামদিকস্থ দ্বীপ তাহাদিগকে সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই দ্বীপ মহাদেশের এত সন্নিকটস্থ ছিল যে, মধ্যবর্ত্তী প্রণালী কৃত্রিম উপায়ে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০ ষ্টাডিয়া ছিল। উপকূল বনভূমিতে পূর্ণ এবং সমগ্র দ্বীপ-ই নানা প্রকার বৃক্ষরাজি পূর্ণ ছিল। তাহারা প্রাতঃকালের পূর্ব্বে এই স্থান অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; কারণ, সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছিল এবং স্থানটীও অগভীর ছিল। তাহারা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে এবং ১২০ ষ্টাডিয়া পথ অতিক্রম করিয়া আরাবিস নদীর মোহনায় উপস্থিত হয়। এই স্থানে একটী প্রশস্ত এবং সুন্দর বন্দর ছিল (৫)। এস্থানের জল পানের অনুপযুক্ত ছিল (৬)। যাহাহউক,

(৩) "Women's haven". টলেমি এবং আমিয়ানাস মার্সেলিনাসও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যে প্রণালী হইয়া নৌবাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল তাহা আর দৃষ্ট হয় না।

(৪) "প্রাচীন-ভারত" দ্বিতীয় খণ্ড হার্কিউলিসের কন্যার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

(৫) বর্ত্তমান নাম সনমিয়নি। বর্ত্তমানেও ইহা "a very noble sheet of water, capable of affording anchorage to the largest fleet." (Pottinger: Beluchistan)

(৬) বর্ত্তমানেও এই স্থানের জল সুপেয় নহে।

নদীমুখে ৪০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে, তাহারা একটী জলাশয় দেখিতে পাইল। এই জলাশয় হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া তাহারা নৌবাহিনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বন্দরের সন্নিকটে উচ্চ এবং অনাবৃত দ্বীপ ছিল; কিন্তু, চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রে নানা প্রকার মৎস্য পাওয়া যাইত। এই দেশ আরাবিস জাতির অধিকৃত ছিল এবং ইহার পরে আর কোনও ভারতীয় জাতি দৃষ্ট হয় নাই। ওরিইটাইগণ (৭) ইহার পরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত।

(৭) ষ্ট্রাবো এবং আরিয়ান ওরিইটাইগণকে ভারতীয় জাতির অন্তর্ভূ‍ত করেন নাই। কিন্তু, কার্টিয়াস, দায়দরস এবং হিউয়েন-সিয়াং এই জাতিকে ভারতীয় জাতিসমূহেরই অন্তর্ভূ‍ত করিয়াছেন। শেষোক্তের মতে ওরিইটাইগণের ব্যবহার প্রভৃতি ভারতীয় অন্যান্য জাতির ন্যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ পূর্ব্বশতাব্দীতে ওরিইটাইগণ পারসীক-গণের বশীভূত ছিল। হিউয়েন-সিয়াং যখন এতদ্দেশে আগমন করেন, তখনও তাহারা পারস্যের অধীনস্থ ছিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পাগল, কাবান

আরাবিস নদীর মোহনা পরিত্যাগ করিয়া, নিয়ার্কাস ওরিইটাই জাতির অধিকৃত উপকূল দিয়া ২০০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া পাগল নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এ স্থান লহরীপূর্ণ হইলেও, জাহাজ রাখিবার সুন্দর বন্দর ছিল। নাবিকগণ জাহাজেই থাকিল; কেবল, একদল পানীয় জল সংগ্রহের জন্য উপকূলে প্রেরিত হইল। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, তাহারা যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে ৪৩০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ কাবানায় উপনীত হইল। সামুদ্রিক তরঙ্গের প্রকোপের জন্য নাবিকগণ জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে সক্ষম হইল না। পাগল হইতে কাবানের মধ্যে ঝটিকার জন্য দুইখানি রণতরী ও একখানি রসদবাহী নৌকা বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু, সৈন্য ও নাবিকগণ সন্তরণে নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কাবান হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে যাত্রা করিয়া এবং দুইশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া নিয়ার্কাস কোকালায় (১) পৌছেন। রণতরীগুলি উপকূলের সন্নিকটে যাইতে পারে নাই এবং তজ্জন্য তাহাদের সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু, নাবিকগণ রণতরী মধ্যে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করাতে এবং বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্য, নিয়ার্কাস তাহাদিগকে

---

(১) ১১ই নবেম্বর (ভিনসেণ্ট)

উপকূলে যাইতে অনুমতি প্রদান করেন। তথায় তিনি অসভ্যগণের আক্রমণ হইতে রক্ষার্থ সুরক্ষিত ছাউনি করেন। এই প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ওরিইটাই জাতিকে পরাভূত করিবার জন্য লিওনীটাস প্রেরিত হইয়াছিলেন। লিওনীটাস ওরিইটাই ও তাহাদের মিত্রগণকে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধে তাহাদের সকল দলপতি ও ৬০০০ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু লিওনীটাস মাত্র পঞ্চদশ জন অশ্বারোহী, কয়েকজন পদাতিক এবং গেড্রোসিয়ার শাসনকর্ত্তা আপলোফানিশকে হারাইয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা বিস্তৃতভাবে আমার অন্য গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই স্থলে আমি লিখিয়াছি যে এই বীরত্বের জন্য সমগ্র মাসিদোনিয়ান সৈন্যের সম্মুখে আলেকজান্দার লিওনীটাসের মস্তকে সুবর্ণের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী সৈন্যগণের জন্য শস্য ও অন্যান্য আহার্য্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং দশ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য রণতরী সমূহে নীত হইয়াছিল। যে সকল তরী জলদুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদেরও সংস্কার করা হইয়াছিল। অধিকন্তু, যে সকল নাবিকগণকে নিয়ার্কাস এই দুঃসাধ্য ব্যাপারের অনুপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে লিওনীটাসের অধীনস্থ সৈন্য হইতে উপযুক্ত সৈন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

টমিরিস নদী

এই স্থান হইতে (১) পাঁচশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহারা টমিরিস নদীর (২) নিকটে নঙ্গর করেন। এই নদী মোহনার নিকট খাড়ীরূপে পরিণতা হইয়াছে। অধিবাসিগণ জলাভূমির নিকটস্থ উপকূলে ক্ষুদ্র ও ঘন সন্নিবিষ্ট কুটীরে বাস করে। তাহারা নৌবাহিনীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল; কিন্তু, তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না এবং তাহারা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বৈদেশিকগণের গতি প্রতিহত করিবার জন্য উপকূলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা ছয় হস্ত দীর্ঘ বর্শা বহন করিত। এই সকল বর্শার শীর্ষদেশে লৌহের ফলক না থাকিলেও, ইহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া দৃঢ় হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় ছয়শত ছিল। নিয়ার্কাস অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে এবং তাহাদের বর্শাগুলি কেবল

---

(১) ২১শে নবেম্বর (ভিনসেণ্ট)

(২) বর্ত্তমান হিঙ্গল নদী। কেহ কেহ ইহাকে ভূষাল নদী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সঙ্কীর্ণস্থলে যুদ্ধ করার পক্ষেই প্রকৃষ্ট। কিন্তু ক্ষেপণীয় অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। তখন তিনি নিজ রণতরী সমূহকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তিনি নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করিলেন :— যাহারা লঘু বর্ম্মাবৃত এবং সন্তরণপটু তাহারা নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করা হইলে সন্তরণে উপকূলের দিকে অগ্রসর হইবে; যখন কেহ সন্তরণে অগ্রসর হইয়া জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে, তখন সেই সৈন্য তাহার সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিবে এবং তিনটী শ্রেণী হইলে, সৈন্যগণ সিংহনাদ করিতে করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে। এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া ভূমিস্পর্শ করিল এবং সিংহনাদ করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। রণতরী সমূহের সৈন্যগণও সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং তথা হইতে তীর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্রাদি শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অসভ্যগণ উজ্জ্বল অস্ত্রাদি ও সন্তরণশীল সৈন্যদিগকে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভীত হইল। তাহাদের কোন প্রকার অঙ্গাবরণ না থাকাতে তাহারা তীর ও অন্যান্য অস্ত্রে আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া, কোঁন প্রকার বাধা না দিয়া পলায়ন করিল। কেহ কেহ হত হইল, কেহ কেহ বন্দী হইল এবং কেহ পর্ব্বতে পলায়ন করিল। যে গুলি বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের সকল শরীর রোমাবৃত ছিল; বন্যজন্তুর ন্যায় তাহাদের নখ ছিল এবং বোধ হইত যে লৌহের পরিবর্ত্তে এই নখ দ্বারা তাহারা শস্য কর্ত্তন ও কোমল কাষ্ঠ ছেদন করিত। তাহারা দৃঢ় দ্রব্য প্রস্তর সহযোগে বিভক্ত করিত; কারণ ইহারা লৌহের ব্যবহার জানিত না। তাহারা বন্য পশুর চর্ম্ম

বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত এবং মধ্যে মধ্যে বৃহদাকারের মৎস্যের চর্ম্মও পরিধান করিত (৩)।

(৩) দ্বাবিংশ অধ্যায়ের শেষ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। দায়দরস বলিয়াছেন "The Oretai in most respects closely resembled the Indians, but adds that they were in the habit of stripping the dead and exposing the bodies in the jungles to be devoured by wild beasts." অর্থাৎ, মৃতদেহকে উলঙ্গ করিয়া বন্য পশুর দ্বারা ভক্ষিত হইবার জন্য নিক্ষেপ করা ব্যতীত অন্যান্য রীতিনীতিতে ওরিইটাইগণের অন্যান্য ভারতীয় জাতিরই ন্যায় রীতিনীতি ছিল। কার্টিয়াস, প্লিনি, ষ্ট্রাবো, ফিলসট্রেটস দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মালান

এই যুদ্ধান্তে মাসিদোনিয়ানগণ তাহাদের রণতরীগুলি উপকূলের উপরে লইয়া গেল এবং সেগুলির আবশ্যক সংস্কার-সাধন করিল। ছয় দিবস পরে পুনরায় তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ৩০০ ষ্টাডিয়া পথ অতিক্রম করিয়া ওরিইটাই জাতির অধিকৃত উপকূলের শেষ জনপদ মালান (১) নামক স্থানে উপনীত হইল। এতদ্দেশের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসিগণ ভারতবর্ষীয়দের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং তাহাদিগেরই ন্যায় অস্ত্র ব্যবহার করে; কিন্তু, ইহাদিগের ভাষা ও রীতিনীতি অন্য প্রকারের। প্রথমে যে স্থান হইতে নৌবাহিনী যাত্রা করে, তথা হইতে আরাবিসদের উপকূল ১০০০ ষ্টাডিয়া এবং ওরিইটাই জাতির অধিকৃত রাজ্যের উপকূল ১৬০০ ষ্টাডিয়া। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় উপকূলভাগে ভ্রমণ কালীন তাহাদের ছায়া দক্ষিণদিকে পতিত হইত। যে সকল নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাদের দেশে সকল সময়েই দৃষ্ট হইত, তাহারা ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না অথবা দিঙ্মণ্ডলের প্রান্ত-সীমায় দৃষ্ট হইত। যে ধ্রুবতারা পূর্ব্বে সকল সময়েই দৃষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে অস্তগামী হয় ও পুনর্ব্বার দৃষ্ট হয়। নিয়ার্কাস যাহা বলিতেছেন তাহা অসম্ভব নহে; কারণ, সূর্য্য অয়নবৃত্তে

(১) বর্ত্তমান রাসমালিন

২৭শে নবেম্বর। ৫৬ দিন। (ভিনসেণ্ট)

অবস্থান কালীন মিশরের অন্তঃর্গত সিনি নগরস্থ একটী কূপে দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের ছায়া দৃষ্ট হয় না (২)। মিরো নগরেও ঐ সময়ে কোন দ্রব্যেরই ছায়া দৃষ্ট হয় না। এই জন্য মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতবর্ষেও এই নিয়ম পরিদৃশ্য হয় এবং বিশেষতঃ, আরও দক্ষিণে অবস্থিত ভারতসমুদ্রে এরূপ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। (৩)

(২) মালানয় ইহা সম্ভবপর ছিল না। ম্যাক্রিণ্ডল-লিখিত ভূমিকায় এ বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে "Oretai are supposed to be now represented by the Lumni tribes of Las Bela, who claim Rajput descent" অর্থাৎ বর্ত্তমানে লাস বেলার লুমনি জাতিকেই ওরিইটাই বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ইঁহারা রাজপুত বংশীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়

গেড্রোসিয়া

ওরিইটাই জাতির দেশের পরেই গেড্রোসিয়া (১)। এই দেশের মধ্য দিয়া আলেকজান্দার নিজ সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু, এই প্রদেশ জনশূন্য বলিয়া সৈন্যগণ এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিল যে, অভিযানকালীন অন্য কোন স্থানেই এরূপ ক্লেশ পায় নাই। কিন্তু, এই সকল বিবরণই (২) আমি আমার বৃহত্তম পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গেড্রোসিয়ান দেশের উপকূল ভাগে ইকথিওফাগি নামক জাতি বাস করে এবং নৌবাহিনী এক্ষণে এই পথেই অগ্রসর হইতেছিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তাহারা মালান হইতে যাত্রা করিয়া ৬০০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ বাগীসারায় পৌঁছিল। এই স্থানে তাহারা একটী প্রশস্ত বন্দর এবং সমুদ্র হইতে

---

(১) সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মেকরাণ। লুমনি জাতীয় গাদুরগণকেই অনেকে এই প্রদেশীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত করেন। এই দেশ গেড্রোসিয়া, গ্যাড্রোসিয়া অথবা গ্যাড্রসিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) আনাবেসিস ৬।২২-২৭। "Notwithstanding the terrible privations endured and the heavy losses suffered, the army emerged from the deserts as an organized and disciplined force, and its commander's purpose was attained" (Vincent Smith)

৬০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ পাসীরা (৩) নামক একটী নগর দেখিতে পাইল। এই নগরের নামানুসারে অধিবাসীরা পাসীরিস নামে আখ্যাত হয়। পরদিবস প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া তাহারা একটী অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিল। এই স্থানে কূপ খনন করিয়া তাহারা কিছু কদর্য্য পানীয় সংগ্রহ করিল। কিন্তু সমুদ্র অশান্ত থাকার জন্য তাহারা উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। পরদিবস এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দুইশত ষ্টাডিয়া দূরস্থিত কোণ্টায় উপস্থিত হইল। তৎপর দিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ৬০০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া কালামায় পৌঁছিল। উপকূলের নিকটস্থ গ্রামে, কয়েকটী তালবৃক্ষ ছিল। উপকূল হইতে একশত ষ্টাডিয়া দূরে কার্ব্বাইন (৪) নামক দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপের অধিবাসিগণ সৈন্যগণকে মেষ ও মৎস্য উপহার প্রদান করিয়া আতিথেয়তা প্রদর্শন করিল। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, এই দ্বীপে তৃণ না থাকাতে মেষ সকল মৎস্যাহার করিত এবং তজ্জন্য মেষের মাংস সামুদ্রিক পক্ষীর ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট হইয়াছিল। পর দিবস তাহারা দুইশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া, উপকূল হইতে ৩০ ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী কিস্সা নামক গ্রামের অনতিদূরে নঙ্গর করিল। ঐ স্থানের উপকূল ভাগ কার্ব্বিস নামে আখ্যাত হইত। এই স্থানে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যতরী দেখিতে পাইল; কিন্তু, নৌবাহিনী দৃষ্টে মনুষ্যগণ পলায়ন করিয়াছিল। এই স্থানে কোন প্রকার শস্য পাওয়া যায়

---

(৩) বর্ত্তমান নাম আরাবা বা হরমারা উপসাগর। টলেমি কথিত রাকুয়া ও আরিয়ানের বাগীসারা সম্ভবতঃ একই স্থান।

(৪) কার্ণাইন, কার্ম্মিয়া নামেও এই স্থান অভিহিত হয়।

নাই ; কিন্তু রসদের অভাবের জন্য যে কয়েকটী মেষ ছিল, তাহা গ্রীসীয়গণ ধৃত করিল। অগ্রসর হইয়া তাহারা অন্য একটী অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া মোসার্ণা নামক বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই স্থানের অধিবাসীরা মৎস্যজীবী ছিল এবং গ্রীসীয়গণ প্রয়োজনীয় পানীয় জল সংগ্রহ করিল (৫)।

(৫) টলেমির মতে এই স্থানে কালামী নদী হইতে ৯০০ ষ্টাডিয়া কিন্তু, মার্সিয়া-নাসের মতে ১৩০০ ষ্টাডিয়া। টীকাকারগণ অনুমান করেন যে, এই স্থলে লিপিকর-প্রমাদ হইয়াছে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বালোমন

নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, এই স্থান হইতে তিনি নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য গেদ্রোসিয়াবাসী হিড্রাকীস নামক একজন তরী-পরিচালকের সাহায্য গ্রহণ করেন (১)। হিড্রাকীস কারমেনিয়া পর্য্যন্ত নৌবাহিনী পরিচালনে সম্মত হন। এই স্থান হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত জলযাত্রা সহজসাধ্য ছিল এবং বন্দরগুলিও অধিকতর পরিচিত ছিল। রাত্রিকালে মোসার্ণা হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা সার্দ্ধ সাতশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া বালোমন (২) উপকূলে পৌঁছিল। তৎপরে, চারিশত ষ্টাডিয়া দূরস্থিত বার্ণায় (৩) উপনীত হইল। এই স্থানে প্রচুর তালবৃক্ষ ছিল এবং উদ্যান হইতে তাহারা পুষ্প ও মেহেদির পাতা দ্বারা মাল্য গ্রথিত করিয়াছিল।

---

(১) ভিনসেণ্ট এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রণতরী পরিচালকের সাহায্য লাভ হওয়াতে এই সময় হইতে গ্রীকগণ রাত্রিতেও নৌ-চালনা করিতেন। সম্ভবতঃ এই রণতরী পরিচালক হিড্রিকাসবাসী ছিলেন।

(২) ভিনসেণ্ট এই স্থানকে বালোমাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভিনসেণ্টের মতে ৪ঠা ডিসেম্বরে তাঁহারা এই স্থানে পৌঁছেন! ৬৩ দিবসের দিন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

(৩) ৫ই ডিসেম্বর—৬৪ দিবস (ভিনসেণ্ট)। টলেমি এবং মার্সিয়ানাস এই স্থানকে বাদেরা বা বোদেরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিলসট্রেটসের বর্ণনার সহিত আরিয়ানের এই স্থানের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে।

এই স্থানে তাহারা বহুদিন পরে ফলোত্থান দেখিতে পাইল এবং অসভ্য অপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুসভ্য মনুষ্য দেখিতে পাইল। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বক্র উপকূল হইয়া দেন্দ্রোবোসা (৪) পৌঁছিল এবং সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, ও চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া, তাহারা কোফাস বন্দরে উপনীত হইল। এতদ্দেশবাসী অধিবাসীরা মৎস্যজীবী ছিল। ইহারা ইহাদের ক্ষুদ্র ও জঘন্য নৌকাগুলি গ্রীসীয় পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করিত না; কিন্তু, ইহারা, খনক যেমন কোদালি ব্যবহার করে, সেইরূপে দাঁড়গুলি একবার এদিকে, একবার ওদিকে জলমধ্যে চালনা করে। এই স্থানে তাহারা প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল পাইয়াছিল। প্রথম প্রহরে, তাহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া, আটশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইল এবং কুইজা (৫) পৌঁছিল। এই স্থানের উপকূলভাগ জনশূন্য এবং সমুদ্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিল। তজ্জন্য তাহারা জাহাজগুলি নঙ্গর করিয়া জাহাজের উপরেই আহার-গ্রহণে বাধ্য হইল। উপকূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিয়ার্কাসের বোধ হইল যে, ঐ স্থান কর্ষিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি আর্কিয়াসকে ঐ স্থান অধিকার করিতে আদেশ দিলেন, কারণ অন্যথা অধিবাসিগণ, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রীসীয়ানদিগকে আহার্য্য সরবরাহ করিত না। যাহা হউক, ইহা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার এবং খাদ্যাদির অভাবে নগর-অবরোধও

---

(৪) ৬ই ডিসেম্বর—৬৫ দিবস (ভিনসেণ্ট)। টলেমি 'ভিরেনইবিলা' নামক এক স্থান উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, আরিয়ান ও টলেমি বর্ণিত স্থান দুইটাই এক।

(৫) ৮ই ডিসেম্বর—৬৮ দিবস (ভিনসেণ্ট)।

সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু, শস্যাদির ঘন সন্নিবিষ্ট গোড়া দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে, তদ্দেশে শস্য জন্মিত। নিয়ার্কাস তজ্জন্য আর্কিয়াসকে এরূপ আদেশ দিলেন যে, একখানি ব্যতীত অন্য সকল রণতরীই যেন সেই স্থান পরিত্যাগের ছল করে; কেবল, একখানি রণতরী সহ আর্কিয়াস সেই স্থানে থাকিয়া নগর পর্য্যবেক্ষণের জন্য নগরের সন্নিকটে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কুইজা

নিয়ার্কাস নগর-প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, অধিবাসিগণ ভাজা-মৎস্য, পিষ্টক ও খর্জ্জুর সহ তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ নগর-বহির্ভাগে আগমন করিল। তিনিও ধন্যবাদের সহিত তাহাদের দত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, নগর দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, তিনি তাঁহার দুইজন তীরন্দাজকে সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিবার আদেশ দিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার দুইজন পরিচারক ও দ্বিভাষী সহ নিকটবর্ত্তী প্রাচীরে আরোহণ করিয়া নির্দ্ধারিত সঙ্কেত করিলেন। এই সঙ্কেত দৃষ্টে মাসিদোনিয়ানগণ অগ্রসর হইয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ব্বরগণ এই সকল ব্যাপারে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। নিয়ার্কাস তাঁহার দ্বিভাষী দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, বর্ব্বরগণ যদি নগর রক্ষা করিতে অভিলাষ করে, তবে তাহারা যেন তাঁহার সৈন্যগণকে আহার্য্য প্রদান করে। তাহারা উত্তর করিল যে, তাহাদের সঞ্চিত কোন শস্য নাই এবং তাহারা প্রাচীর আক্রমণে উদ্যত হইল; কিন্তু, নিয়ার্কাসের তীরন্দাজ সৈন্যবৃন্দ প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশ হইতে তীর প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিল। যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের

নগর অধিকৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই লুণ্ঠিত হইবে, তখন নিয়ার্কাসের যে পরিমাণ শস্য প্রয়োজন তাহাই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং নগর ধ্বংশ না করিয়া প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল। ইহাতে নিয়ার্কাস, আর্কিয়াসকে নগরের সকল দ্বার এবং চতুর্দ্দিকের প্রাচীর অধিকারের আদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারিগণকে আবশ্যক আহারানুসন্ধানের অনুমতি প্রদান করিলেন। পোড়া মৎস্যের সহিত গম ও যব মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য পাওয়া গেল। অধিবাসীদিগের মৎস্যের রুটীই প্রধান খাদ্য ছিল। সৈন্যগণ এই সকল খাদ্য অধিকার করিয়া জাহাজে প্রত্যাগমন করিল। তৎপরে নৌবাহিনী নিকটবর্ত্তী বাগিয়া (১) নামক স্থানে নঙ্গর করিল। অধিবাসীরা এই স্থান পবিত্র বলিয়া মনে করে।

(১) টলেমিও এই অন্তরীপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মার্সিয়ানাস নামক অন্যতম গ্রন্থকারও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ও কাইজিয়া হইতে ২৫০ ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী বলিয়াছেন। আরিয়ান কিন্তু ৫০০ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

টালমেনা

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই অন্তরীপ পরিত্যাগ করিয়া এবং এক সহস্র ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা টালমেনা (১) নামক সুপ্রশস্ত বন্দরে উপনীত হইল। এইস্থান হইতে অগ্রগামী হইয়া তাহারা চারিশত ষ্টাডিয়া দূরস্থ কানেসিস (২) নামক পরিত্যক্ত নগরে উপস্থিত হইয়া, সদ্য-খোদিত কূপ ও বন্য তালবৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। খাদ্যাদি নিঃশেষ হওয়াতে তাহারা এই সকল তালবৃক্ষের কোমল অগ্রভাগ আহার করিল। এই স্থান হইতে দিবারাত্র অগ্রসর হইয়া ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাহারা অন্য একটী জলশূন্য উপকূলে নঙ্গর করিল। নাবিকগণ উপকূলে গমন করিলে, পশ্চাৎ তাহারা জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় নিয়ার্কাস জাহাজগুলিকে উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রক্ষা করিলেন। এই স্থান ত্যাগ করিয়া ও ৮৫০ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা কানাটী (৩) নামক স্থানে নঙ্গর করিল। এই স্থানের উচ্চভূমিতে

---

(১) ১০ ডিসেম্বর, ৭০ দিবস (ভিনসেণ্ট)। এই নাম অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

(২) কেহ কেহ ইহাকে কানাসিদ্দা, কেহ কেহ কানাডিসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১১ই ডিসেম্বর।—এই নামও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

(৩) ১৩ই ডিসেম্বর; ৭৩ দিবস (ভিনসেণ্ট)।

কয়েকটী প্রণালী ছিল। পুনরায় আটশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা তিই (৪) নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই স্থানের কয়েকটী ক্ষুদ্র ও দীন গ্রামে অধিবাসিগণ গ্রীকবাহিনীর আগমনেই পলায়ন করিল। গ্রীকগণ এই স্থানে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ও খর্জ্জুর প্রাপ্ত হইল। অধিবাসীদিগের পরিত্যক্ত উষ্ট্রগণকে গ্রীকগণ আহারের জন্য নিধন করিল। প্রত্যুষে এই স্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা তিনশত ষ্টাডিয়া দূরস্থ বাগসিরা (৫) নামক স্থানে উপনীত হইল। এই স্থানের অধিবাসীরা যাযাবর ছিল। পুনর্ব্বার দিবারাত্র পালভরে অপ্রতিহত ভাবে অগ্রসর হইয়া এবং এবম্প্রকারে একসহস্র ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া ইকথিও-ফাগিদের প্রদেশ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল। এই উপকূলেই তাহারা খাদ্যাদি অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। উত্তাল তরঙ্গমালার জন্য তাহারা উপকূলের সন্নিকটস্থ হইতে পারিল না এবং তজ্জন্য সমুদ্রেই নঙ্গর করিয়া থাকিল। ইকথিওফাগিদের উপকূল অতিক্রম করিতে তাহারা ন্যূনাধিক দশসহস্র ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। অধিবাসীরা মৎস্যাহার করিয়াই প্রাণধারণ করে। কিন্তু, তাহাদের অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মৎস্যজীবী। জোয়ারের জল প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহারা জাল দ্বারা মৎস্য ধৃত করিয়া সেই মৎস্য আহার করে। এই জালগুলি সাধারণতঃ দুই ষ্টাডিয়া দীর্ঘ এবং যে প্রকারে শনের রজ্জু প্রস্তুত হয়, সেইরূপ তালবৃক্ষের

---

(৪) বর্ত্তমান নাম ত্রৈসি-সুন্দীব নদীর নিকটবর্ত্তী।

(৫) ১৫ই ডিসেম্বর; ৭৫ দিবস (ভিনসেণ্ট)। টলেমি ইহাকে আগ্রিপোলিস বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে গিরিস্ক নামে অভিহিত হয়।

তন্তু সকলকে পাকাইয়া রজ্জুরূপে পরিণত করা হয়। মৎস্যগুলি আকারে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র; তবে, বৃহদাকারের মৎস্যও জলমধ্যে ধৃত হয়। অধিকতর সুস্বাদু মৎস্য তাহারা জল হইতে ধৃত করিয়াই অসিদ্ধাবস্থায় ভক্ষণ করে। বৃহদাকার ও অল্প সুস্বাদুগুলিকে তাহারা প্রথমতঃ সূর্য্যপক্ক ও পরে চূর্ণীকৃত করিয়া রুটী প্রস্তুত করে। এই খাদ্যদ্বারা তাহারা মধ্যে মধ্যে পিষ্টকও প্রস্তুত করে। অধিবাসীরা ও তাহাদের গৃহপালিত জন্তু সকল শুষ্ক মৎস্যের উপরেই নির্ভর করে; কারণ, এতদ্দেশে চারণ ভূমি নাই; এমন কি, একগাছি তৃণও পাওয়া যায় না। অনেকস্থলেই, কর্কট, শুক্তি এবং ঝিনুকও আহার করা হইয়া থাকে। এই দেশে স্বভাবজাত লবণ পাওয়া যায় এবং ইহা হইতেই তাহারা তৈল প্রস্তুত করে। এতদ্দেশীয় কয়েকটী জাতি, বৃক্ষ এমন কি বন্য ফল শূন্য মরুভূমিতে বাস করে। মৎস্যই তাহাদের একমাত্র প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য। অত্যল্প স্থানে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিতে বীজ বপন করে এবং মৎস্যের সহিত এই উৎপাদিত শস্য বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী তাহারা উপকূলস্থ মৃত তিমির অস্থিদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। তিমির বৃহৎ অস্থিগুলিই দরজার ফ্রেমের কার্য্য করে। দরিদ্র অধিবাসীরা মৎস্যের অস্থিখণ্ড দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। দেশে দরিদ্র অধিবাসীর সংখ্যাই অত্যধিক।

ত্রিংশ অধ্যায়

কুইজা

ভূমধ্যসাগরে যে প্রকার বৃহদাকারের মৎস্য পাওয়া যায় তদপেক্ষা বৃহদাকারের মৎস্য ও অত্যন্ত বৃহদাকারের তিমি সমুদ্রমধ্যে বিচরণ করে। নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা কুইজা হইতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন প্রাতঃকালে ব্যাত্যা-প্রপীড়িত হইয়া সমুদ্র যেন আকাশ মার্গে উথিত হইতেছিল। সৈন্যগণ এই দৃশ্যে ভীত হইয়া পরিচালকগণের নিকট ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিল যে, সমুদ্রে ক্রীড়ারত তিমিগণ হইতেই এইরূপ হয়। এ সংবাদে তাহাদের ভয় অপনোদন না হওয়াতে এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা দাঁড়ক্ষেপণে ক্ষান্ত হইল। যাহা হউক, নিয়ার্কাস তাহাদের পুনর্ব্বার কার্য্যে ব্রতী করাইলেন এবং স্বয়ং তাহাদের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলেন। যুদ্ধকালীন জাহাজগুলি যে ভাবে থাকে, সেইভাবে তাঁহার নিকটবর্ত্তী জাহাজগুলির অগ্রভাগ তিমি মৎস্যের দিকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া এবং নাবিকগণকে চীৎকার করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তরণী দ্বারা জলমধ্যে ধ্বনি করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নাবিকগণ এইরূপ ভাবে উৎসাহিত হইয়া পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। পরে, তিমিগণের সন্নিকট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, শৃঙ্গধ্বনি এবং ক্ষেপণী-সহযোগে জল আলোড়ন করিতে লাগিল।

ইহাতে সম্মুখস্থ তিমিগণ, ভীত হইয়া জলমধ্যে মজ্জিত হইয়া জাহাজের পশ্চাদ্দিকস্থ অংশে ভাসমান হইয়া তথায় জল আলোড়ন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ এই প্রকার অসম্ভাবিত উদ্ধারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নিয়ার্কাসকে বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিতে লাগিল; কারণ, তাঁহারই প্রশংসনীয় ধৈর্য্য ও বিচার দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইয়াছিল।

আমরা ইহাও অবগত হই যে, উপকূলের অনেক স্থলে ভাঁটার সময়ে তিমিগণ চড়ায় আটকাইয়া যায় এবং এই প্রকারে পুনর্ব্বার সমুদ্রে প্রত্যাগমনে অক্ষম হয় এবং অনেক সময় তাহারা ঝটিকা দ্বারাও তীর-ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকারে তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় ও অবশেষে কেবল অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অধিবাসিগণ এই সকল অস্থিদ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করে; বৃহদাকারের অস্থি দ্বারা কড়ি ও ক্ষুদ্রগুলি বর্গারূপে ব্যবহৃত হয়। চোয়ালগুলি দ্বারদেশের ফ্রেমরূপে ব্যবহৃত হয়, কারণ কোন কোন সময় তিমিগুলি দৈর্ঘ্যে ২৫ অর্গুইয়া (১) হয়।

---

(১) Orguiae—গ্রীকদেশীয় পরিমাপ। প্রায় আমাদিগের চারি হস্ত। এই পরিমাপ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

একত্রিংশ অধ্যায়

নোসালা

যখন গ্রীকগণ ইকথিওফাগি-কূলে বিচরণ করিতেছিল, তখন তাহারা সমুদ্র হইতে একশত ষ্টাডিয়া দূরস্থিত জনশূন্য এক দ্বীপের কথা অবগত হইয়াছিল। ইহা নোসালা (১) নামে আখ্যাত হইত এবং স্থানীয় প্রবাদানুসারে ইহা সূর্য্যদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই এই দ্বীপে গমন করিত না; এবং কেহ গমন করিলে আর তাহাকে দেখা যাইত না। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, তাঁহার নৌবাহিনীর অন্তঃর্গত মিশরবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি রসদবাহী নৌকা এই দ্বীপের অনতিদূরেই অদৃশ্য হয়। পরিচালকগণ এইরূপ অদৃশ্য হইবার কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করে যে, এই নৌকার নাবিকগণ এইরূপ বিপদের বিষয় অবগত না থাকাতে নিশ্চয়ই এই দ্বীপে অবতরণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, ত্রিশ খানি দাঁড় সমন্বিত একখানি নৌকাকে নিয়ার্কাস এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে ও নাবিকগণকে এই দ্বীপে অবতরণ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল পূর্ব্বোক্ত নাবিকগণকে সম্বোধন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কেহই প্রত্যুত্তর

---

(১) বর্ত্তমান নাম আষ্টোলা। বর্ত্তমানেও ইহা স্থানীয় মৎস্যজীবিগণের ভয়োৎপাদন করে।

করে নাই এবং নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং এই দ্বীপে পৌঁছিয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই দ্বীপে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও এই দ্বীপে অবতরণ করেন এবং এই প্রকারে, দ্বীপসংক্রান্ত কিংবদন্তী যে অলৌকিক কাহিনী মাত্র তাহাই প্রমাণ করেন। এই দ্বীপ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত আরও একটী কিংবদন্তী শ্রবণ করেন। পুরাকালে এই দ্বীপে একটী জলদেবী বাস করিতেন ; কিন্তু, নিয়ার্কাস তাঁহার নাম অবগত হইতে পারেন নাই। এই দ্বীপে যে কোন মনুষ্য অবতরণ করিত, তাহারই সহিত সঙ্গম করিয়া জলদেবী পরে মনুষ্যকে মৎস্যাকারে পরিণত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেন। সূর্য্য জলদেবীর প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দ্বীপ পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করিলেন। জলদেবী তাঁহার এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলে ইহাতে সম্মতা হইয়া অন্যত্র আবাসভূমি গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইলেন। সূর্য্যও এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন এবং তখন জলদেবী করুণা-পরবশ হইয়া, মৎস্যাকারে পরিণত ব্যক্তিদিগকে মনুষ্যাকারে পরিণত করিলেন। এই সকল মনুষ্যই ইক্‌থিওফাগিদের পূর্ব্বপুরুষ এবং আলেকজান্দারের সময় পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে ইহাদেরই বংশধরগণ জীবিত রহিয়াছে। নিয়ার্কাস এত সময় ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া যে এই সকল গল্পের আখ্যান ভাগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারি না। আমি ইহা কেবল ঘৃণার্হ ও মূর্খতা বলিয়াই বিবেচনা করিব।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

গ্যাড্রোসাই

ইকথিওফাগির পরে গ্যাড্রোসাইদিগের দেশ। ইহাদের দেশ মরুভূমি-পূর্ণ। এই সকল মরুভূমি অতিক্রম করিবার কালে আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত কষ্টে নিপতিত হইয়াছিলেন; ইহার বিবরণ আমার অন্য গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, ইহা দেশমধ্যস্থ প্রদেশ এবং সেই জন্য যখন নিয়ার্কাসের অধীনস্থ নৌবাহিনী ইকথিওফাগিগণের দেশ পরিত্যাগ করিল, তখন তাহারা কারমেনিয়া হইয়া অগ্রগামী হইল। তখন সমস্ত উপকূল প্রদেশে তরঙ্গ হইতেছিল বলিয়া এই স্থানে, তাহারা প্রথমে অবতরণ করিতে বিফল হইয়া, সমস্ত রাত্রি সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করিয়া রহিল; পরে, তাহারা তাহাদের অগ্রগামী গতি পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কারমেনিয়ায় নানা-রূপ বৃক্ষ জন্মে এবং ইকথিওফাগি অথবা ওরিইটাই জাতির অধিকৃত জনপদাপেক্ষা এই স্থানে সুস্বাদু ফল জন্মে। এই দেশে যথেষ্ট চারণ ভূমিও আছে এবং সুপেয় জলেরও অভাব নাই। পরে, তাহারা বাদিস নামক স্থানে নঙ্গর করিল। এই স্থান কারমেনিয়ার অন্তর্ভূর্ত এবং

এই স্থানে জলপাই ব্যতীত নানা প্রকারের বৃক্ষ জন্মে। এতদ্দেশে দ্রাক্ষা ও নানারূপ শস্য উৎপাদিত হয়। এই স্থান হইতে আট শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া ও অনুর্ব্বর উপকূলভাগে উপনীত হইয়া, তাহারা একটী অন্তরীপ দেখিতে পায়। এ সকল জনপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই অন্তরীপ আরব দেশের অন্তর্গত এবং ইহা মাকেটা নামে অভিহিত হয় এবং এই স্থান হইতেই দারুচিনি ও অন্যান্য পণ্য আসিরিয়ায় প্রেরিত হয়। নিয়ার্কাস ও আমার মত যে, এই উপত্যকার নিকটস্থ প্রণালীই লোহিত সাগর। যখন এই উপত্যকা দৃষ্ট হইল, তখন নৌবাহিনীর প্রধান পরিচালক এই উপত্যকা অনুসন্ধানের এবং লোহিত সমুদ্রের কষ্টকর পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অগ্রসর হইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, নিয়ার্কাস এই প্রস্তাবে অনভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, আলেকজান্দার কি উদ্দেশ্যে এই নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যদি অনিসিক্রিটস না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব আছে। স্থলপথে সৈন্যবাহিনীকে নিরাপদে প্রেরণের পন্থার অভাব ছিল বলিয়া আলেকজান্দার সৈন্যগণকে এ পথে প্রেরণ করেন নাই; কিন্তু, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল যাহাতে তাহারা যাত্রাকালীন উপকূলের প্রকৃত অবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রণালী, সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর এবং উপকূলস্থ প্রদেশগুলি বাসযোগ্য কি জনশূন্য ইত্যাদি অবস্থা জানিতে পারে। সুতরাং, তাহারা যেন তাহাদের পরিশ্রমের অবসানের সময়ে এই সকল কথা বিস্মৃত না হয়। বিশেষতঃ, এক্ষণে তাহাদের কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। অধিকন্তু, তিনি আশঙ্কা করেন যে, দক্ষিণ দিকবর্ত্তী অন্তরীপ হয়ত জলশূন্য মরুভূমি ও

অত্যধিক উষ্ণ হইতে পারে। এই যুক্তি সকলেই সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন এবং আমার মনে হয় যে, এই প্রকারে নিয়ার্কাস সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ, সকলেই বলেন যে, এই অন্তরীপ ও উহার সন্নিকটস্থ প্রদেশ শুষ্ক মরুভূমি মাত্র এবং তথায় একবিন্দু বারিও পাওয়া যায় না।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

নিওপাটানা

পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া ও সাতশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা নিওপাটনায় (১) উপনীত হইল। এই স্থান হইতে প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া ও একশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া, তাহারা হার্ম্মোজিয়া প্রদেশস্থ আনামিস (২) নদীর মোহনায় পৌঁছিল। এই স্থানে অবশেষে, তাহারা যে প্রদেশে উপস্থিত হইল, তথায় জলপাই ব্যতীত অন্য সকল বৃক্ষই জন্মিত। তজ্জন্য তাহারা এই স্থানে অবতরণ করিয়া, তাহাদের অশেষ ক্লেশ হইতে কিছুক্ষণের জন্য আরাম-দায়ক বিরামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারা সমুদ্র ও ইকথিওফাগির দেশের অনুর্ব্বর উপকূল ও বর্ব্বর অধিবাসীর কথা ও তথায় তাহারা অশেষ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিল, সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া আরও অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এই স্থানেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ও কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া ও স্কন্দাবার পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অভাব পূরণের জন্য দেশ-মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্যে ব্রতী থাকা কালীন, তাহারা গ্রীক দেশীয় পরিচ্ছদ পরিহিত এবং গ্রীকভাষা-পটু এক ব্যক্তির

---

(১) অন্যত্র এই নাম দৃষ্ট হয় না।

(২) ২০শে ডিসেম্বর, ৮০ দিবস (ভিনসেণ্ট)। প্লিনি ইহাকে আনানিস এবং টলেমি ও মেলা আন্দানিস বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা মিনাব বা ইব্রাহিম নদী নামে খ্যাত।

সাক্ষাত লাভ করিল। যাহারা প্রথমে এই ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করিল, বিস্ময়াভিভূত হইয়া এই অপরূপ দৃশ্যে তাহাদের চক্ষে জলদেখা দিল। পুনর্ব্বার তাহাদিগের দেশীয় ব্যক্তির সন্দর্শন লাভ ও দেশীয় ভাষা শ্রবণ করিবার সুযোগ ঘটিল। এই ব্যক্তি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছে এবং সে কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। সে উত্তর করিল যে, সে আলেকজান্দারের সৈন্যদল-ভুক্ত এবং আরও বলিল যে স্বয়ং আলেক-জান্দার কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনীও অধিক দূরে নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা জয়োল্লাস করিতে করিতে, উপর্য্যুক্ত সৈন্যকে নিয়ার্কাসের সম্মুখে লইয়া গেল। সেই সৈনিক পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার ব্যক্ত করিল এবং আলেকজান্দার ও তাঁহার বাহিনী যে সমুদ্র হইতে পাঁচ দিবসের দূরবর্ত্তী পথের অধিক দূরে নহে, তাহাও দৃঢ়রূপে বলিতে লাগিল। সৈনিক আরও বলিল যে, তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তা ঐ স্থানেই আছেন এবং সে তাঁহাকে নিয়ার্কাসের সম্মুখে আনয়ন করিবে। তদনুযায়ী শাসনকর্ত্তা তথায় উপস্থিত হইলে, নিয়ার্কাস আলেকজান্দারের নিকটে পৌঁছিবার পথ অনুসন্ধান করিয়া, সকলে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিবস, নিয়ার্কাসের আদেশানুযায়ী জাহাজগুলিকে সংস্কার এবং সৈন্যের অধিকাংশ তথায় রাখিয়া যাইবেন বলিয়া, জাহাজগুলিকে উপকূলের উপরে টানিয়া আনা হইল। এতদুদ্দেশ্যে, তিনি কাঠের দ্বিগুণ প্রাচীর দ্বারা ও মৃত্তিকার প্রাচীর সহযোগে ও নদীতীর হইতে জাহাজগুলি যে স্থলে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই স্থল পর্য্যন্ত সুগভীর প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

নিয়ার্কাসের সংবাদ

নিয়ার্কাস যখন এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তা, আলেকজান্দার তাঁহার নৌবাহিনীর সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন জানিয়া স্থির করিলেন যে, নৌবাহিনীর নিরাপদে পৌঁছা-সংবাদ ও নিয়ার্কাসের আগমন বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে আলেকজান্দারকে বিদিত করিলে, তিনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইবেন মনে করিয়া তিনি সঙ্কীর্ণ পথে আলেকজান্দারের সন্নিকটে যাইয়া নিয়ার্কাস আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। যদিও আলেকজান্দার এই সংবাদে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাপি যতদূর সম্ভব ইহাতে প্রীতিলাভ করিলেন।

কিন্তু, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তথাপি, অন্যসকল প্রত্যয়জনক প্রমাণ পাওয়া গেল না। অবশেষে, আলেকজান্দার যে তারিখে তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছিল, সমুদ্র হইতে সে স্থানে পৌছিতে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার তুলনা করিয়া এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন। বিশেষতঃ, নিয়ার্কাসের অনুসন্ধানে ও তাঁহাকে শিবিরে আনয়নের জন্য তিনি যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ না করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। যাহারা অধিক-

দুরে অগ্রসর হইয়াছিল তাহারাও নিয়ার্কাসের কোন নিদর্শন পায় নাই। এই জন্য, আলেকজান্দার, মিথ্যা সংবাদ আনয়নের জন্য এবং তাঁহার অধিকতর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া শাসনকর্ত্তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন ; এবং, প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার মুখাকৃতি ও অন্তরের ব্যাকুলতা দর্শনে তিনি যে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে, নিয়ার্কাসের অনুসন্ধানে যে সকল সৈন্য-দল এবং তাঁহার শরীর রক্ষা ও আবশ্যক দ্রব্যাদি বহনের জন্য শকট ও অশ্বাদি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার এক দলের সহিত পথিমধ্যে পাঁচ ছয় জন পরিচারক সমভিব্যহারী নিয়ার্কাস ও আর্কিয়াসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নিয়ার্কাস ও আর্কিয়াসের এতদূর শারিরীক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কেশ এত দীর্ঘ হইয়াছিল এবং অবিন্যস্ত ছিল, তাঁহাদিগের অবয়ব এত ময়লা পরিপূর্ণ ছিল, অনিদ্রায় ও অনাহারে শরীর এরূপ কৃশ ও পিঙ্গলবর্ণীয় হইয়াছিল যে, আর্কিয়াস ও নাবধ্যক্ষ আলেকজান্দার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা সেই স্থানের নামোল্লেখ করিল। আর্কিয়াস তখন তাহারা কে চিনিতে পারিয়া নিয়ার্কাসকে বলিলেন "আমার বোধ হয় যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে মরুভূমির অভ্যন্তর হইয়া গমন করিতেছি, এই লোকগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই গমন করিতেছে এবং ইহারা আমাদের সাহায্যার্থই যাইতেছে। অবশ্য ইহারা আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই ; কারণ, আমাদের আকৃতি এরূপ জঘন্য হইয়াছে যে কেহই আমাদের চিনিতে পারিবেনা। আমরা কে এবং তাহারা এই পথে কেন গমন করিতেছে, এই সকল কথা ইহাদিগকে বলা হউক।"

আর্কিয়াস সত্য কথাই বলিতেছেন মনে করিয়া নিয়ার্কাস তাহারা কোথায় গমন করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল যে, তাহারা নিয়ার্কাস ও তাঁহার নৌবাহিনীর অনুসন্ধান করিতেছে। নিয়ার্কাস উত্তর করিলেন "আমিই নিয়ার্কাস এবং আমার সঙ্গীই আর্কিয়াস। আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চল এবং আমরাই আলেকজান্দারকে অভিযানের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।"

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দার ও নিয়ার্কাস

তদনুযায়ী, শকটগুলিতে তাঁহাদের স্থান প্রদান করা হইল এবং তাঁহাদিগকে শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু, কয়েকজন অশ্বারোহী আলেকজান্দারকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ প্রদানের জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আলেকজান্দারকে নিবেদন করিল যে, নিয়ার্কাস ও আর্কিয়াস পাঁচজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন; কিন্তু, অভিযানান্তর্গত অন্য সৈন্য সম্বন্ধে তাহারা কোন সংবাদই প্রদান করিতে পারিল না। ইহাতে আলেকজান্দার এই কয়েকজন ব্যতীত অভিযানের সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া নিয়ার্কাস ও আর্কিয়াস রক্ষা পাওয়ার জন্য যেরূপ অহ্লাদিত হইয়াছিলেন, নৌ-বাহিনী ধ্বংশ হইবার জন্য তদপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই কথোপকথন-কালে নিয়ার্কাস ও আর্কিয়াস তথায় উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার অতি কষ্টে সেই লোমশ ও কদর্য্য পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তিদ্বয়কে চিনিতে পারিলেন এবং তাহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া তাঁহার নৌ-বাহিনী বিনষ্ট হইবার সম্বন্ধে অধিতকর প্রত্যয়বান হইয়া শোকে আরও অভিভূত হইলেন। অবশেষে, তিনি তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিয়া এবং তাঁহার পরিচারক ও প্রহরীদিগের নিকট হইতে নিয়ার্কাসকে দূরে লইয়া যাইয়া, অনেককাল রোদন করিতে

লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিনি নিয়ার্কাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "যখন তুমি ও আর্কিয়াস জীবিতাবস্থায় আমার নিকট উপনীত হইয়াছ, তখন আমি আমার নৌ-বাহিনী বিনষ্ট হইবার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব ; কিন্তু, কি প্রকারে আমার সৈন্যগণ ও নৌবাহিনী ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাকে বর্ণনা কর।" নিয়ার্কাস উত্তর করিলেন "হে রাজন্! আপনার জাহাজগুলি নিরাপদে রহিয়াছে এবং আপনার সৈন্তেরাও নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের নিরাপদে পৌঁছিবার সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্যই আমরা এই স্থানে আসিয়াছি।" এই সংবাদে আলেকজান্দারের চক্ষু হইতে আরও অধিকতর দ্রুতবেগে বারি নির্গত হইতে লাগিল ; কিন্তু, এই ক্রন্দন আনন্দ-জনিত,—তাঁহার যে নৌ-বাহিনী বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য। তখন তিনি তাঁহার জাহাজগুলি কোথায় রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিয়ার্কাস উত্তর করিলেন যে, সংস্কারার্থ জাহাজগুলিকে আনামিস নদীর মোহনার নিকটে উপকূলের উপরে রাখা হইয়াছে। এই সংবাদে, আলেকজান্দার গ্রীকদিগের জীয়স ও লিবিয়ানদিগের আমনের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সমগ্র এসিয়ার বিজয়ী বলিয়া যে আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন, এই সংবাদে তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়াছেন। কারণ, তিনি যে সকল জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিমান স্বরূপ এই অভিযানের পরাজয়ে, তিনি সকল শান্তি হারাইতেন।

ষড়্ত্রিংশ অধ্যায়

উৎসব

কিন্তু, মিথ্যা সংবাদ আনয়নের জন্য তিনি যে শাসনকর্ত্তাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি শিবিরে নিয়ার্কাসকে দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন "আমি আপনার নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ আলেকজান্দারকে প্রদান করি। কিন্তু, আমি এক্ষণে কি অবস্থায় আছি দেখুন।" নিয়ার্কাস শাসনকর্ত্তার সম্বন্ধে আলেকজান্দারের নিকট প্রার্থনা করিলে, আলেকজান্দার তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। তৎপরে আলেকজান্দার তাঁহার নৌ-বাহিনীর নিরাপদে পৌঁছাইবার জন্য রক্ষাকর্ত্তা জীয়স এবং হিরাক্লিস এবং ধ্বংশ হইতে ত্রাণকর্ত্তা আপলো, এবং পসিডন ও অন্যান্য সামুদ্রিক দেবতাকে তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। তিনি ব্যায়াম ও সঙ্গীতবিস্তারও পারদর্শিতা পরীক্ষা করিলেন এবং নিয়ার্কাসকে প্রথম স্থান দিয়া এক শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিলেন। নিয়ার্কাসের মস্তকের জন্য মাল্য গ্রথিত হইল এবং জনতা তাঁহার মস্তকে পুষ্প বরিষণ করিলে লাগিল। এই সকল অনুষ্ঠানান্তে, আলেকজান্দার নিয়ার্কাসকে বলিলেন "আমি ইচ্ছা করি না যে, তুমি পুনর্ব্বার তোমার জীবন বিপন্ন কর বা সমুদ্রে ভ্রমণজনিত কষ্টানুভব কর এবং তজ্জন্য নৌবাহিনীকে সুসা পর্য্যন্ত চালনা করিবার জন্য আমি অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিব।" কিন্তু, নিয়ার্কাস উত্তর করিলেন "হে রাজন্!

আমার ইচ্ছা এবং আমার কর্ত্তব্যও এই যে, সকল বিষয়েই আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করি ; কিন্তু, যদি অন্য কোন প্রকারে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সুসা না পৌঁছি, ততদিন আমার হস্ত হইতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন না। বিপদ ও ক্লেশ-জনক অংশ আমি সম্পন্ন করিয়াছি; সুতরাং, শেষ সাফল্যের সুযশ-ভোগে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।" আলেকজান্দার নিয়ার্কাসের নিবেদন শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রার্থনা কৃতজ্ঞতার সহিত পূর্ণ করিলেন। পরে, তিনি অল্প কয়েকজন শরীররক্ষী সহ পুনর্ব্বার নিয়ার্কাসকে সমুদ্রকূলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, বিনা বাধায় নিয়ার্কাস অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; কারণ, বর্ব্বরগণ, আলেকজান্দার তাহাদের শাসনকর্ত্তার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে রুষ্ট হইয়া সসৈন্যে সমবেত হইয়া, নূতন শাসনকর্ত্তা লিপোলিমসের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই কারমেনিয়ার সকল দুর্গগুলি অধিকার করিয়াছিল। তজ্জন্য নিয়ার্কাসের বিদ্রোহীদলের সহিত সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ করিতে হইয়া-ছিল। তজ্জন্য তাঁহাদের পথিমধ্যে যুদ্ধ করিতে হইলেও তাঁহারা উপকূলে পৌঁছিলেন। অবশ্য, পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট ও বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল। উপকূলে উপনীত হইয়া তিনি রক্ষাকর্ত্তা জীয়সের পূজা দিলেন এবং ব্যায়াম-ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

পুনর্যাত্রা

এই সকল পবিত্র কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইলেন এবং একটী জলশূন্য ও পার্ব্বত্য দ্বীপ অতিক্রম করিয়া, অন্য একটী দ্বীপে পৌঁছিয়া তথায় নঙ্গর করিলেন। এই দ্বীপটীও আকারে সুবৃহৎ এবং লোক-পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত হার্ম্মোজিয়া বন্দর হইতে ৩০০ ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত। জনশূন্য দ্বীপটী ওর্গানা নামে এবং যে দ্বীপে তাহারা নঙ্গর করিয়াছিল তাহা ওরাকটা (১) নামে অভিহিত হয়। এই দ্বীপে দ্রাক্ষা, তালবৃক্ষ এবং শস্য জন্মে। ইহার দৈর্ঘ্য আটশত ষ্টাডিয়া। এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা মাজীনিস নৌ-বাহিনীর পরিচালকরূপে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়া সুসা পর্য্যন্ত নৌবাহিনীর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। এই দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ তদ্দেশীয় প্রথম রাজার সমাধিস্থল প্রদর্শন করাইয়া থাকে। এই রাজা ইরিথ্রিস নামে খ্যাত ছিলেন বলিয়া তদ্দেশীয় সমুদ্র ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র (২) নামে অভিহিত হয়। এই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া তাহারা এই দ্বীপেরই অন্য একটী স্থানে নঙ্গর

---

(১) ১লা জানুয়ারী, ৩২৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ। আর্গানা বর্ত্তমান অর্ম্মাজ।

(২) ইরিথ্রিয়ান সাগর—ভারত সমুদ্র ও পারস্যোপসাগর ও আরব্যোপসাগর ও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে। "Periplus of the Erythrean Sea" নামক গ্রন্থের অনুবাদই এই কল্পের চতুর্থ খণ্ড ভুক্ত হইয়া যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

করে; এই স্থান হইতে ৪০ ষ্টাডিয়া দূরে একটী দ্বীপ দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ এই অগম্য দ্বীপ পসাইডনের নামে পবিত্রীভূত বলিয়া জানিতে পারে। পর দিবস প্রাতঃকালে, তাহারা যে সময় সমুদ্রে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে ছিল, তখন এত তীব্রবেগে ভাঁটা হইয়াছিল যে, তাহাদের তিন খানি জাহাজ উপকূলস্থ চড়ায় লাগিয়া যায় এবং অন্য জাহাজগুলি গভীর জলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তরঙ্গাঘাত হইতে অব্যাহতি পায়। যাহাহউক, জোয়ারের সময় উল্লিখিত তিন খানি জাহাজ ভাসনান হয় এবং পরদিবস উহারা নৌবাহিনীতে যোগদানে সক্ষম হয়। চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা মহাদেশ হইতে তিনশত ষ্টাডিয়া দুরবর্ত্তী অন্য একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাতঃকালে অগ্রসর হইয়া তাহারা বাম দিকস্থ পাইলোরা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সিসিদোন নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে নঙ্গর করে। এই নগরে কেবল জল ও মৎস্য পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত অনুর্ব্বরা বলিয়া, অধিবাসীরা কেবল মৎস্যাহার করে। এই নগর হইতে আবশ্যক জল গ্রহণ করিয়া নিয়ার্কাস তিনশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সমুদ্র-মধ্যস্থ একটী অন্তরীপের প্রান্তসীমায় উপনীত হইলেন। এই প্রান্তসীমা টার্শিয়া নামে আখ্যাত হয়। তৎপরে, তাহারা কাটাইয়া নামক জলশূন্য সমতল দ্বীপে উপনীত হয়। এই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী মহাদেশীয় অধিবাসিগণ প্রতিবৎসর এই দ্বীপে হার্ম্মিস ও আফ্রোডাইটের নামে উৎসর্গ করিবার জন্য মেষ প্রেরণ করে। সময় ও দ্বীপের অনুর্ব্বরার জন্য এই সকল পশু বন্যভাবে বিচরণ করে।

অষ্টাস্ত্রিংশ অধ্যায়

কারমেনিয়া

কারমেনিয়া এই দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু এই সকল স্থান পারস্যদেশের অধিকৃত। কারমেনিয়ার উপকূল ভাগ ৩৭০০ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত। পারস্য-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে বাস করে বলিয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পারসীক-দিগের ন্যায় বাস করে এবং তাহাদিগেরই ন্যায় অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার ও সামরিক প্রথাবলম্বন করে। নৌবাহিনী যখন পবিত্র দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন ইহা পারস্যের উপকূলভাগ অগ্রসর হইয়া প্রথমে ইলা নামক স্থানে পৌছে। ক্ষুদ্র ও জলশূন্য কৈকান্দার দ্বীপের আবরণে এই স্থানে একটী বন্দর রহিয়াছে। ইহা চারিশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। প্রদোষ-কালে তাহারা জনাকীর্ণ অন্য একটী দ্বীপে উপনীত হয়। নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতীয় সমুদ্রের ন্যায় এই স্থানেও শুক্তি ধৃত করা হয়। এই অন্তরীপের উপকূল দিয়া চল্লিশ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা এই দ্বীপে নঙ্গর করে। অতঃপর তাহারা ওখো নামক উচ্চ পর্ব্বতের সন্নিকটে নঙ্গর করে। এই স্থানে সুরক্ষিত একটী বন্দর আছে এবং অধিবাসীরা মৎস্যজীবী। এই স্থান হইতে চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া, ও আপোষ্টানা (১) নামক স্থানে উপনীত হইয়া তাহারা নঙ্গর করে। এই স্থানে তাহারা অনেকগুলি নৌকা দেখিতে পায় এবং

---

(১) ৯৯ দিবস, ৮ই জানুয়ারী (ভিনসেণ্ট)।

অবগত হয় যে, উপকূল হইতে ৬০ ষ্টাডিয়া দূরে একটী গ্রাম আছে। আপোষ্টানা হইতে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়া তাঁহারা চারিশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী একটী উপসাগরে পৌছেন। এই উপসাগরের উপরে অনেকগুলি গ্রাম দৃষ্ট হইয়াছিল। একটী উচ্চ অন্তরীপের আশ্রয়ে নৌ-বাহিনী স্থান গ্রহণ করে। চতুর্দ্দিকে গ্রীকদেশীয় বৃক্ষের ন্যায় তাল (২) ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। এইস্থান হইতে যাত্রা করিয়া, তাহারা উপকূল হইতে সমান দূরে থাকিয়া, ছয়শত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী গোগানা নামক জনাকীর্ণ স্থানে পৌঁছে। এইস্থানে তাহারা আরিয়স নামক নদীর মোহনায় নঙ্গর করে। ক্ষুদ্র প্রণালীদ্বারা নদীমুখে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া, এই স্থানে নঙ্গর করা কষ্টসাধ্য ছিল। এই স্থান হইতে আটশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা সীতাকস নামক নদীর মোহনায় উপনীত হইল। এই স্থানে নঙ্গর করাও কষ্ট-সাধ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পারস্যে উপকূল ভাগের সর্ব্বত্রই অগভীর ও উর্ম্মি এবং কর্দ্দমময় স্থান হইয়া নৌবাহিনীকে নৌচালন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা সীতাকসে আলেকজান্দারের আদেশে পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত প্রচুর আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। নিয়ার্কাস এই স্থানে জাহাজ-সংস্কারের জন্য একবিংশতি দিবস অতিবাহিত করেন। জাহাজগুলিকে এতদুদ্দেশ্যে চড়ার উপর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

---

(২) প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমানেও এই স্থানে প্রচুর তালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

হীরাটীস

এই স্থান হইতে সার্দ্ধ সাতশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহারা জনাকীর্ণ হীরাটীস নগরে উপনীত হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা হীরাটীমিস নামক খালে নঙ্গর করিলেন। এই খাল একটি নদী হইতে বহির্গতা হইয়া সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে। পরদিবস প্রায় প্রাতঃকালে উপকূল ভাগ হইয়া যাত্রা করিয়া তাহারা পোড্রাগন নামক নদীর নিকটে পৌঁছিল। এই স্থানটী একটী উপদ্বীপ এবং ইহাতে অনেকগুলি উদ্যান ও ফলবান বৃক্ষ ছিল। এই স্থানটী মেসামব্রিয়া নামে আখ্যাত হইত। মেসামব্রিয়া হইতে যাত্রা করিয়া এবং দুইশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা গ্রানীস নদী তীরবর্ত্তী টাওকে নামক স্থানে পৌঁছে। নদীমুখ হইতে দুই শত ষ্টাডিয়া দূরে পারসীকদিগের একটী রাজধানী আছে। আমরা নিয়ার্কাস হইতে জানিতে পারি যে, নৌবাহিনীর সৈন্যগণ টাওকেতে একটী তিমি চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে দেখিতে পায় এবং একদল নাবিক ইহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ইহা মাপ করিয়া জানিতে পারে যে ইহা পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ। তাহারা ইহাও বলিল যে, ইহার চর্ম্ম এক হস্ত দীর্ঘ এবং কণ্টক ঝিনুক, শম্বুক ও সামুদ্রিক বৃক্ষ পূর্ণ। ভূমধ্যসাগরে যে আকারের ডলফিন দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা বৃহদাকারের ডলফিন এই স্থানে দৃষ্ট হয়। টাওকে হইতে দুইশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা রোগোনিস

নদীর মোহনায় উপনীত হইয়া নঙ্গর করিল। এই স্থান হইতে চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা ব্রাইজানা নামে অন্য একটী নদীতীরে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করে। কেবল জোয়ারের সময়ই তাহারা নঙ্গর করিতে সক্ষম হইয়াছিল ; ভাঁটার সময় জাহাজগুলি শুষ্ক ভূমিতে পড়িয়াছিল। পরদিবসের জোয়ারের সময় এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আরোসিস নামক নদীর মোহনায় উপনীত হইল। নিয়ার্কাসের মতে তাঁহার জলযাত্রাকালীন, সমুদ্রের সহিত সম্মিলিতা ইহাপেক্ষা বৃহতী নদী তিনি দেখেন নাই।

চত্বারিংশ অধ্যায়

নানা জাতি

আরোসিস নদীই পারসীকদিগের অধিকারের সীমানির্দ্দেশ করে এবং সুসিয়ানদের রাজ্য হইতে পারসীকদের রাজ্য বিভক্ত করে। সুসিয়ানদের রাজ্যের অনতিদূরে উক্সিয়ান নামক এক স্বাধীন জাতি বাস করে; আমার অন্যতম গ্রন্থে আমি ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। পারসীকদের অধিকৃত রাজ্যের উপকূলভাগ ৪,৪০০ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত। সচরাচর যেরূপ অবগত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের তিন প্রকার বিভিন্ন জলবায়ু। ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ উত্তাপের জন্য বালুকাময় ও অনুর্ব্বরা; ইহার পরবর্ত্তী অংশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ; কারণ, এই অংশে পর্ব্বতগুলি মেরু ও উত্তর বায়ুর দিকে বিস্তৃত। এই অংশ পশুচারণোপযোগী ভূমি এবং তৃণক্ষেত্র ও জলপাই ব্যতীত দ্রাক্ষা ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ-সমন্বিত; এতদ্ব্যতীত ইহাতে প্রচুর উদ্যান ও কুঞ্জ রহিয়াছে এবং নদীও হ্রদ পূর্ণ। এই সকল নদী ও হ্রদ উভয়তেই নানা প্রকার জলীয়-কুক্কুট পাওয়া যায়। এই দেশ চারণভূমি সমন্বিত বলিয়া অশ্ব ও অন্যান্য ভারবাহী পশুর পক্ষেও উপযুক্ত। আরও, এই দেশে ঘন-সন্নিবিষ্ট বন থাকাতে প্রচুর মৃগয়োপযোগী পক্ষী পাওয়া যায়। ইহার উত্তরস্থ প্রদেশ শৈত্যপ্রধান ও তুষারাবৃত। নিয়ার্কাস আমাদের বলিয়াছেন যে, কতিপয় দূত ইউক্সাইন সমুদ্র হইতে কয়েকদিবসের মধ্যে আলেকজান্দারের সাক্ষাত-লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহারা এই দূরত্ব যে অধিক নহে, তাহা বর্ণনা

করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মিদিয়ান নামক চৌরের জাতি যেরূপ পারসীকদের এবং কোসাইয়ানরা যেরূপ মিদিসগণের নিকট বাস করে, তদ্রূপ সুসিয়ানদের পরে ইউক্সিয়ানগণ বাস করে। শীতকালে, যখন এই সকল জাতি তাহাদিগের দেশ অনধিগম্য বিবেচনা করিয়াছিল, তখনই আলেকজান্দার ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, ইহাদের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে, তিনি ইহাদের যাযাবর-স্বভাব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ভূমি কর্ষণ করিতে এবং কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি, যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবাদ-ভঞ্জনে বল প্রয়োগ না করিতে পারে, তজ্জন্য শাসন-কর্ত্তাও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আরোসিস হইতে যাত্রা করিয়া নৌবাহিনী সুসিয়ানদিগের রাজ্যের উপকূল হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে জলযাত্রার অপরাংশের তিনি সঠিক বর্ণনা করিতে পারেন না; তিনি কেবল স্থানের নাম ও দূরত্বের বৃত্তান্ত দিতে পারেন। কারণ, উপকূলভূমি অগভীর-সমুদ্র ও বেলাভূমি পূর্ণ এবং তজ্জন্য কূলে পৌঁছান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তজ্জন্য তাহারা সমুদ্র মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতেছিল। পার্সিসের সীমান্তপ্রদেশীয় যে নদীর মোহনায় তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নদী উল্লেখ কালে নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, পরিচালক-গণ তাঁহাকে বলে যে, অন্যত্র সুপেয় বারি দুর্লভ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি উল্লিখিত নদীর মোহনা হইতে পাঁচদিবসের উপযুক্ত জল সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

মার্গস্থান

পাঁচশত ষ্টাডিয়া পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মৎস্য পরিপূর্ণ কাটাডার্ব্বিস নামক খাড়িতে নঙ্গর করেন। এই খাড়ির মুখে মার্গস্থান নামক একটী দ্বীপ ছিল। প্রত্যূষে অগভীর স্থানের জন্য জাহাজগুলি একে একে অগ্রসর হইল। লিউকেডিয়া এবং আকারনেনিয়ার মধ্যবর্ত্তী পথে যেরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, অগভীর স্থান নির্দ্দেশের জন্য তদ্রূপ কাষ্ঠ-দণ্ড স্থাপনা করা হইয়াছিল। কিন্তু, লিউকেডিয়ার অগভীর স্থানের বালু দৃঢ় এবং তজ্জন্য সে স্থানে জাহাজ আবদ্ধ হইলে সহজে মুক্ত করা যায়; কিন্তু, এই স্থানে দুই ধারেই গভীর কর্দ্দম থাকার জন্য, একবার জাহাজ আবদ্ধ হইলে আর তাহাকে মুক্ত করা যায় না। কারণ, দণ্ডগুলি কর্দ্দমের মধ্যে প্রবেশ করান দুরূহ; অধিকন্তু, জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। নৌবাহিনী ছয়শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া নঙ্গর করিল; প্রত্যেক জাহাজের নাবিক নিজ নিজ জাহাজে থাকিয়া আহার গ্রহণ করিল। রাত্রিকালে, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা গভীর জলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৎপর দিবসে, প্রায় নয়শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা ব্যাবিলোনিয়ার অন্তঃর্গত ডিরিডোটীস নগরের নিকটস্থ ইউফ্রেটীস নদীর মোহনায় উপনীত হইল। এই ডিরিডোটীস নগরই আরবদেশের সমুদ্রপথগামী গন্ধদ্রব্যের বন্দর। ইউফ্রেটীসের মোহনা হইতে বাবিলনের দূরত্ব নিয়ার্কাসের মতে ৩,৩০০ ষ্টাডিয়া।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দার ও নিয়ার্কাস

এই স্থানে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, আলেকজান্দার সুসার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে তাঁহারা আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ডিরিডোটীস হইতে পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুসাকে বাম পার্শ্বে রাখিয়া যে হ্রদে টাইগ্রীস নদী পতিতা হইয়াছে, তাহারই কূল হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই টাইগ্রীস নদী আর্ম্মেনিয়া হইয়া নির্গতা হইয়া এবং প্রাচীন ও প্রথিত নিনেভা নগরের পাদধৌত করিয়া, ইউফ্রেটীস ও ইহার মধ্যে মেসোপটেমিয়া নামক প্রদেশে বেষ্টন করিয়াছে; এবং তজ্জন্যই ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। যে স্থানে ইহা হ্রদে মিলিতা হইয়াছে, সেই স্থান হইতে (লুসানগর হইতে ৫০০ শত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী সৌসিস নামক প্রদেশস্থ) আগিনিস নামক নগর ছয়শত ষ্টাডিয়া। সৌসিয়ান প্রদেশের উপকূল হইয়া অগ্রসর হইলে পাসিটিগ্রীস দুইশত ষ্টাডিয়া। এই নদীর মোহনা হইতে অগ্রসর হইয়া, তাহারা উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ প্রদেশের মধ্য দিয়া দেড় শত ষ্টাডিয়া দূরে নঙ্গর করিয়া, আলেকজান্দারের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিয়ার্কাস যে সকল দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়ার্কাস তখন তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা দেবতাগণের

পূজা করিলেন এবং সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার সংবাদ-বহনকারী দূতগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, নৌবাহিনী অগ্রসর হইল এবং শুসার নিকটবর্ত্তী যে সেতুদ্বারা তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে অপর পারে লইবেন, তথায় উপনীত হইলেন। এই স্থানেই সকল সৈন্য একত্রীভূত হইল এবং আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্য ও নৌবাহিনীর নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দেবতাগণের পূজা করিলেন এবং ব্যায়াম ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইল। সৈন্যগণ নিয়ার্কাসকে দেখিতে পাইলে মাল্য প্রদান ও পুষ্পদ্বারা সুশোভিত করিত। এই স্থানেই আলেকজান্দার নিয়ার্কাস ও লিওনীটসকে সুবর্ণের মুকুট প্রদান করেন। নিয়ার্কাস সমুদ্র পথে অভিযান সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া এবং লিওনীটস ওরিইটাই এবং নিকটবর্ত্তী বর্ব্বরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপে পুরস্কৃত হইলেন। এই প্রকারেই যে অভিযান সিন্ধু হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহা নিরাপদে আলেকজান্দারের নিকট পৌঁছিয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত

তৃতীয়াংশ

৪৩ অধ্যায়

নানাদেশের কথা

ত্রয়চত্বারিংশ অধ্যায়

নানাদেশের কথা

বাবিলোনিয়া রাজ্য হইতে দূরবর্ত্তী, ইরিথ্রিয়ান সাগরের দক্ষিণে যে সকল জনপদ আছে, তাহা সাধারণত আরবদেশের অধীন। এই দেশ একদিকে যে সমুদ্র ফিনিসিয়া ও সিরিয়ান পালেষ্টাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই পর্য্যন্তই ইহার সীমা। পশ্চিম দিকে ইহা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী মিশর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মহাসমুদ্র হইতে নির্গত উপসাগর মিশরে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই সমুদ্র ইরিথ্রিয়ান সাগরের সহিত সংযুক্ত; এবং, তজ্জন্ত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই উপসাগর হইয়া বাবিলোনিয়া হইতে মিশর পর্য্যন্ত জলযাত্রা করা সম্ভবপর। কিন্তু, অত্যধিক উষ্ণতা ও অনুর্ব্বরা হেতু কেহই এই জলযাত্রা করে নাই। কারণ, কামবাইসীসের সৈন্যগণ যাহারা মিশর হইতে পলায়ন করিয়া নিরাপদে সুসায় পৌঁছিয়াছিল, এবং লাগসপুত্র টলেমি, বাবিলনে সেলুকাস নিকেটরকে যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহারা আট দিবসে আরব দেশ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই প্রদেশ জলশূন্য ও অনুর্ব্বরা এবং জলবহনকারী দ্রুত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে কেবল রাত্রিকালে অগ্রসর হইয়া তাহারা এই মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছিল; কারণ, দিবাভাগ এত উষ্ণ যে, তাহারা কোন প্রকারেই ইহা

সহ্য করিতে পারিয়াছিল না। এই সকল প্রদেশ এবং ইহার উত্তর দিকস্থ প্রদেশ সমূহও বালুকাপূর্ণ মরুভূমি। অধিকন্তু, নাবিকগণ মিশরের অন্তঃর্গত আরোব্যোপসাগর হইতে যাত্রা করিয়া এবং পারস্য ও সুসাকে যে সমুদ্র ধৌত করিতেছে, সেই সমুদ্রে পৌঁছিবার জন্য আরবের অধিকাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত পানীয় জল নিঃশেষ হয় নাই ততদিন অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ইরিথ্রিয়ান সাগরের দক্ষিণাংশস্থিত প্রদেশ অনুসন্ধান করিবার জন্য আলেকজান্দার যে সকল সৈন্যকে বাবিলন হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের পথিমধ্যে কয়েকটী দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল এবং আরবদেশের কয়েকটী স্থানেও গমন করিয়াছিল। কিন্তু, কারমেনিয়ার বিপরীত দিকে অবস্থিত যে অন্তরীপের কথা নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন, কেহই তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া অপর পারে গমন করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে যদি স্থল বা জল পথে সেই স্থানে পৌঁছান সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আলেকজান্দারের ন্যায় উৎসাহী ও অনিসন্ধিৎসুব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রমাণ করিতেন যে, উহা উভয় পথেই পৌঁছান যায়। কিন্তু, লিবিয়া দেশীয় হানো কার্থেজ হইতে যাত্রা করিয়া লিবিয়াকে বামপার্শ্বে রাখিয়া হার্কিউলিসের স্তম্ভ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উত্থানশীল সূর্য্যের দেশাভিমুখী হইতে একমাস পাঁচদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করাতে, তাঁহাকে পানীয় জলের অভাব-বোধ, ও অত্যধিক গ্রীষ্ম ভোগ করিতে হইয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে অগ্নির প্রবাহও চলিতেছিল। অবশ্য লিবিয়ায় অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড মধ্যে অবস্থিত কাইরীণের জলবায়ু প্রীতিপদ এবং তথায় সুপেয় বারি, পুষ্পোদ্যান

ও মাঠ আছে এবং তথায় সকল প্রকার জন্তু এবং শাক সবজী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু, কাইরীণের সমগ্রাংশই এইরূপ নহে; ইহার অন্যান্যাংশ মরুভূমি।

এই স্থানেই মাসিদোনিয়ান দেশীয় ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার-সম্বন্ধীয় আমার বর্ণনা শেষ হইল।

পরিশিষ্ট

(প্রথম পরিশিষ্ট)

অতিরিক্ত পাদটীকা

ঊনবিংশ অধ্যায়

৮৬ পৃষ্ঠা—"পথিমধ্যে আলেকজান্দার কোন্ কোন্ জাতি পরাভূত করিয়াছিলেন" :—

আলেকজান্দার ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পোরসকে হাইডাসপিস ও হাইফাসিসের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের রাজত্ব প্রদান করেন। পরে, সৌভূতি-অধীপকে পরাভূত করিয়া, তিনি অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে অগ্রসর হইতে থাকেন। তৎপরে, তিনি আকিসাইন ও হাইডাসপিসের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া সিবই (১) ও আগালসই নামক জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য প্রস্তুত হন। সিবইগণ, ৪০,০০০ সহস্র পদাতিক, ৩০০০ সহস্র অশ্ব সহ তাঁহার গতিরোধ করেন। কিন্তু, তাঁহারা পরাজিত হইলে, আলেকজান্দার তাঁহাদের প্রধান নগর অধিকার করেন। সিবইগণের অন্য একটী নগরাধিকার কালে বহুসংখ্যক মাসিদোনিয়ান সৈন্য হত হয়। তৎপরে, আলেকজান্দার মালই এবং অক্সিড্রাকইগণকে পরাভূত করিয়া ও

(১) সিবই বা শিবাই—প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ফিলিপসকে এই পরাজিত ভূভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, যেস্থানে আকিসাইন, হাইডাসপিস, হাইড্রাওটীস, হাই-ফাসিস এবং সিন্ধু একত্রীভূতা হইয়াছে তথায় উপনীত হন।

আরও, কয়েকটী বলদৃপ্ত জাতি পরাভব করিয়া, মাসিদোনিয়াধিপতি রাজা মৌসিকানসের রাজ্যে উপনীত হইলে, মৌসিকানস অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু, পরে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে বিদ্রোহভাবাপন্ন হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলে, আলেকজান্দার পরাজিত মৌসিকানস ও তাঁহার পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণগণকে ক্রসবিদ্ধ করেন।

তৎপরে, আলেকজান্দার অস্কিকানস ও সাম্বস নামক দুইজন নর-পতিকে পরাজিত করেন। কথিত হয় যে, উপর্য্যুক্ত কয়েকটী স্থানে অশীতি সহস্র ভারতবাসী হত ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়।

৮৬ পৃষ্ঠা—"মাল্লি (২) জাতির দেশে তিনি কি প্রকারে বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন" :—

মাল্লিগণ অক্সিড্রাকই (বা ক্ষুদ্রক) জাতির সহিত একত্র হইয়া প্রায় অশীতি সহস্র পদাতিক, দশ সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্রাধিক রথীসৈন্যসহ আলেকজান্দারের গতিরোধ করে। পরে কয়েকটী যুদ্ধে পরাভূত হইলে, অধিকাংশ মাল্লি একটী দুর্গে এবং কতকাংশ নিকটবর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ-বহুল নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলেকজান্দার, তাঁহার অন্যতম সেনাপতি পিথনকে এই নগরাধিকারে প্রেরণ করিলে পিথন পরাজিত হইয়া পলায়ন

(২) প্রাচীন-ভারত, প্রথম খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করেন। তখন স্বয়ং আলেকজান্দার এই নগর আক্রমণ করেন। সর্ব্ব-প্রথমে মহাবীর আলেকজান্দারই নগর-প্রাচীর-আরোহণে সমর্থ হন। এই যুদ্ধে ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হন এবং তাঁহাদের প্রায় পাঁচসহস্র সৈন্ত নিহত হয়।

মাল্লিগণের অধিকৃত অন্য একটী নগরেই আলেকজান্দার গুরুতররূপে আহত হন। গ্রীক সৈন্তগণ নগরাধিকারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, স্বয়ং মাসিদনাধিপতি একজন সৈনিকের নিকট হইতে রজ্জুর অধিরোহিনী সাহায্যে প্রাচীরের উর্দ্ধদেশে আরোহণ করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ, অধিক সৈন্ত এই অধিরোহিনী সাহায্যে প্রাচীরে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই অধিরোহিনী ছিন্ন হয়। প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান থাকিলে, শত্রুর হস্তে মৃত্যু সুনিশ্চিত বুঝিয়া, আলেকজান্দার প্রাচীর-গাত্র হইতে নগর মধ্যে লম্ফ প্রদান করেন ; কিন্তু শীঘ্রই শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভূমিশায়ী হন। এই সময়ে তাঁহার অন্যতম সেনানী পিউসেসটান এবং সেনাপতি লিওনীটস তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহির্দ্দেশস্থ গ্রীক সৈন্যগণ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিকষ্টে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার-সাধন করে। আলেকজান্দার ক্রুদ্ধ হইয়া বালক বালিকা বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করিতে আদেশ দেন। বলা বাহুল্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

সন্ধির সময় মাল্লি জাতি তিন শত অশ্বারোহী, এক সহস্র ঢাল, বহু সংখ্যক চতুরাশ্ব-যোজিত রথ ও নানারূপ উপহার প্রদান করেন।

একবিংশ অধ্যায়

৯১ পৃষ্ঠা—(২) পাদটীকা—"ভিনসেণ্টও ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন" স্থলে "ভিনসেণ্ট ৩২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ করিয়াছেন।" ভিনসেণ্ট কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা তাঁহার মতোদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান মতও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

৯২ পৃষ্ঠা—কৌমানা—কেহ কেহ ইহাকে কৌমার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকারক ইহাকে বর্ত্তমান খৌ নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৯২ পৃষ্ঠা—কোরিয়াটিস—এই নাম অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

জল মধ্যে পর্ব্বত সম্বন্ধে অন্যতম টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই পর্ব্বত অধুনাও দৃষ্ট হয়। ইহা বর্ত্তমান পিটি নামক স্থানের সন্নিকটস্থ। "The dangerous rock of Nearchus completely identifies the spot, and as it is still in existence, without any other within a circle of many miles, we can wish for no stronger evidence."

৯৪ পৃষ্ঠা—বিবক্ত—প্লিনি ইহাকে বিবাগ বলিয়াছেন। প্লিনির মতে এই দ্বীপ ক্রোকাল হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল।

সঙ্গড—টীকাকারকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই দ্বীপের নাম হইতে বর্ত্তমানে কচ উপসাগরে সাঙ্গদিয়ান নামে যে দস্যুগণ বাস করে, তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

৯৫ পৃষ্ঠা—ডোমাই দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

৯৮ পৃষ্ঠা—পাগল—ফিলসট্রটস নামক গ্রীক গ্রন্থকার ইহাকে পিগাডী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কাবান—কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান অঘোর নদী-তীরবর্ত্তী স্থান বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ টলেমি কথিত কিয়াম্বা বা আরিয়ান কথিত কাবানা একই স্থান।

কোকালা—বর্ত্তমান রাসকাছারীর (Ras Katchari) নিকটবর্ত্তী অন্তরীপ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

১০০ পৃষ্ঠা—টমিরিস—প্লিনি টমবেরাস এবং মেলা টুবোরো বলিয়াছেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

১০১পৃষ্ঠা—ওরিইটাই জাতির অধিকৃত রাজ্যের উপকূল ১৮০০ ষ্টাডিয়া—প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব একাদশ শত ষ্টাডিয়ার অধিক নহে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

১০৫ পৃষ্ঠা—বাগীসারা—বর্ত্তমান নাম আরাবা বা হর্ম্মারা উপসাগর। টলেমি ইহাকে রাপুয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

১০৮ পৃষ্ঠা—বালোমন—এই স্থান অন্যত্র উল্লিখিত হয় নাই।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

১১৪ পৃষ্ঠা—বাগসিরা—শুদ্ধপাঠ ডাগসিরা।

ইকথিওফাগিগণের উপকূল—ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, ইকথিওফাগিগণের উপকূল মাত্র ৭৩০০ ষ্টাডিয়া ছিল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

১৩৩ পৃষ্ঠা—পসাইডন—গ্রীকদিগের জলদেবতা।

এই দ্বীপ অধুনা অঙ্গার নামে কথিত হয়।

পাইলোরা—বর্ত্তমান পলিওর দ্বীপ।

কাটাইয়া বা কাটাকা—বর্ত্তমানে কেন নামে খ্যাত।

হার্ম্মিস ও আফ্রোডাইট—গ্রীক দেবতাদ্বয়।

অষ্টাস্ত্রিংশ অধ্যায়

১৩৪ পৃষ্ঠা—কৈকান্দার বা কিকান্দার দ্বীপ—বর্ত্তমানে আন্দারাভিয়া নামে আখ্যাত।

১৩৫ পৃষ্ঠা—গোগানা—বর্ত্তমান কঙ্কান।

১৩৫ পৃষ্ঠা—সীতাকস—প্লিনি কথিত সিতিওগাগাস।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

১৭৩ পৃষ্ঠা—আরোসিস—অন্যতম নাম ওরোয়াটীস। প্লিনি ইহাকে জারোটীস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ত্রয়চত্বারিংশ অধ্যায়

১৪৭ পৃষ্ঠা—টলেমি প্রেরিত সৈন্য—কি উদ্দেশ্যে এই সৈন্যাবলী প্রেরিত হইয়াছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না।

ভ্রম সংশোধন

৬৪ পৃষ্ঠা—তৃতীয় প্যারাগ্রাফ—"পারস্যোপসাগরের মুখ পর্য্যন্ত স্থান অনাবশ্যক হেতু পর্য্যালোচনা করেন নাই" হইবে।

৯১ পৃষ্ঠা—পাদটীকা—"ভিনসেণ্টও ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন" স্থলে ভিনসেণ্ট ৩২৭ খৃষ্টাব্দের ২ রা অক্টোবর বলিয়াছেন।

অন্যান্য মুদ্রাকর প্রমাদে অর্থবোধে অসুবিধা হইবে না বলিয়া কোন শুদ্ধি-পত্র দেওয়া হইল না।

(দ্বিতীয় পরিশিষ্ট)

আলেকজান্দারের অভিযানের সময়

(মন্তব্য)—আমরা ভূমিকায় ভিনসেণ্টের মত উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে ভিনসেণ্টের নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ভিনসেণ্টের নিরূপিত সময়ে ও আধুনিক প্রাজ্ঞগণের নির্দ্ধারিত সময়ে প্রায় দুই বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তথাপি ভিনসেণ্ট আলেকজান্দারের অভিযানের সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারই পর্য্যালোচনার ফলে যে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই হেতু নাই।

আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ৩২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি হিন্দুকুস অতিক্রম করেন এবং ৩২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সুসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে সিন্ধুর পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী জনপদে তিনি উনবিংশ মাস (৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মার্চ্চতে হই৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাস) অতিবাহিত করেন। প্রথমোক্ত তারিখে তিনি সিন্ধুর উপরিস্থ সেতু দ্বারা সিন্ধু অতিক্রম করেন এবং শেষোক্ত তারিখে তিনি আরাবিস জাতির রাজ্যে উপনীত হন।

আলেকজান্দারের অগ্রসর

৩২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

মে	...	হিন্দুকুস পর্ব্বত অতিক্রম
জুন	...	পার্ব্বত্য জাতিকে পরাভূত করিবার জন্ত আলেকজান্দারের অগ্রসর এবং কাবুল নদীর উপত্যকায় তাঁহার অন্ততম সেনাপতি হিফেসটীয়সের অগ্রসর
আগষ্ট	...	হিফেসটীয়ন কর্ত্তৃক হস্তী জাতির নগর অধিকার
সেপ্টেম্বর	...	মাসাগা প্রভৃতি অধিকার
নবেম্বর ও ডিসেম্বর		আয়র্ণস অধিকার

৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী	...	ওহিন্দ
ফেব্রুয়ারী	...	সৈন্তবাহিনীর বিশ্রাম
মার্চ্চ	...	তক্ষশীলা
এপ্রিল ও মে	...	অগ্রসর হইয়া হাইডাসপিসের যুদ্ধ—পোরসের পরাভব—সন্ধি—নিকাইয়া এবং বৌকেফলা নামক নগর স্থাপন
আগষ্ট	...	কাথিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ
সেপ্টেম্বর	...	হাইফাসিস তীরে পৌছান এবং সৈন্তগণের অগ্রসর হইতে আপত্তি

আলেকজান্দারের প্রত্যাবর্ত্তন ও মৃত্যু

৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর	...	হাইডাসপিস তীরে প্রত্যাগমন
অক্টোবরের শেষ ভাগ	...	জলযাত্রা আরম্ভ

৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী	...	মাল্লিজাতির পরাজয়
ঐ সময় হইতে সেপ্টেম্বর	...	সগদি, সাম্বস ও মৌসিকানিস জাতির পরাজয়
অক্টোবরের প্রারম্ভ	...	আলেকজান্দারের গেড্রোসিয়া অভিমুখে যাত্রা
অক্টোবরের শেষ ভাগ	...	নিয়ার্কাসের পারস্যোপসাগরের দিকে যাত্রা

৩২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী	...	আলেকজান্দারের গেড্রোসিয়ার রাজধানী পৌরায় পৌছান
ফেব্রুয়ারী	...	কারমেনিয়ার মধ্য দিয়া যাত্রা
এপ্রিলের শেষ অথবা মের আরম্ভ	...	সুসা

৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ

জুন	...	আলেকজান্দারের মৃত্যু।

(তৃতীয় পরিশিষ্ট)

টীকাকার ভিনসেণ্টের জীবনী

টীকাকার ভিনসেণ্ট ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮১৫ সনে ওয়াটারলুর যুদ্ধের বৎসরে দেহত্যাগ করেন। ১৭৭৯ সনে তিনি অল হ্যালোসের (All Hallows) "রেক্টর" (Rector), ১৮০১ সনে ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রধান শিক্ষক, ও পরবর্ত্তী বৎসরে "ডীন" (Dean) পদে নিয়োজিত হন। তৎকালে তাঁহাকে ইউরোপের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ মধ্যে উচ্চ স্থান প্রদান করা হইত। "Defence of Public Education," "The Commerce and Navigation of the Ancients" নামে তিনি দুইখানি বৃহৎ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুইখানি ও "Voyage of Nearchus" (নিয়ার্কাসের জলযাত্রা) পুস্তকগুলি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও যথেষ্ট আদরণীয় আছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। আমরা ৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "ভিনসেণ্টের মন্তব্য" তাঁহার পুস্তক হইতে অনুবাদিত করিয়াছি।

প্রথম পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভিনসেণ্টের গণিত সম্বন্ধে বৈষম্য দৃষ্ট হইলেও এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

(চতুর্থ পরিশিষ্ট)

প্রমাণ-পঞ্জী

(Bibliography)

কালিস্থিনিস, মিশর-রাজ টলেমী, আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস, রণতরী পরিচালক অনিসিক্রিটস, আরিষ্টবুলস, বিটন, ডায়গনীটস প্রভৃতি যাঁহাদিগকে আলেকজান্দার তাঁহার অভিযানকালীন রাজপথাদি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা আলেকজান্দারের অভিযানের সকল বৃত্তান্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্তাদি অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও বর্ত্তমানে বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনাদি দায়দরস, কুইন্টাস কার্টিয়াস, প্লুটার্ক লিখিত "আলেকজান্দার-জীবনী" এবং আরিয়ানের "আনাবেসিস" ও "ইণ্ডিকা"র অন্তর্ভূত হইয়াছে। "Itinerarium of Alexander" (আলেকজান্দারের পরিভ্রমণ) নামক লাটীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে অধ্যাপক নিবুর (Niebuhr) লিখিত "Lectures on Ancient History", আড হলম (Ad Holm) লিখিত "History of Greece", ডজের (Dodge) "Alexander" আলেকজান্দার, অধ্যাপক মাহাফি (Mahaffy) প্রণীত "Problems of Greek History", এবং হুইলার (Wheeler) লিখিত "Alexander the

Great” নামক গ্রন্থগুলিতে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও আলেকজান্দারের চরিত্রের বিশ্লেষণাদি আছে।

বঙ্গভাষায় পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত “ভারতে অলিক-সন্দর” ও পণ্ডিতবর রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কোন লেখা এ সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় না।

(পঞ্চম পরিশিষ্ট)

আরিয়ান সম্বন্ধে মতামত

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আরিয়ানের ইণ্ডিকা গ্রন্থকে "one of the most interesting Geographical treatises of antiquity" অর্থাৎ প্রাচীন কালের ভৌগোলিক বিবরণ সংক্রান্ত পুস্তকগুলির অন্তর্গত একখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ বলিয়াছেন।

আরিয়ান স্বয়ং তাঁহার অন্যতম পুস্তকে লিখিয়াছেন " I have admitted into my narrative as strictly authentic all the statements relating to Alexander and Philip which Ptolemy, son of Lagus, and Aristobulus agree in making ; and from those statements which differ, I have selected that which appears to me the more credible, and at the same time the more deserving of credit. Different authors have given different accounts of Alexander's actions ; and there is no one about whom more have been written, or more at variance with each other ; but in my opinion, the narratives of Ptolemy and Aristobulus are more worthy of credit than the rest. Aristobulus—because he served under king Alexander in his expedition, and Ptolemy because, being a king himself, the falsification of the facts would have been more disgraceful to him than to any other man. Moreover,

they are both more worthy of credit, because, they compiled their histories after Alexander's death, when neither compulsion was used, nor reward offered to them to write anything different from what really occured. Some statements also made by other writers, I have incorporated in my narrative, because they seemed to me worthy of mention and not altogether improbable ; but, I have given them merely as reports of Alexander's proceedings. And, if any man wonders why, after so many other man have written of Alexander, the compilation of this history came into my hand after perusing the narrative of all the rest, let him read this of mine, and then wonder, if he can."

অর্থাৎ

আমার গ্রন্থে লাগাস পুত্র টলেমি এবং আরিষ্টবুলস বর্ণিত বর্ণনায় আমি আলেকজান্দার ও ফিলিপ সংক্রান্ত কেবল সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। টলেমি ও আরিষ্টবুলসের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হইলে, যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার আলেকজান্দারের কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজান্দার সম্বন্ধে যত অধিক কথা লেখা হইয়াছে এরূপ আর কাহারও সম্বন্ধে হয় নাই এবং আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যেরূপ মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়, তাহাও আর কাহারও সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, আমার মতে টলেমি ও আরিষ্টবুলসের বর্ণনাই অধিকতর গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথমোক্ত, আলেকজান্দারের অভিযানে তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন এবং

শেষোক্ত স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, মিথ্যা বর্ণনা করিলে অন্যাপেক্ষা তিনি অধিকতর নিন্দনীয় হইতেন। অধিকন্তু, অন্য একটি কারণেও তাঁহাদের বৃত্তান্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয়েই আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে নিজ নিজ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়া ছিল তাঁহারা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—কারণ, তখন তাঁহাদের আলেকজান্দারের ভয়ে ভীত হওয়া বা তাঁহার পুরস্কারের প্রলোভনে প্রলোভিত হইবার কারণ ছিল না। অন্য লেখকগণ কর্তৃক কোন কোন ঘটনাও আমি গ্রহণ করিয়াছি ; কারণ, সেগুলি উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং একেবারে অসম্ভব নহে বলিয়াও প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু, সেগুলি আমি সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন, এতগুলি ইতিহাস থাকিতে, কেন আমি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা হইলে তিনি যেন প্রথমে আমার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, পরে, যদি সম্ভব হয়, তবে যেন এই জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হন।

(ষষ্ঠ পরিশিষ্ট)

আলেকজান্দারের অভিসন্ধি, চরিত্রাদি সম্বন্ধে অভিমত

"It was believed by many that he designed to circumnavigate Arabia to the head of the Red Sea and afterwards Africa; then, entering the Mediterranean by the Pillars of Hercules, to spread the terror of his arms along its Western shores, and finally to explore the northern extremity of the Lake Mæotis and, if possible, discover a passage into Caspian Sea. These reports were not altogether without a visible foundation." (" Historians' History of the World.")

অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, আলেকজান্দার আরব প্রদক্ষিণ করিয়া লোহিত সাগরে পৌঁছিয়া ও পরে আফ্রিকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, হার্কিউলিসের স্তম্ভ হইয়া ভূমধ্য সাগর ও উহার পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আক্রমণ করিয়া অবশেষে মিওটীস হ্রদের উত্তর সীমা ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই গুলি একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। (ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস)

"Among all the qualities which go to constitute the highest military excellence, either as a general or as a soldier, none was wanting in the character of Alexander.

Together with his own chivalrous courage—sometimes indeed both excessive and unreasonable, so as to form the only military defect which can be fairly imputed to him—we trace in all his operations, the most careful deposition taken beforehand, vigilant precaution in guarding against possible reverse and abundant resource in adapting himself to new contingencies. Amidst constant success, these precautionary combinations were never discontinued. His achievements are the earliest recorded evidence of scientific military organisation on a large scale and of its overwhelming effects. Alexander overawes the imagination more than any other personage of antiquity, by the matchless development of all that constitutes effective force as an individual warrior, and of as an organiser and leader of armed masses; not merely the blind impetuosity ascribed by Homer to Ares, but also the intelligent, and all-subduing compression which he personifies in Athene. But, all his great qualities were fit for use only against enĕmies; in which category indeed were numbered all mankind, known and unknown, except those who chose to submit to him." "Grote's History of Greece."

ভাবার্থ

সেনাপতি বা সৈনিকরূপে যে সকল সদ্‌গুণাবলী শ্রেষ্ঠ সমরকুশলতা-লাভের সহায়, আলেকজান্দারের চরিত্রে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না।

তাঁহার অসামান্য শৌর্য্য (সময়ে সময়ে ইহা এত অধিক প্রকাশ পাইত যে তাঁহার সামরিক অভিযানে এই একমাত্র দোষ বলিলেও বলা যায়), সময়ে ও সযত্নে সংগৃহীত শত্রুর অবস্থাদি বিষয়ক প্রমাণ সংগ্রহ, পরাজিত হইবার আশঙ্কায় সকল প্রকার পূর্ব্বাবলম্বিত উপায় অবলম্বন এবং অতর্কিত বিপদকালে প্রতীকার উদ্ভাবন—এই সকল গুণাবলীই আমরা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই দেখিতে পাই। নিরন্তর জয়লাভের মধ্যেও তিনি সতর্কতা সূচক উপায়াবলম্বনে বিরত হইতেন না। বিস্তৃত ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবলম্বন ও তজ্জন্য অত্যাশ্চার্য্য সুফল লাভে তিনিই প্রথম। প্রাচীন কালের অন্য কেহই ব্যক্তিগত ভাবে বা সৈন্যাবলীর নেতারূপে এরূপ মনোযোগ-আকর্ষণে সক্ষম হন নাই। (গ্রীসের ইতিহাস।)

"His plans were conceived upon a comprehensive scale. Nearchus the admiral who had successfully commanded the flotilla, during the ten months' voyage from Jhilum to Sea, was instructed to bring the fleet round the coast into the Persian Gulf as far as the mouth of the Euphrates, and to record careful observations of the strange lands and seas which he should visit. Alexander himself proposed to conduct the army back to Persia, through the wilds of the country then called Gedrosia, and now Mukran, hitherto untrodden save by the legendary hosts of Semiramis and Cyrus."

অর্থাৎ

তাঁহার অভিসন্ধির যথেষ্ট ব্যাপকতা ছিল। নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস নৌবাহিনীকে ইউফ্রেটীসের মোহনা পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে ও অনাবিষ্কৃত জনপদ ও সমুদ্রাদির সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার স্বয়ং গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ইতিপূর্ব্বে সেমিরামিস ও সাইরাস ব্যতীত অন্য কাহারও সৈন্য এই জনপদে প্রবেশ করে নাই। (ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রণীত ইতিহাস) :—

"The descent of the rivers to the Ocean through the territories of civilized and well-armed nations admittedly the best soldiers in the east and the voyage of Nearchus from the Indus to the Tigris, may fairly be described as unqualified successes. The third great enterprise, the retirement of the army led by Alexander in person through Gedrosia would have been equally prosperous, but for the occurrence of physical difficulties, which could not be foreseen, owing to the imperfection of the information at the king's command.

But, even this operation was not a failure. Notwithstanding the terrible privations endured and the heavy losses suffered, the army emerged from the deserts as an organized and disciplined force and its commander's purpose was attained" (Vincent Smith: Early History of India).

অর্থাৎ

সুসভ্য এবং সুসজ্জিত জাতিসমূহের অধিকৃত প্রদেশ হইয়া সমুদ্রে পৌঁছান এবং নিয়ার্কাসের জলযাত্রা—এই দুইটী সুসম্পাদিত হইয়াছিল। গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া স্বয়ং আলেকজান্দার কর্ত্তৃক সৈন্যাবলীর পরিচালনও যে নৈসর্গিক অসুবিধা না থাকিলে সুসম্পাদিত হইত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, তথাপি ইহা একেবারে বিফল হয় নাই। সৈন্যগণ যদিও যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিয়াছিল এবং যদিও বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াই মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। (ভিনসেণ্ট স্মিথ)

"Looked at merely from the soldier's point of view, the achievements wrought in that brief space of time, are marvellous and incomparable. The strategy, tactics, and organization of the operation give the reader of the story the impression that in all these matters perfection was attained. The professional military critic may justly blame Alexander, as his own officers blamed him, for excessive display of personal heroism, and needless exposure to danger of the precious life upon which the safety of the whole army depended, but criticism is silenced by admiration and by the reflection that the example set by the King's reckless daring was of incalculable value as a stimulus and encouragement to troops often ready to despair of success." (Vincent Smith.)

অর্থাৎ

কেবল সৈনিকের চক্ষে দেখিলে, এই অল্প সময়ের কৃতকার্য্যতা অদ্ভুত ও অতুলনীয় বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার যুদ্ধকৌশল, সৈন্য-পরিচালনা এবং কার্য্যসাধন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণ পাঠকের মনে হয় যে, এই সকল বিষয়েই তাঁহার কার্য্যাবলী সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের ন্যায় সামরিক সমালোচকও, আলেকজান্দারের অতিমাত্রায় বীরত্ব প্রদর্শন ও যাঁহার জীবনের উপর সমগ্র সৈন্যবাহিনীর কুশল নির্ভর করিত, সেই জীবন অনাবশ্যক রূপে বিপন্ন করা, দোষণীয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু, আলেকজান্দারের অসমসাহসীকতা যে অনেক সময় নিরুৎসাহী সৈন্যবৃন্দকে প্রোৎসাহিত করিত, একথা মনে হইলে, নিন্দার স্থলে প্রশংসা স্বতঃই মনমধ্যে উদিত হয়। (ভিনসেণ্ট স্মিথ :—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস)।

" *Encyclopaedia Britannica*" :—

" Alexander the great is one of the instances of the vanity of appealing from contemporary disputes to the verdict of posterity ; his character, and his policy are estimated to-day as variously as ever. Certain features—the high physical courage, the impulsive energy, the fervid imagination stand out clear ; beyond that disagreement begins. That he was a great master of war is admitted by most of those who judge his character unfavourably ; but even this has been seriously questioned. There is dispute as to his real designs. That

he aimed at conquering the whole world and demanded to be worshipped as a god is the traditional view. Droysen denies the former, and Niese maintains that his ambition was limited by the bounds of the Persian empire and that the claims to divine honors is fabulous. It is true that his best authority Arrian fails to substantiate the traditional view satisfactorily; on the other hand, those who maintain it, urge that Arrian's interests were mainly military, and that the other authorities, if inferior in trust-worthiness, are completely in range of vision. Of those again, who maintain the traditional view, some like Niebuhr and Grote consider it as convicting Alexander of mad ambition and vain glory, whilst to Kaesst, Alexander only incorporates ideas which were the timely fruit of a long historical development."

অর্থাৎ

সমসাময়িক কালে আলেকজান্দারের সম্বন্ধে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাপেক্ষা বিশেষ কম দেখা যায় না। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও তাঁহার চরিত্র ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার অমানুষিক সাহস, তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃতি, ও উদ্ভাবনী শক্তি—এ সকল গুণাবলী সকলের নিকটেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার নিন্দুকেরাও তাঁহাকে রণপণ্ডিত সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু, কেহ কেহ ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। প্রচলিত কিম্বদন্তী

এইরূপ যে, তিনি পৃথিবী বিজয়ের ও দেবতার স্থায় পূজিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। ড্রইসেন প্রথমটী অস্বীকার করেন এবং নীসীর মতে পারস্যরাজ্য অধিকারভুক্ত করা ব্যতীত তাঁহার আর কোন ইচ্ছা ছিল না এবং দেবতা রূপে পূজিত হইবার কথা তাঁহার শত্রুর কল্পনা প্রসূত। আরিয়ান কিম্বদন্তী সম্যকরূপে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু, যাঁহাদের মতে আলেকজান্দার দেবতারূপে পূজিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন তাঁহারা এতদুত্তরে বলেন যে, সামরিক অভিযান বর্ণনাই আরিয়ানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ আরিয়ান অপেক্ষা কম বিশ্বাসযোগ্য হইলেও, আলেকজান্দারের অভিসন্ধি তাঁহাদের নিকটে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা প্রচলিত কিম্বদন্তীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আলেকজান্দারকে অসঙ্গত উচ্চাভিলাষী ও নিরর্থক অহঙ্কারী বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, কাহারও মতে আলেকজান্দার দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনা একত্রীভূত করিয়াছিলেন মাত্র।

" The world has seen many conquerors, but certainly not more than two or three, who never stamped their names so indelibly upon the pages of history and appealed to the imagination of so wide an audience as the hero of Macedonia. Alexander was the wonder of the age in which he lived and no less a wonder to succeeding generation."

অর্থাৎ

পৃথিবীতে অনেক বীরপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, মাসিদনাধিপতির ন্যায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবিনশ্বর হওয়া অথবা বহুজন—

হৃদয়গ্রাহী বিজেতা দুই তিনটীর অধিক দৃষ্ট হয় না। যে যুগে তিনি বাস করিতেন, ও পরবর্ত্তী যুগ সমূহে—সকল সময়েই আলেকজান্দার সকলের বিস্ময়োদ্রেক করেন। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)

Creasy :—*Fifteen Decisive Battles of the World* :—

"Although the rapidity and Alexander's conquests have through all ages challenged admiration and amazement, the grandeur of genius which he displayed in his schemes of commerce, civilization, and of comprehensive union and unity amongst nations, has until, lately been comparatively unhonoured. This long-continued depreciation was of early date. Until a very recent period, all who wished to point a moral or adorn a tale; about unreasoning ambition, extravagant pride, and the formidable frenzies of free-will when leagued with free power, have never failed to blazon forth the so-called madman of Macedonia as one of the most glaring examples. Without doubt, many of these writers adopted with implicit credence traditional ideas, and supposed with uninquiring philanthropy, that in blackening Alexander, they were doing humanity good service. But, also without doubt, many of his assailants, like those of other great men, have been mainly instigated by " that strongest of all antipathies, the antipathy of a second rate mind to a first rate one."

অর্থাৎ

যদিও আলেকজান্দারের সৈন্যবাহিনীর অগ্রসর হইবার ক্ষিপ্রতা ও তাঁহার দিগ্বিজয় দৃষ্টে চিরদিনই সকলের প্রশংসা ও বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে, তথাপি বাণিজ্য এবং সভ্যতা-বিস্তারে ও বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে ঐক্যতা সংঘটনে তিনি যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অতি অল্প কাল হইতে এই বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বহুকাল-ব্যাপী এই নিন্দার লাঘবতা অল্পদিন হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে।

অত্যল্পকাল পূর্ব্বেও, যাঁহারা অন্যায় উচ্চাভিলাষ, অপরিমেয় গর্ব্ব এবং নিরতিশয় যথেচ্ছাচারিতার বিষয়ে উপন্যাস লিখিবার কিংবা উপদেশ দিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা মাসিদনের "তথা-কথিত" উন্মাদ ব্যক্তিকে এই সকল দোষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল লেখকের অনেকে, কিংবদন্তী সকল নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, আলেক-জান্দারের কুৎসা রটনা দ্বারা তাঁহারা মানবজাতির হিতসাধনা করিয়াছেন। ইহাও আবার বলা যাইতে পারে যে, আলেকজান্দারের বহুসংখ্যক নিন্দুকেরা অন্যান্য মহৎ লোকদিগের নিন্দুকগণের ন্যায় তাঁহাপেক্ষা হীন বলিয়াই এরূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়াই তাঁহার নিন্দা করিতে প্ররোচিত হইয়াছেন। (ক্রীসী—পৃথিবীর পঞ্চদশটী যুদ্ধ)।

"The enduring importance of Alexander's conquests is to be estimated not by the duration of his own life and empire, or even by the duration of the

kingdoms which his generals after his death formed out of the fragments of that mighty dominion. In every region of the world that he traversed, Alexander planted Greek settlements, and founded cities, in the populations of which the Greek element at once asserted its predominance. Among his successors, the Seleucidee and the Ptolemies imitated their great captain in blending schemes of civilization, of commercial intercourse, and of liberty and scientific research with all their enterprises of military aggrandizement and with all their systems of civil administration."

অর্থাৎ

আলেকজান্দারের রাজ্যজয়ের প্রধান বিশেষত্ব, তাঁহার জীবিত কাল ও সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার বিশাল রাজত্বের অংশ সমূহ দ্বারা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের স্থিতিকাল হইতে বিবেচিত হইতে পারে না। পৃথিবীর যে জনপদেই তিনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রদেশেই গ্রীসীয় উপনিবেশ ও নগর স্থাপনা করা হইয়াছিল এবং গ্রীকগণ এই সকল স্থানেই তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে সেলুকাশ এবং টলেমিগণ নিজ নিজ সামরিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাঁহাদের সেনাপতির অনুকরণও করিয়াছিলেন। (ক্রীসী)

Arrian : Anabasis—

"Let the man who speaks evil of Alexander not merely bring forward those passages of Alexander's life which were really evil, but let him collect and review all the actions of Alexander, and then let him thoroughly consider first who and what manner of man he himself is, and what has been his own career; and then let him consider who and what manner of man Alexander was, and to what an eminence of human grandeur he arrived. Let him consider that Alexander was a king, and the undisputed lord of the two continents; and that his name is renowned throughout the whole earth. Let the evil speaker against Alexander bear all this in mind and then let him reflect on his own insignificance, the pettiness of his own circumstances and affairs, and the blunders that he makes about these, paltry and trifling as they are. Let him then ask himself whether he is a fit person to censure and revile such a man as Alexander. I believe that there was in his time no nation of men, no city, nay, no single individual, with whom Alexander's name had not become a single word. I therefore hold that such a man, who was like no ordinary mortal, was not born into the world without some special providence."

অর্থাৎ

যিনি আলেকজান্দারের নিন্দাবাদ করেন, তিনি যেন কেবল

আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় নিন্দনীয় কার্য্যগুলিই প্রদর্শন না করেন। কিন্তু, এইরূপ নিন্দুকেরা যেন আলেকজান্দারের সকল কার্য্য একত্রীভূত করিয়া পর্য্যালোচনা করেন। এবং এই নিন্দুক যেন তিনি স্বয়ং কে এবং কি প্রকৃতির লোক এবং তিনি নিজেই বা কি প্রকারে জীবনাতিপাত করিয়াছেন এই সকল বিষয় এবং আলেকজান্দার কে এবং কি প্রকারে তিনি কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তিনি সমৃদ্ধির কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সকল বিষয়ই যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন। নিন্দুক যেন মনে করেন যে, আলেকজান্দার একজন নরপতি ছিলেন এবং দুইটী মহাদেশের একাধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত। আলেকজান্দারের নিন্দুক এই সকল বিষয় যেন স্মরণ করেন এবং নিজের যৎসামান্যতার বিষয় ও সামান্য অবস্থা এবং এই সকল সামান্য বিষয়েও তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা যেন বিবেচনা করেন। ইহার পরে যেন তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আলেকজান্দারের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে তিরস্কার এবং নিন্দা করিবার উপযুক্ত কি না? আমার বিশ্বাস, আলেকজান্দারের জীবিতকালে এমন কোনও জাতি, নগর কিংবা এমন কোন লোক ছিল না যাহার নিকট আলেকজান্দারের নাম অপরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং, আমার বিবেচনায় এমন এক ব্যক্তি (যিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ছিলেন না), তিনি পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপালাভ না করিয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। (আরিয়ান—আনাবেসিস)

From Thomas Keightly's History of Greece—

"We have somewhere met with these words, "Alexander *falsely* named the Great;" and did we

not know the natural imbecility of some minds, and their utter want of perception of the grand and the sublime, we might marvel at such language. If ever man was truly great, it was Alexander. All the talents and all the virtues that ennoble human nature united in him. A statesman and general of the highest order, polished in manners, fond of literature, temperate in pleasure, faithful to his word, humane, just and generous—what was wanting to complete the truly great man? That he was covetous of fame, is to his praise; that he had the ambition to be a conqueror, will be condemned only by those who expect our nature to be different from what it is, that he could not wholly withstand the intoxication of power and gave way to fits of anger, redeemed however by speedy and sincere repentance, only showed that he was but a mortal. Ever must the conqueror of Persia be the object of wonder and admiration. His clemency to those he subdued is gratifying to our feelings; but his enlarged and comprehensive plan of forming the greater part of the civilized world into one empire, united by civil and commercial advantages, excites amazement, joined wlth regret for its impracticability, but with veneration for the mind which had conceived it."

অর্থাৎ

ভ্রমক্রমে আলেকজান্দারকে "মহৎ" বলা হইয়াছে—এই প্রকারের

কথা আমরা কোন স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। এবং, যদি আমরা কতকগুলি ব্যক্তি স্বভাবতঃই অনুদার এবং তাহারা মহাপুরুষদিগের গুণাবলী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ইহা না জানিতাম, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই প্রকার ভাষা শ্রবণ করিয়া আমাদের যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেক করিত। যদি কেহ কখনও যথার্থই মহৎ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলেকজান্দার। যে সকল ক্ষমতা ও গুণাবলী দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব উন্নত হয়, তাহার সমস্তই তাঁহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি ছিলেন; তাঁহার আচার ব্যবহার পরিমার্জ্জিত ছিল; তিনি সাহিত্যানুরাগী, আমোদ প্রমোদে সংযত, প্রতিজ্ঞা-পালনকারী, করুণাময়, ন্যায়-পরায়ণ এবং উদার প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন—মহাপুরুষ রূপে পরিগণিত হইবার কোন্ গুণের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে? তিনি যে যশোভিলাষী ছিলেন, এই কথা বলিলে তাঁহার প্রশংসাই ঘোষিত হয়; যাঁহারা আমাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে অন্য প্রকার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়-স্পৃহাকে নিন্দা করিবেন; তিনি যে সময়ে সময়ে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা-জনিত উল্লাসে মত্ত হইতেন এবং কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতেন (যে ক্রোধ পরক্ষণেই প্রকৃত অনুতাপে পরিণত হইত)—এই সকল তাঁহার মানবত্বের পরিচায়ক মাত্র। পারস্য-বিজেতা সকল সময়েই আমাদিগের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার পাত্র। পরাজিত শত্রুদিগের প্রতি তাঁহার করুণা দর্শনে আমাদিগের মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়; কিন্তু যদিও সমস্ত সভ্য-জগতকে বাণিজ্য এবং শাসন সম্পর্ক দ্বারা এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার কল্পনা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া আমাদের বিস্ময় ও দুঃখ উদ্রেক

করে, কিন্তু, যিনি ইহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি আমাদের আরও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। (কিটলিসঃ—গ্রীসের ইতিহাস)

From John Guiles : History of Ancient Greece (1831).

"In generosity and in prowess, he rivalled the greatest heroes of antiquity ; and in the race of glory, having finally outstripped all competitors, became ambitious to surpass himself. His superior skill in war gave uninterrupted success to his arms ; and his natural humanity, enlightened by the philosophy of Greece, taught him to improve his conquests to the best interests of mankind. In his extensive dominions, he built or founded, not less than seven cities, the situation of which being sought with consummate wisdom, tended to facilitate communication, to promote commerce, and to diffuse civility through the greatest nation of the earth."

অর্থাৎ

মহানুভবতায় এবং পরাক্রমে তিনি প্রাচীনকালের প্রধান বীরপুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং যশ এবং গৌরবে অন্যান্য প্রতিযোগীদের অতিক্রম করিয়া অবশেষে নিজেকেও অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট রণ-নৈপুণ্যের প্রভাব তিনি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক করুণা গ্রীস দেশীয় দর্শন শাস্ত্র পাঠে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার দিগ্বিজয় যাহাতে মনুষ্য সমাজের হিতকর হয়,

এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে তিনি অন্যূন সত্তরটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই নগরগুলির এইরূপ সংস্থিতি ছিল যে, তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ জাতিগণের মধ্যে বাণিজ্য ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

Sir Walter Raleigh—" History of the world."

" Certainly, the things that this king did were marvellous, and would hardly have been undertaken by any one else......The spirit of one man undertook and effected the alteration of the greatest states, and common weals, the erection of monarchies, the conquest of kingdoms and empires, guided handfuls of men against multitudes of equal bodily strength, contrived victories beyond all hope and discourse of reason, converted the fearful passions of his own followers into magnanimity, and the valour of his enemies into cowardice......"

অর্থাৎ

প্রকৃতপক্ষে, এই নরপতির কার্য্যকলাপ অত্যদ্ভুত ছিল এবং অন্যের দ্বারা এই সকল কার্য্যারম্ভ অসম্ভব ছিল। একজন লোক বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছিলেন এবং অনেকের হিত সাধন করিয়াছিলেন; একজনে কত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কত রাজ্য ও রাজত্ব জয় করিয়াছিলেন; মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ মহা পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক সৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন; নিজের সৈন্যদের ভীতিকে

মহানুভবতায় পরিণত করিয়াছিলেন এবং শত্রুবর্গের পরাক্রমকে ভীরুতায় পরিণত করিয়াছিলেন। (স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে "পৃথিবীর ইতিহাস।")

"Napoleon selected Alexander as one of the seven greatest generals whose noble deeds history has handed down to us, and from the study of whose campaigns the principles of war are to be learned."

যে অত্যন্ত বিচক্ষণ সাতজন সেনাপতির মহৎ কার্য্যাবলী ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং যাহাদিগের অভিযানাবলী হইতে আমরা যুদ্ধতত্ত্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারি, নেপোলীয়ান আলেকজান্দারকে এই সাত জনের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন।